আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ২০ || সোমবার || মাঘ ৩০ || ১৪২৯ || রজব ২২ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 20 || 13 February || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

অনির্বাচিত সরকারের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই

ঢাকা ডেস্ক: অনির্বাচিত সরকারের দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, অনির্বাচিত সরকার **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**



মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি

ঢাকা ডেস্ক: ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনই হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। তিনি রাষ্ট্রপতি পদে একমাত্র প্রার্থী হওয়ায় এখন আর ভোটের প্রয়োজন হচ্ছে না। সব অনুমান, নানা জল্পনাকল্পনা ভুল প্রমাণ করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মনোনীত করল আওয়ামী লীগ। জাতীয় নির্বাচনের আগে এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে সবার নজর ছিল। কে হচ্ছেন নতুন রাষ্ট্রপতি-এ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকের নাম নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু সব আলোচনা ছাপিয়ে অনেকটা চমকের মতো এসেছে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর নাম। এই পদে আর **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান

৭৩ স্ট্রিটের নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রিট'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট-২৫ এর কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান জ্যাকসন হাইটস এর ৭৩ নাম্বার স্ট্রিটের নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রিট' করার ঘোষণা দিয়েছেন। শুক্রবার (১০ ফেব্রুয়ারী) বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবু জাফর মাহমুদের **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**

ভূমিকম্পে তুরস্ক-সিরিয়ায় মৃত্যু ৩৩ হাজার ছাড়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুরস্ক ও সিরিয়ার সরকারি কর্মকর্তা ও চিকিৎসদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে শুধু তুরস্কে এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার ৬০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর সিরিয়ায় প্রাণ **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

নিউইয়র্ক সিটিতে ১৫ ঘণ্টায় ১২ জন গুলিবিদ্ধ : নিহত ২

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির আইন শৃঙ্খলা-পরিস্থিতির অবনতিতে জনমনে আতঙ্ক বাড়ছেই। গত ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত ১৫ ঘণ্টার অন্তত এক ডজন **(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)**



রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনকে মনোনয়ন, যা বলল বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিএনপির কোনো আগ্রহ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

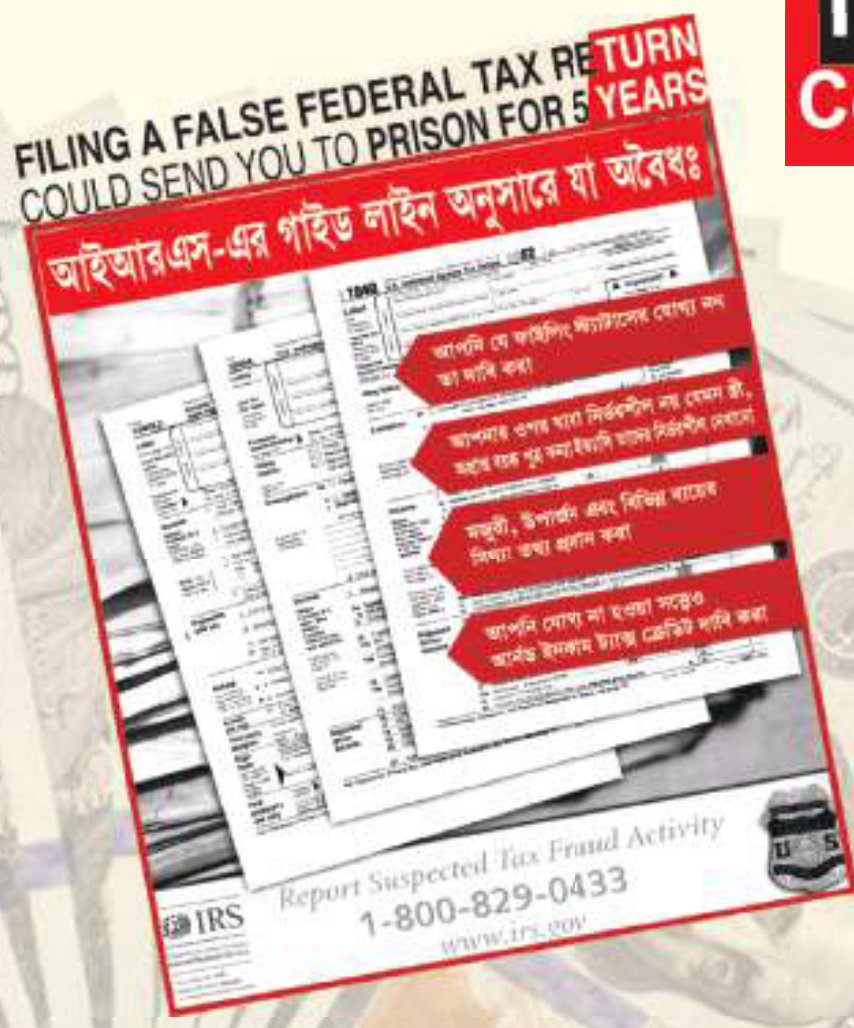
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // Febuary 13 // 2023

জেকব মিল্টনের পিতৃবিয়োগ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এবং উই আর দি পিপল এর কর্ণধার জেকব মিল্টনের পিতা, বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা সামছুল হক ইন্তেকাল করেছেন। বুধবার (৮ ফেব্রুয়ারী) বাংলাদেশ সময় রাত ১১টার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার বয়স হয়েছিলো ৯৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তার মরদেহ পটুয়াখালীতে মরহুমের গ্রামের বাড়ীতে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় শুক্রবার (১০ ফেব্রুয়ারী) বাদ এশা জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদে (৭১-২০ রুজভেল্ট এভিনিউ) দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শুভানুধ্যায়ীদের জ্যাকব মিল্টন ধন্যবাদ জানান।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে অমর একুশে তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি মতবিনিময় সভা করেছে। গত ২৯ জানুয়ারী রোববার কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলমহার্স্টস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী।

সভায় সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে মহিউদ্দীন দেওয়ান, ফারুক চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, নওশেদ হোসেন, মাইনুদ্দিন মাহবুব, ডা. শাহানাজ লিপি, আখতার বাবলু, বগুড়া এসোশিয়েশনের সভাপতি মোহাব্বত আকন্দ ও এনায়েত আলী উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন কিভাবে সুন্দর ও স্বার্থক করা যায় তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে এবারের একুশ উদযাপন হবে নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডস্থ তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে (৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ , উডসাইড, নিউইয়র্ক)। ৬০০ লোকের আসন বিশিষ্ট এ সেন্টারে গাড়ি পার্কিং এরও ব্যবস্থা রয়েছে।

অমর একুশ উপলক্ষ্যে সোসাইটি গঠিত উদযাপন কমিটিতে রয়েছেন আহবায়ক- মহিউদ্দীন দেওয়ান, মেম্বার সেক্রেটারী- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, যুগ্ম আহবায়ক- ফারুক চৌধুরী, সমন্বয়কারী- প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান ও ফারহানা চৌধুরী। স্মরণিকা উপকমিটিতে রয়েছেন নওশেদ হোসেন, রিজু মোহাম্মদ ও আবুল বাশার ভূইঁয়া।

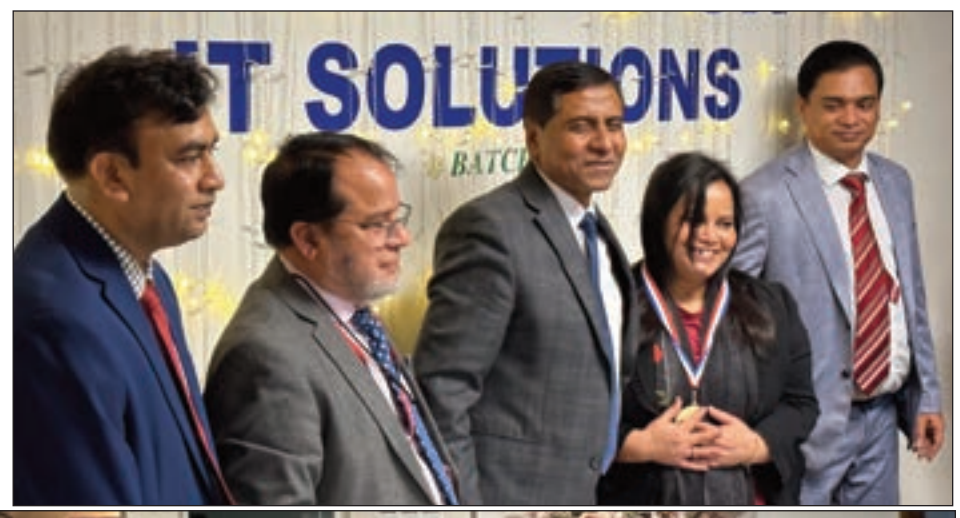
এদিকে নবনির্বাচিত ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্যদের সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মিষ্টি মুখ করেছেন।





স্মার্ট টেক আইটি সলিউশনের বুট ক্যাম্প কর্মশালা অনুষ্ঠিত







(শেষের পাতার পর)

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বলে সংশ্লিস্টরা জানা। স্মার্ট টেক প্রতিদিন স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রুটস, কফি, স্ন্যাক্স ও রাতের ডিনারের ব্যবস্থা করে।

গত ২৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে স্টুডেন্টদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ ও সম্প্রতি যারা জব পেয়েছেন তাদেরকে মেডেল প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট-এর প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক সাঈদ, টিভিএন২৪ এর হেড অব মার্কেটিং এএফ মিজবাহ-উজ-জামান, আইবিটিভি'র হাসান মাহমুদ, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র বার্তা সম্পাদক কানু দত্ত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির ডেভলপমেন্ট ও স্মার্ট টেক-কে সাপোর্ট করার জন্য টাইম টিভি ও টিবিএন২৪-কে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। টাইম টিভি'র পক্ষে সিইও আবু তাহের এবং টিভিএন২৪ এর পক্ষে হেড অব মার্কেটিং এএফ মিজবাহ-উজ-জামান অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

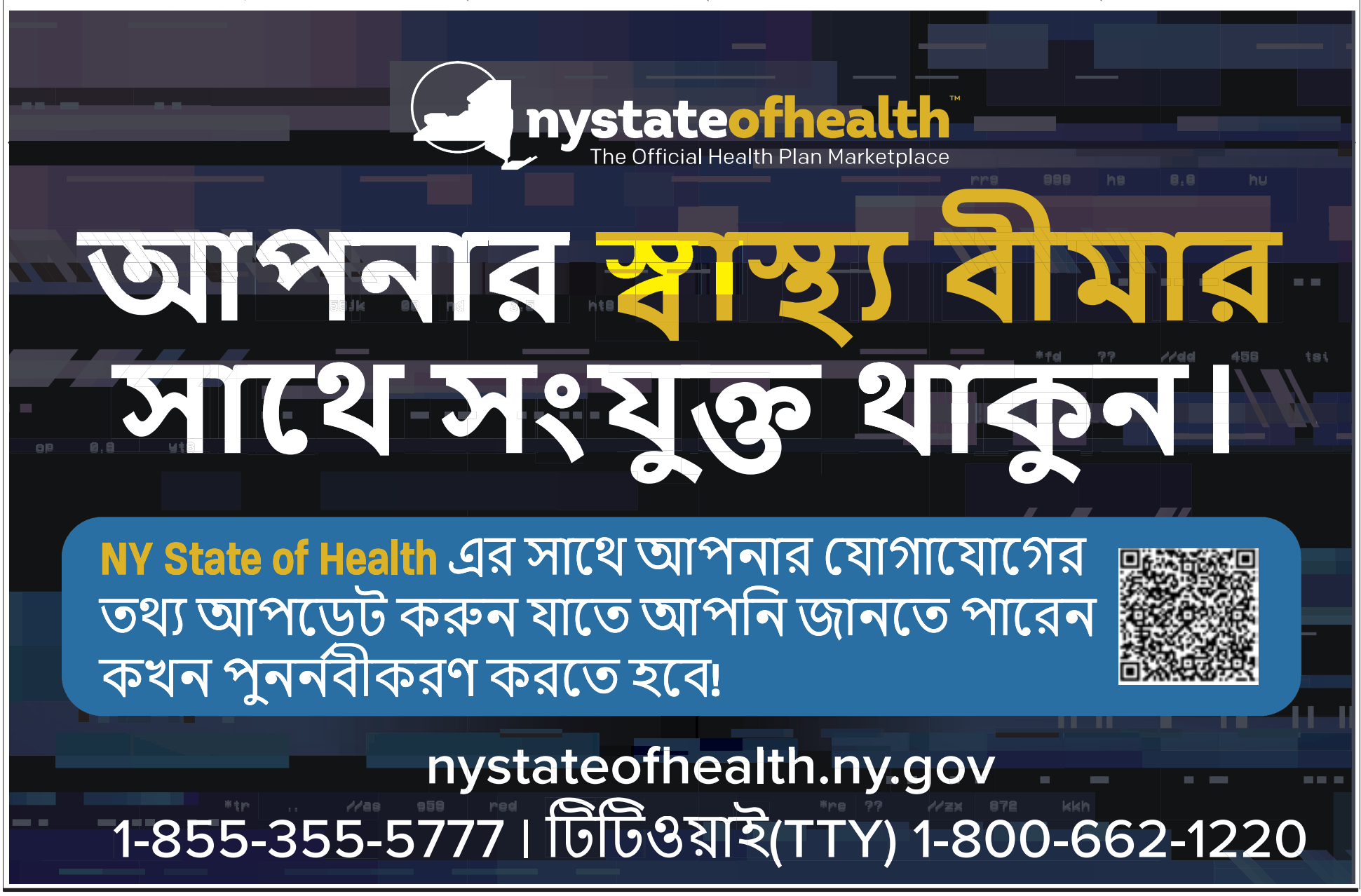
অনুষ্ঠানে শাহ শহীদুল হক বলেন, স্মার্ট টেক বর্তমানে একটি অত্যন্ত পরিচিত ও সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান। বিদেশের মাটিতে মানুষ গড়ার কারিগর, তারা শুধু বাঙালী কমিউনিটিকে উন্নত করার সাথে সাথে বাংলাদেশকেও সমৃদ্ধ করছে।

আবু তাহের স্মার্ট টেক-এর এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এমন কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিস্ট উপকৃত হবেন। কোন ফি ছাড়া স্টুডেন্টদের তিনদিনব্যাপী এই প্রোগ্রাম করে তাদের মধ্যে কেন্ডিডেট তৈরী করবে যা জব পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে।

প্রতিষ্ঠানের সিইও সারওয়ার আহমেদ বলেন, নতুন বছর শুরুতে এই বুট ক্যাম্প ছিল আমাদের পক্ষে থেকে স্টুডেন্টদের জন্য নববর্ষের উপহার। তারা অত্যন্ত কনফিডেন্ট এই জন্য যে জব পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রোগ্রাম অত্যন্ত জরুরী।

স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে সবাই এই বুট ক্যাম্পাস কর্মশালার ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং এই কর্মশালা তাদের জব পাওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা বয়ে আনবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক মোঃ আব্দুস ছোবহান ও সাইদুর রহমানসহ সকলে সিইও এর বক্তব্যে একাত্ব ঘোষণা করেন। পরিচালক মোঃ আব্দুস ছোবহান সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সদিচ্ছা, সচেতনতা ও সাবধানতা

তুরস্ক-সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সোমবারের (৬ ফেব্রুয়ারী) ভয়াবহ ভূমিকম্পে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, কয়েক সহস্র মাইল দূর হতেও আমাদের পক্ষে উহা অনুধাবন কঠিন নয়। বুধবার এই সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১১ সহস্র অতিক্রম করেছে এবং এখনও উদ্ধার তৎপরতা চলমান। এই ট্র্যাজেডি স্মরণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ঘটনার অব্যবহিত পরই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ, তৎসহিত দেশ দুটোর সরকার ও জনগণের সাথে সংহতি জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে অকুস্থলে চিকিৎসা সহায়তা ও উদ্ধারকারী দল প্রেরণের ঘোষণা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে অন্যরাও এই দুর্যোগে দেশ দুইটার পাশে দাঁড়িয়েছে।

বস্তুত সময় অতিক্রান্তের সঙ্গে ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ আরও ব্যাপকভাবে স্পষ্ট হচ্ছছ। সংবাদমাধ্যম সূত্র নিশ্চিত করেছে, তথায় সহস্র ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এতে মৃতের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়তে পারে বলে ধারণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। উক্ত বিপর্যয়ে যেমন বিশ্ববাসী হতবাক, তেমনি মানবিক গল্পগুলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে।

রিখটার স্কেলে ৭-এর উপরের একটা ভূমিকম্প কতটা বিধ্বংসী হতে পারে, প্রকৃষ্ট উদাহরণ আলোচ্য দুর্যোগ। আমরা মনে করি, এই ভূমিকম্পকে বাংলাদেশের জন্য একটা জেগে উঠবার আহ্বান হিসাবেও দেখা যেতে পারে। বহুদিন ধরেই বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে বৃহৎ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা করছেন। যদিও এহেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নহ; বাংলাদেশকে এরূপ ভূমিকম্পের জন্য এখনই প্রস্তুত থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা আমলে নিয়ে প্রশাসনের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। খোদ রাজধানী ঢাকা সর্বাধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ রাজধানীর অধিকাংশ ভবনই ভূমিকম্প সহনশীলভাবে নির্মাণ করা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-রাজউক যেমন অনেকাংশেই যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে ভবনের নকশা অনুমোদন করে না, তেমনি খুব স্বল্প ক্ষেত্রেই পেশাদার প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এই নগরীতে ভবন নির্মাণ করা হয়। বিশেষত ঢাকার সম্প্রসারিত বা নূতন আবাসিক এলাকাসমূহের মাটি নরম ও দুর্বল। তাই এরূপ মাটিতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালাবহির্ভূত প্রক্রিয়ায় নির্মিত বহুতল ভবন মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেই ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। এতদ্ব্যতীত ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ গ্যাস লাইনকেও বিস্ফোরণোন্মুখ বোমাসদৃশ মনে করেন তাঁরা। অভিযোগ রয়েছে, রানা প্লাজা ধসের পর গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সার্কিট ব্রেকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তা অদ্যাবধি ফাইলবন্দি। ইহা স্পষ্ট, অপরিকল্পিত নগরায়ণের বিস্তার ঘটিয়াছে রাজধানীর বাহিরেও। বাড়ি নির্মাণের এক-চতুর্থাংশ খালি রাখার বিধান থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মান্য করা হচ্ছে না।

আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্যোগ মোকাবিলা সহজ হবে এবং ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এর জন্য প্রথমেই প্রশাসনকে তৎপর হয়ে জনসচেতনতা বাড়াবার বিষয়ে নজর দিতে হবে। যেসব ভবন ভূমিকম্প সহনশীল নহে, সেগুলিতে এখনও সংস্কার করবার সুযোগ রয়েছে। একইভাবে গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইনগুলি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী অটো শাটডাউন করবার মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা চাই, এ ক্ষেত্রে রাজউক, ঢাকা সিটি করপোরেশনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমরা মনে করি, তুরস্ক-সিরিয়ার ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপ ইতোমধ্যে নাগরিক সমাজে সচেতনতার যে ক্ষেত্র তৈরী করেছে, তাকে কার্যে প্রয়োগ করে ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। তাতে হয়তো অনেকেই স্বীয় ভবন সুরক্ষায় স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সদিচ্ছা, সচেতনতা ও সাবধানতাই দুর্যোগ মোকাবিলার প্রাথমিক প্রস্তুতি। এর পরেই আসে দুর্যোগ-পরবর্তী তৎপরতার বিষয়।

উক্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করে সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করব- এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

যেমন রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন

॥ আবদুল মান্নান ॥

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করছেন আগামী ২৩ এপ্রিল। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রপতি, যিনি সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় মেয়াদ পূরণ করতে যাচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে কেমন ছিলেন মোঃ আবদুল হামিদ, তা ইতিহাস বিচার করবে। তবে বলতে পারি, মানুষ হিসেবে তিনি অসাধারণ।

সংবিধানের ৪৮ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার দায়িত্ব সংসদ সদস্যদের। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী প্রায় ৪০০ সদস্য। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে; তাঁর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করবেন। ১২ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণীত হলে তিনি পুনরায় সংবিধানের আলোকে সংসদ সদস্যদ দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে বাকশাল ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ঘাতকদের অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর খোন্দকার মোশতাক। তখনও দেশে সংবিধান বলবৎ ছিল। সাংবিধানিকভাবে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করার কথা। মোশতাকের কাছে তখন সংবিধানের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তিনিও ৮৬ দিনের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। তাঁকে হটিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন এবং বঙ্গবন্ধু নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি সায়েমকে 'সাক্ষী গোপাল' রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। কিছুদিন পর সেই সাক্ষী গোপালকে সরিয়ে জিয়া নিজেই এক অভিনব পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি 'নির্বাচিত' হন। পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নামে জাতিকে একটি তামাশা উপহার দেন; যেখানে তিনি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। জনগণকে বলা হলো, তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমর্থন করেন কিনা- তা 'হাঁ' বা 'না' বলে অনুমোদন দিতে হবে। সেই নির্বাচনে দেশের অনেক স্থানে ভোটারদের শতভাগেরও বেশি নাকি 'হাঁ' বলেছিলেন। ১৯৮১ সালে জিয়া নিহত হলে তাঁর উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন।

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সাত্তারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন সেনাপ্রধান জেনারেল এইচএম এরশাদ। প্রথমে আরেক প্রধান বিচারপতি আ ফ ম আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করলেও পরে তাঁকে হটিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। নব্বইয়ের গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ তাঁর উপ রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের কাছে 'ঘণ্টাখানেকের জন্য' দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিন জোটের রূপরেখার আলোকে মওদুদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিনি পঞ্চম জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং বিএনপি নির্বাচিত হলে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বহাল ছিলেন, যদিও তার আগেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব পালন ও মেয়াদ পূরণে সহায়তা করেন।



আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁর মেয়াদ পূরণ করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি করেন। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দলের বাইরে 'নিরপেক্ষ' কাউকে বেছে নেওয়ার সেই পদক্ষেপ সব মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তীকালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এর প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান দেশে প্রশাসনিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন; তা নিবৃত্ত করার বিচক্ষণতা দেখাতে পারেননি। ২০০১ সালে নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট বিজয় লাভের পর সারাদেশে, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর জামায়াত-বিএনপির নেতাকর্মী যে তান্ডবলীলা চালিয়েছিল, তা বন্ধ করতেও তিনি সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার অবশ্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে 'নিরপেক্ষ' হিসেবে ছাড় দেয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর খালেদা জিয়া জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে যখন সরকার গঠন করেন, তখনও রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমদের মেয়াদ কয়েক মাস বাকি। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তাঁকে অসম্মান করার জন্য তখন খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকার এমন কোনো কাজ নেই, যা করেননি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা সচিবালয় থাকতেও প্রায় সময় মন্ত্রিপরিষদের সভা করতেন রাষ্ট্রপতির কোনো অনুমতি ছাড়াই বঙ্গভবনে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের মেয়াদ শেষ হলে বিএনপি দলের সিনিয়র সদস্য ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে কয়েক মাসের মাথায় অনেকটা এক কাপড়ে বঙ্গভবন ত্যাগ করতে হয়। তাঁর ও অপরাধ- তিনি জেনারেল জিয়ার কবর জিয়ারত করতে যাননি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল, তিনি পদত্যাগ করেও নিস্তার পাননি। তাঁকে বিএনপির কর্মীরা রেললাইনের ওপর দিয়ে তাড়া করেছে; তাঁর বাসভবনে আগুন দিয়েছে। ইতিহাসের পরিহাস, এখন সেই বিএনপি নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনার কথা বলে।

ডা. বদরুদ্দোজার পর খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইয়াজউদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। তিনি ছিলেন একজন নিরেট ভদ্রলোক, সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু বিএনপির পাল্লায় পড়ে হয়ে যান ও জি হুজুর।

একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সামাজিক মৃত্যু ঘটে, যখন তাঁকে অসাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে অনেকটা বাধ্য করা হয়।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রবীণ রাজনীতিক জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মেয়াদপূর্তির প্রায় ১১ মাস আগে তিনি প্রয়াত হলে জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার মোঃ আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের যে অনুপাত, তাতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীই অনিবার্যভাবে দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন। এই পদের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব দলের পক্ষ থেকে সভানেত্রী শেখ হাসিনার ওপর অর্পিত হয়েছে। যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে আছেন একজন সাবেক আমলা ও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা; আর আছেন কয়েকজন রাজনীতিবিদ। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি ও সাবেক উপাচার্যের নামও শোনা গিয়েছিল। যদিও কেউ কেউ সাবেক আমলা বা সাবেক বিচারপতি থেকে রাষ্ট্রপতি বাছাই করার ব্যাপারে সতর্ক। কারণ এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অভিজ্ঞতায় রয়েছেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

আমাদের দেশে যদিও রাষ্ট্রপতির পদ অনেকটা আলঙ্কারিক, তারপরও সময়ের প্রয়োজনে তিনি সরকার তথা সরকারপ্রধানকে নানাভাবে পরামর্শ দিতে পারেন; জাতিকে পথ দেখাতে পারেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালাম রাজনীতিবিদ ছিলেন না। অন্যদিকে প্রণব মুখার্জি ছিলেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। দুজনই রাষ্ট্রপতিই ছিলেন অসাধারণ।

আসলে ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা থাকলে একজন রাষ্ট্রপতি শত বাধা-বিপত্তির মুখেও তাঁর দৃঢ়তা ও সক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে এমন একজন রাষ্ট্রপতি। অবশ্য শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তেমন একটা ভুল করেন না। এবারও তেমন হবে বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। যোগ্য ব্যক্তিই ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হোন- এটিই সবার প্রত্যাশা।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ফজর	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৮
সূর্যোদয়	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫০	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৬	৬.৪৪
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৪৭	৩.৪৮	৩.৪৯	৩.৫০	৩.৫১	৩.৫২	৩.৫৩
মাগরিব	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫
এশা	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী

॥ মোহাম্মদ সোহরাব আলী ॥

কোন দিন নয়, চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী? ফুলের দোকানে প্রায়ই তো কাপলেরা ফুল কিনে একে অপর-কে উপহার দেয়। রেস্টুরেন্টে প্রায়ই কাপলেরা এসে ভালমন্দ খায়। পার্কে তো প্রায়ই প্রেমিক প্রেমিকারা বেড়াতে যায়। গিফট শপে তো প্রায়ই একে অপরের জন্য উপহার সামগ্রী কিনতে যায়। চৌদ্দই ফেব্রুয়ারীতে যেভাবে যুবক-যুবতীরা চলাফেরা করে বছরের অন্যান্য দিনেও তো প্রায় একইভাবে চলাফেরা করে। তারা চৌদ্দই ফেব্রুয়ারীর মত অন্যান্য দিনেও প্রায় একই পোশাক পরিধান করে। তাহলে অন্যান্য দিনের সাথে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারীর পার্থক্য কোথায়?

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব ভালবাসা দিবস। অনেক সুন্দর কথা। বিশ্বে আজ ভালবাসার একান্তই দরকার। তবে ভালবাসার নামে বেহায়াপনা, ভালবাসা নয়। দরকার মানবতার ভালবাসা। মানুষ আজ বড়ই অসহায়। একটা শিশুর প্রতি যদি একটা মায়ের সত্যিই ভালবাসা থাকে তাহলে কি করে একটা মা তার শিশুকে গলাটিপে হত্যা করে? যে খবর সংবাদপত্রে কত আসে। কিভাবে একজন মা ছোট বাচ্চা রেখে যেতে পারে অন্য পুরুষের হাত ধরে? শিশুরা ফেরেশতা তুল্য। তারা নিষ্পাপ। কেন বিশ্বে এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ লেগে নিষ্পাপ শিশুকে দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। কথায় বলে (যে শিশুদের ভালবাসে না সে নাকি মানুষকে হত্যা করতে পারে)। আজ কত শিশুরা না খেয়ে ঘুমায়, কত শিশু সঠিক চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। এই শিশুদের প্রতি কি বিশ্ব বিবেকের ভালবাসা আসে না? তারাও তো মানুষ। আর মানুষকে ভালবাসার মত মহৎ কাজ পৃথিবীতে কি আর হতে পারে?

ভালবাসা পবিত্র। যেটা আসে হৃদয় থেকে। ভালবাসা পাপ নয়। তাহলে ভালবাসা নিয়ে কেনই বা প্রশ্ন উঠবে? আমরা আজ ভালবাসার জন্যই পৃথিবীতে বেঁচে আছি। ভালবাসার জন্য আমরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে দেশে যাই। আমরা দেশকে ভালবাসি। আমরা দেশের মানুষকে ভালবাসি। দেশের প্রতি কি যে ভালবাসা, বিদেশে থাকে সে জানে। ভালবাসা সর্বজনীন। ভালবাসা সব যুগে ছিল, আছে এবং থাকবে।

প্রতিবছর ভালবাসা দিবসের নামে যে সব ঘটনা ঘটে তা জঘন্য। উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েরা কি যে বেহায়াপনা করে। তাদের আচার-আচরণ পশুর আচার-আচরণকেও হার মানায়।

ভালবাসা দিবসটা প্রতিদিনই হউক। আমরা প্রতিদিন তো আমাদের পিতা-মাতাকে ভালবাসি। ভালবাসা এমন হতে পারে না শুধু বছরের একদিন ভালবাসব আর অন্যদিন নয়! আমরা আমাদের প্রিয়জনকে প্রত্যেক দিন ভালবাসব। প্রত্যেকদিন খোঁজ খবর নেব।

একে অপরের প্রতি ভালবাসা পৃথিবীর সৃষ্টি লক্ষ থেকে পরিলক্ষিত। আদম ও বিবি হাওয়া দু' জনের ভালবাসার কথা আমরা জানি। তারা যখন দু'জন দুরে অবস্থান করেছিলেন একে অপরকে অনেক মিস করেছিলো। তারা কান্নাকাটি পর্যন্তও করেছেন যেন তাদের সৃষ্টিকর্তা একত্রে করে দেন। আমরা লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, চন্ডিদাস-রজকিনি, ইউসুফ-জুলেখার প্রেমের কথা জানি। তারা সত্যি প্রেম করেছিলেন। তারা কত একে অপরের জন্য অপেক্ষা করেছেন। ভালবাসা মনের ব্যাপার। মন যাকে ভালবাসে তাকে কি আর ভোলা যায়।

আর আমাদের মনটা কিন্তু ভালবাসার জন্য সৃষ্টি। কিন্তু ভালবাসার নামে বেহায়াপনার স্থান পৃথিবীর কোথায়ও কোনদিন থাকতে পারে না।

পবিত্র প্রেম হয়ে গেছে অপবিত্র। প্রেম ভাঙ্গতে বা গড়তে সময় না লাগে। আজকে একটা প্রেম, কালকে একটা, তারপরের দিন আর একটা। এটা যেন ছেলের হাতের মোয়া! প্রেম করলে আর তাকে বিয়ে করে না। বিয়ে করলে আর তাকে তেমন সময় দেয় না, তাকে আর আগের মত ভালবাসে না। কখন ও শোনা যায় তারা আর একত্রে নাই। কি যে একটা পুতুল পুতুল খেলা হয়ে গেছে। যুব সমাজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। আমাদের ভবিষ্যতের কর্ণধারেরা কোনদিকে হাঁটছে। চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব ভালবাসা দিবসের নামে এসব কি হচ্ছে? পেপার পত্রিকায় কত সংবাদ যে আসে। পার্কে ও রাস্তাঘাটে, অলিতে গলিতে পুলিশ মোতায়ন করা হয়। কত জরিমানা করা হয়। জেল হাজতে পাঠানো হয়। এই দিনে যুবক যুবতিরা কত কি যে করে। কেন আমরা তাদের সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি না। কেন আমরা তাদের হাতে ফোন তুলে দেই। নতুন ভার্সনের ফোন আসলে তারা কেনার জন্য জেদ ধরে। তাদের কি ফোন এতই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চ্যাটিং করে। তারা ফোনে কত কিছু যে দেখে। কই যাচ্ছে তাদের নৈতিকতা? কই যাচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ। আমরা ছেলে বিয়ে দিত গিয়ে ভাল মেয়ে খুঁজি কিন্তু প্রশ্ন হলো ছেলেটা কি ভাল? ছেলে ভাল না হলে ভাল মেয়ে কিভাবে আশা করে?



আগে আমরা বড়দের কত মান্য করতাম। তাদের সামনে গেলে মাথা নত করে কথা বলতাম। তারা যা বলতো তা শোনতাম।

আমরা যখন স্কুলে পড়ালেখা করতাম টিফিনের সময় স্যারেরা মসজিদে নামাজ পড়তে যেত এবং আমাদের ডেকে মসজিদে নিয়ে যেত। আর মেয়েরা কমনরুমে নামাজ পড়ত। আমরা বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের সাথে কথা বলতাম না। কত সুন্দর ছিল স্কুলের পরিবেশ। ভালবাসার নামে কি হচ্ছে এসব? কই যাচ্ছে আমাদের নৈতিকতা? কোনদিকে আমাদের ছেলেমেয়ে পা বাড়াচ্ছে। তারা কোথায় যাচ্ছে? এর শেষ কোথায়?

আমাদের সবার কলিজার টুকরা ছেলেমেয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সঠিক মানুষ হতে পারে। আগে ফোন ছিল না। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা হত। এখন প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে কল বা মিস কল দেয়। এই যে ভালবাসা দিবস আসতেছে, তারা কত কিছু যে ফোনে পাঠাচ্ছে। কতকিছু যে ফোনের স্কীনে ভেঁসে উঠছে। কাপলেরা কি বেহায়পনাভাবে ছবি তুলে ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে। ভালবাসা নিয়ে কত টিকটক হচ্ছে। যত নষ্ট হওয়ার কারখানা হচ্ছে ফোন, ফেসবুক আর সোস্যাল মিডিয়া। যুবক-যুবতীরা ভালবাসা দিবসে ফোনে কত কিছু যে দেখে। তারা ভাল কিছু না দেখে খারাপ দিকটা কেন বেছে নিচ্ছে? তাদের মগজে পচন ধরে যাচ্ছে। বিয়ে না করে কেন লিভ টগেদার করছে? তারা জেদ ধরে বসে থাকে বিয়ে না দিলে ফাঁসি নিবে, আত্মহত্যা করবে আর খাবে না, মরে যাব। কতকিছু যে কয় আর কত কিছু যে করে!

ভালবাসা দিবসের নামে খোলামেলাভাবে চলাফেরা করায় দেশ ও জাতি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। স্কুল পড়ুয়া একটা ছেলে বা মেয়ে ভালবাসা দিবস পালন করতে গিয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়, তাদের জীবন নষ্ট করে ফেলায়। তারা বই নিয়ে যখন ঘুরার কথা, তখন বউয়ের হাত ধরে আর বাচ্চা কোলে করে নিয়ে ঘুরে। এ রকম ভালবাসা চলতে দেওয়া উচিত নয়, যা সমাজের জন্য অমঙ্গল।

বাচ্চাদের মেধাকে দার্শনিক লক টেবুলারাসা বা অলিখিত কাগজ বলেছেন। এই সময় বাচ্চাদের মন থাকে নরম কাঁদা মাটির মত। যা চেষ্টা করে তাই হতে পারে। তারা যদি ভুল পথে একবার পা বাড়ায় তাদের মগজ ধুলাই হয়ে যাবে। তারা নিজেদের উন্নত চরিত্র গঠন করবে। যথেষ্ট নৈতিকতাসমপন্ন হবে। সবার আগে তারা নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করবে। তাদের চিন্তা থাকবে কিভাবে একজন ভাল মানুষ হওয়া যায়। তারা ভালবাসা দিবসের নামে বেহায়াপনাভাবে চলে জীবন ও যৌবন নষ্ট করবে না।

আমাদের ছেলে মেয়েরা কোনদিকে যায় কি করে আমরা কি সেদিকে লক্ষ্য রাখি? আমার মনে পড়ে আমি একটা বাপের মুখে শুনেছিলাম, সে বলেছিল আমি যে ভুল করছি আপনারা আর সেই ভুল করবেন না। তার ছেলে স্কুলে খারাব ছেলেমেয়ের সাথে চলাফেরা করে। একদিন বন্ধুদের পাল্টানে পড়ে নেশায় জড়িত হয়ে অবশেষে সে মারা যায়। তার একটাই মাত্র ছেলে। ছেলেটিকে সঠিকভাবে গাইড না করায় সে অবশেষে শেষ বিদায় নিছে পৃথিবী থেকে। ভালবাসা দিবসের নামে ছেলে মেয়য়েরা কোথায় যায় কি করে সেদিকে আমাদের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

ভালবাসায় দিবসের নামে যে নৈতিকতার অবক্ষয় হচ্ছে আমরা যদি একটু সচেতন না হই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কি হবে? এরাই তো ভবিষ্যতের কর্ণধর। এদের বোঝাতে হবে বিশ্ব ভালবাসা দিবস এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। তোমরা বড় হও আগে। তোমরা লেখাপড়া ভাল করে কর। আমাদের একটা ম্যাডাম ক্লাসে বলত তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে জীবনে অনেক কিছু করতে পারবে। জীবন হবে সুন্দর। একটা ছেলে দুষ্টুমি করে বলল ভাল মেয়ে কি বিয়ে করা যাবে। ম্যাডাম ক্লাসে হেঁসে বললেন হে তোমরা মাস্টাস পাশ করে ভাল ফলাফল করে আস। আমি তোমাদের ভাল মেয়ে খুঁজে দিব।

আমরা হেঁসেছিলাম এবং বলেছিলাম আমরা পড়ালেখা শিক্ষে মানুষের মত মানুষ হব। আমাদের সময় এত ভালবাসা দিবস পালন করা হত না।

আমাদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের সংস্কৃতির ভাল দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। আমরা নৈতিকতায় বিশ্বাসী। আমরা বিদেশিদের সংস্কৃতি পালন করতে গিয়ে নিজেদের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারি না।

আমাদের এক দাদা ছিল, উনি সব সময় আমাদের যত্ন নিতেন। উনি সব সময় ভাল ভাল গল্প শুনাতেন। আমাদের কে ভাল কাজের আদেশ দিতেন। উনি অবসর সময় আমাদের ডেকে নিয়ে বলতেন তোমরা যদি ভালভাবে চল, ভাল কাজ কর সবাই তোমাদের ভাল বাসবে। ভাল ছেলে বললে। দাদা সব সময় আমাদের অনুপেরনা দিতেন ভাল কিছু করার। আমরা এমনকি যখন বাড়ির উঠানে খেলা করতাম যদি দেখতাম দাদা আসছে।

আমরা সবাই চুপ হয়ে যেতাম। দাদা নিজে ভাল কাজ করে আমাদের হাতে কলমে ভাল কাজ করার শিক্ষা দিতেন। দাদার সেই কথা মনে পড়ে। অনেক বাবা-মা এ যুগে আগের মত সচেতন নয়। তারা টাকার পিছে ঘুরে কিন্তু ছেলে মেয়েরা কোথায় যায় কি করে তার খোঁজ খবর রাখে না। একবার ইত্যাদি তে আমরা একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। এক ভদ্রলোক কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার অর্থ সম্পাদ কি আছে, দেখাতে। সে তার দুটি ছেলেমেয়ে-কে নিয়ে এসে বলে এটাই তার অর্থ সম্পদ। বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দর করে লালন পালন করে বড় করবে। তাদের চিন্তা চেতনা থাকবে তাদের ছেলে মেয়ে মানুষ হলে তাদের আর কিছু লাগবে না। আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালবাসা দিবসের নামে যেন খারাপ পথে পা না বাড়ায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

মিডিয়ার জগতে এখন সব কিছু হাতের মুঠে। মিডিয়ায় কিছু জিনিস থাকে সবার জন্য উন্মুক্ত। আমাদের যুবক-যুবতী ছেলে-মেয়েরা মিডিয়া থেকে খারাপের দিকে আকৃষ্ট হয় বেশি। এটাকে তারা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে জীবনটা ধ্বংস করে। দিন যত যাচ্ছে ভালবাসার সাথে নিত্যনতুন কিছু যোগ হচ্ছে। উঠতি বয়সী কাপলেরা সেইগুলো অনুকরণ ও অনুস্মরণ করছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন হাগ ডে, পোপস ডে, রোস ডে, সেন্ট ব্যালেন্টটাইন ডে এসব দিকে বেশি আকৃষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের সবার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

লেখক: কবি ও গল্পকার। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।



রাষ্ট্র, সরকার ও দলের নিজস্বতা বিলীন হওয়ায় যে বিপদ

॥ গোলাম মোহাম্মদ কাদের ॥

আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সরকার, সরকারি দল–তিনটি ভিন্ন সত্তা। প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য, আলাদা কর্মপরিধি, আলাদা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তবে এগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে শুধু একটি অভিন্ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যা হলো দেশ ও জাতির কল্যাণে। এটাই হওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবে।

রাষ্ট্র অর্থ সম্পূর্ণ দেশ (ভূখন্ড), তার অন্তর্গত দলমতধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে, জনগণ, দেশের সব সম্পদ ও ক্ষমতা। রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সহায়তা করবেন। কাজ করবেন সরকারের হয়ে। তবে তাঁরা রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর থাকবেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল বা বিশেষ করে সরকারি দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন না বা তাদের হয়ে কোনো কাজ করবেন না। রাষ্ট্রের চোখে সব নাগরিক ও নাগরিকদের সংগঠন সমান। সে জন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মচারীদের ও সব নাগরিক বা নাগরিকদের সংগঠন ইত্যাদিকে একই দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে বৈষম্য সৃষ্টি রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির মঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রাজনৈতিক দল অর্থ রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে গঠিত নাগরিকদের সংগঠন। কোনো রাজনৈতিক দল যখন সাংবিধানিকভাবে বা আইনসংগতভাবে সরকার গঠনে দায়িত্ব লাভ করে ও সরকার গঠন করে, তখন সে দল হয় সরকারি দল। সরকারি দল সরকারের জনহিতকর পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে সরকারের পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে; যাতে তাদের দল গণমানুষের আস্থা অর্জন করে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র, সরকার ও সরকারি দল–এই তিন সত্তার নিজস্বতা বিলীন হতে দেখছি। সেগুলোকে এক ও অভিন্ন সত্তায় রূপ নিতে দেখা যাচ্ছে। যেমন রাষ্ট্র ও সরকার দুটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে সরকারি দল ও সরকারের মধ্যেও পার্থক্য থাকছে না।

রাষ্ট্রের কর্মচারীরা সরকারি দলের হয়ে কাজ করছেন। আবার সরকার রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে ও বণ্টন করে সরকারি দল ও সমর্থকদের সমৃদ্ধ করছে। দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব বিষয়ে রাষ্ট্র ও সরকার উভয়েই সরকারি দলের হয়ে কাজ করছে। তারা এমনভাবে কাজ করছে, যেন রাষ্ট্র ও সরকার সার্বিকভাবে সরকারি দলেরই অংশ।

কথা বলার অধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে কিছু বিধিনিষেধ থাকতেই পারে। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রজাগণ তাঁদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের কর্মকান্ড সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বাধাগ্রস্ত হবেন, এটা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা অথবা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। সত্যিকার অর্থে, সরকারের সমালোচনা শুধু অধিকার নয়, এটা



সব রাজনৈতিক দলকে এই সুবিধা দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না। শুধু তা-ই নয়, যেসব রাজনৈতিক দল বা সংগঠন সরকারের প্রতিপক্ষ বলে বিবেচিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেকে এ রকম অভিযোগও করছেন, সরকারবিরোধী কর্মসূচিকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র, সরকার ও সরকারি দল–এই তিন সত্তার নিজস্বতা বিলীন হতে দেখছি। সেগুলোকে এক ও অভিন্ন সত্তায় রূপ নিতে দেখা যাচ্ছে। যেমন রাষ্ট্র ও সরকার দুটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। একইভাবে সরকারি দল ও সরকারের মধ্যেও পার্থক্য থাকছে না।

প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্তব্য বলা যায়।

সরকারি দল দলীয় কর্মকান্ডে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহার করছে। যদি সরকার মনে করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহার বৈধ, তাহলে এসব কারণ আমাদের শাসনপদ্ধতির স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করছে। দেশে সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। দেশের মানুষ বিভিন্নক্ষ ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায্য অধিকার হারাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এতে মানুষের মধ্যে একধরনের হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। দেশ ক্রমান্বয়ে অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধের ফসল। এ দেশ প্রজাতন্ত্র; অর্থাৎ প্রজারাই এ দেশের মালিক এবং সে কারণে দেশের সকল ক্ষমতার মালিক। এটা রাজতন্ত্র নয়, যেখানে প্রজাদের দেশের ওপর কোনো অধিকার থাকবে না। প্রজারা বা সাধারণ নাগরিকেরা সরকার পরিচালনার কাজে বা রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবে, এটাই প্রজাতন্ত্র গঠনের মূল উদ্দেশ্য। সে কারণে এটিকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল চেতনা বলা যায়।

সাধারণ নাগরিক বা প্রজারা তাঁদের হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। উদ্দেশ্য, প্রতিনিধিরা প্রজাদের পছন্দমাফিক দেশ পরিচালনা করবেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন না দেখলে তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা সরকার পরিবর্তন করবেন। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা ও সে পরিপ্রেক্ষিতে 'আইনের শাসন সমৃদ্ধ ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা' গড়ে তোলা হবে। এই প্রত্যাশা নিয়েই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের' অভ্যুদয় হয়েছে।

কথা বলার অধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে কিছু বিধিনিষেধ থাকতেই পারে। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রজাগণ তাঁদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের কর্মকান্ড সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বাধাগ্রস্ত হবেন, এটা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা অথবা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। সত্যিকার অর্থে, সরকারের সমালোচনা শুধু অধিকার নয়, এটা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্তব্য বলা যায়। কেউ কিছু না বললে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার কীভাবে নিজেদের কর্মকান্ড সম্পর্কে 'দেশের মালিক প্রজাদের' মূল্যায়ন জানতে পারবে এবং সে অনুযায়ী জনকল্যাণে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে।

যারা যেকোনো প্রক্রিয়ায় সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ করে, তারা প্রজাতন্ত্র বা প্রজারাই দেশের মালিক, তা বিশ্বাস করে না। সে অর্থে তারা স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করছে, বলা যায়।

উপরিউক্ত বিষয় গণতন্ত্র চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং এগুলো স্বৈরতন্ত্র বিকাশে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে কারণে মতপ্রকাশে, বিশেষ করে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে সমালোচনা করায় বাধা সৃষ্টিকারী আইন ও অন্যান্য কর্মকান্ডের অবসান অত্যন্ত জরুরি।

লেখক: কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেডারেল মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

স্মৃতির পাতায় শপথ দিবস

তোফায়েল আহমেদ

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাস এটি। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান তুলে বাঙালি জাতী-য়তাবাদের বীজ রোপণ করে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

আর আজ তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র ও উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশের মানুষ অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ও উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। রাষ্ট্র ক্রমেই জনকল্যাণমুখী হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারী মাস আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ববহ। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর '৬৯-এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলন সংঘটিত করে দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার 'ভোটাধিকার' অর্জন এবং সব রাজবন্দিসহ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করে। সত্যিকার অর্থেই '৫২-এর রক্তধারা '৬৯-এর রক্তস্রোতে মিশে '৭১-এ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উন্মেষ ঘটায়। বাঙালীর জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক পরম্পরা।

Õ৬৯-এর ৪ জানুয়ারী ছাত্রলীগের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' কার্যালয়ে চার ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে আমার সভাপতিত্বে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসুর ভিপি হিসাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। দশজন ছাত্রনেতার উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ছয় দফা দাবি আদায় এবং বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করতে ছয় দফাকে দাড়ি, কমা, সেমিকোলনসমেত ১১ দফার ৩ নম্বর দফায় অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বস্তুত, ১১ দফা ছিল ছয় দফারই সম্প্রসারিত রূপ; যাতে ধারিত ছিল বাংলার মানুষের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

উনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা ১১ দফার প্রতি ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীসহ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলাম। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের ঘোষণার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবায়নে। আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম গুলিস্তানে এখন যেখানে মহানগর নাট্যমঞ্চ, তার পাশের পার্কটি হবে শহিদ মতিউরের নামে 'মতিউর পার্ক'; যেটি ছিল আইয়ুব গেট, সেটির নামকরণ শহীদ আসাদের নামে 'আসাদ গেট'; আর দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে ঘোষিত আইয়ুব নগরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলার কৃষক দরদি নেতা শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নামে '‡শরেবাংলা নগর'। মুক্তিকামী বিক্ষুব্ধ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই স্থানগুলোয় শহীদদের নামে নামাঙ্কিত ফলক স্থাপন করে। ২৪ জানুয়ারী গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের সর্বত্র সর্বব্যাপী গণবিক্ষোভ এমন ছিল যে, স্বৈরশাসক ভীত হয়ে ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারী সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখে।

২৭ জানুয়ারী ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান বেতার ভাষণে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে রেখে এবং ১১ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হবে না-পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে আমরা আইয়ুব খানের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করি। ৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১১ দফা দাবির ২ নম্বর দফাটি ছিল, 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টনসহ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি



গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।' এ দাবির একাংশ মেনে নিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে স্বৈরশাসক আরোপিত বাজেয়াপ্ত আদেশ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। '৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) জারি করেন এবং 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার' প্রদান ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

৯ ফেব্রুয়ারী এক ঐতিহাসিক দিন এবং এ দিনেই গণ-আন্দোলন ১ দফায় রূপান্তরিত হয়। এদিন পল্টনে আমার জীবনের প্রথম জনসভা। পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে 'শপথ দিবস' পালিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আমরা দশজন ছাত্রনেতা লাখো মানুষের সামনে জীবনের বিনিময়ে ১১ দফা দাবি আদায়ের 'শপথ গ্রহণ' করি। জনসভা তো নয়, যেন বিশাল এক গণমহাসমুদ্র! চারদিক কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কাজ বন্ধ রেখে দাবি আদায়ে কারখানার শ্রমিক, মেহনতি কৃষক, নৌকার মাঝি, জেলে, কামার-কুমার-তাঁতি, ছাত্র, অফিসের কেরানি, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সবাই জনসভায় ছুটে এসেছে প্রাণের টানে। মানুষ ঠাঁই নিয়েছে স্টেডিয়ামের দোতলা-তিনতলার বারান্দায়, কার্নিশে। যে যেখানে পেরেছে স্থান করে নিয়েছে। গণতরঙ্গে উত্তাল বিশাল সেই জনসভায় আগত জনসাধারণ ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাদের মুখে ছিল স্বাধিকারের দৃপ্ত স্লোগান, আর চোখ ছিল দুর্জয় সংকল্পে অটল। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যপট এখনো আমার স্মৃতিতে অম্লান। দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যার কথা উল্লেখ করে, ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি ব্যাখ্যা করে, ছাত্রদের রাজ-নীতি করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে, আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক প্রশ্নে ছাত্রসমাজের অভিমত ব্যাখ্যা করে দশজন ছাত্রনেতার প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল-"অবিলম্বে আইয়ুব খানের পদত্যাগ, বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল, রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে 'এক মাথা এক ভোট' দাবি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট-াধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে গণপরিষদ গঠন।" সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক এবং সভার সভাপতি হিসাবে পিনপতন নীরবতার মধ্যে একটানা ৪৫ মিনিট বক্তৃতা করি। বক্তৃতা শেষে সমবেত জনতার তুমুল গর্জনের সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে স্লোগান তুলি-'শপথ নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করবো; শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত করবো।' ভাবতে আজ কত ভালো লাগে-ঐতিহাসিক শপথ দিবসের এ স্লোগানের দুটি লক্ষ্যই সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। সোনার বাংলার ৩৯ জন সোনার সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারী প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে, '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে গণরায় নিয়ে, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষাধিক মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করে সেদিনের সেই শপথবাক্য আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারী 'ডাক' (ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি)-এর আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালন এবং পল্টনের জনসভায় জনতার দাবির মুখে প্রিয় নেতার ছবি বুকে ঝুলিয়ে বক্তৃতা করি। সেদিনের জনসভায় সংগ্রামী জনতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারা কি প্রিয় নেতা শেখ মুজিব ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক চান? আপনারা কি প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি চান?' জনতা সমস্বরে বলেছিল, 'না, চাই না।' তখন বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তির কথা প্রচার করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ঐতিহ-াসিক ভূমিকা পালন করেন।

Õ৬৯-এর গণ-আন্দোলন সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করে ৯ ফেব্রুয়ারী এক মোহনায় শামিল করেছিল। সেদিন পল্টনের জনসভা শেষে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে যাই এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে শান্ত করে ইকবাল হলে (বর্তমান শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ফিরিয়ে আনি। স্বৈরশাসকের শত উসকানি সত্ত্বেও আমরা নৈরাজ্যের পথে যাইনি। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই আন্দোলন করেছি। নিজেদের মধ্যে মত ও পথের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেদিন ১১ দফা দাবি আদায়ের প্রশ্নে ছিলাম ঐক্যবদ্ধ।

আজ সেই সোনালী অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, কী করে এটি সম্ভব হলো? তখন বঙ্গবন্ধুর বিচার চলছে। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' অর্থাৎ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলে যে মামলাকে অভিহিত করা হয়েছিল, সেই মামলার বিচার চলছে। বঙ্গবন্ধু তখন ফাঁসির মঞ্চে। আমরা জাগ্রত ছাত্রসমাজ শুধু ঐক্যবদ্ধ হইনি, গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা যখন পল্টনে মিটিং করি, তখন সি-চবালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস বন্ধ করে জনস-ভায় ছুটে আসত। সেদিনের জনসভাগুলো শুধু পল্টন ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকত না, আশপাশের এলাকাসহ সমগ্র মতিঝিল, শাপলা চত্বর থাকত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই দিনগুলোয় আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা সর্বব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলাম। শপথ দিবসের সেই জনসমুদ্রে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে মরণপণ শপথ নিয়েছিলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' তথা 'ডাক'-এর মানুষ নুরুল আমিনকে প্রত্যাখ্যান করে মঞ্চে আমাদের তুলে নিলে যে বক্তৃতা আমরা করেছিলাম, যে ম্যান্ডেট নিয়েছিলাম, সেই ম্যান্ডেট আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি।

১৫ ফেব্রুয়ারীর প্রথম প্রহরে রাত্রিবেলা সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে আবার কারফিউ জারি করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা-যিনি নিজের বুক পেতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার ছাত্রদের গুলি করার আগে আমার বুকে গুলি চালাতে হবে'-তার বুকে প্রথমে গুলি পরে বেয়নেট চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে সমগ্র দেশ গণজাগরণ-গণবিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এবং অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দিনে পল্টন ময়দানে লাখো জনতার সামনে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তিদানের আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারী প্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারী আমরা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণসংবর্ধনার আয়োজন করি। ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এ গণসংবর্ধনায় বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রিয় নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করি। ৯ ফেব্রুয়ারীর পর আমাদের জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকীসহ যারা কারাগারে বন্দি ছিলেন, তারা সবাই এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরীসহ সব রাজবন্দি মুক্তিলাভ করেন। আগরতলা মামলায় ৩৫ জন আসামি ছিলেন। তন্মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক শহিদ হন। আর বাকি ৩৪ জনকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়। তখন কারাগার রাজবন্দি শূন্য। ৯ ফেব্রুয়ারী আন্দোলন আর ১১ দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেদিন আন্দোলন ১ দফায় চলে যায়। প্রিয় নেতা ব½বন্ধুকে মুক্ত করেই আমরা ঘরে ফিরেছি।

প্রতিবছর এ দিনগুলো জাতীয় জীবনে ফিরে আসে। বঙ্গবন্ধু তার প্রতিটি মিটিংয়ে যখন বক্তৃতা করতেন, সেই '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কথাগুলো বলতেন। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বক্তৃতায়ও তিনি '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমার লাইব্রেরি রুমে বসে যখন '৬৯ ও '৭১-র সেই দিনগুলোর ছবি ও পত্রিকার পাতাজুড়ে প্রতিবেদনগুলো দেখি, তখন আনন্দে বুক ভরে যায় এই ভেবে যে, একদিন আমরা গৌরবোজ্জ্বল এই দিনগুলো সৃষ্টি করেছিলাম।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

পাঠ্যপুস্তকে থিওরি অব ইভ্যালুশন, কী শিখছে নতুন প্রজন্ম

মুহাম্মাদ মাহদী হাসান

২০২৩ নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে আসার পর থেকেই সচেতন অভি-ভাবক মহলে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিন নতুন বই দেয়ার সরকারের দীর্ঘ দিনের কাজটি আর প্রশংসিত থাকছে না। যদিও কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়ে আসছে। ইসলাম-বিষয়ক গল্প, কবিতা, জীবনী কাটছাঁট করা হয়েছে। তবে ২০২৩-এর নতুন পাঠ্যসূচিতে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপক বিতর্কিত তত্ত্ব স্থান পেয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপস্থিতি অভিভাবকদের মর্মাহত করেছে- ১. ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামী সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা। ২. ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন। ৩. চরমভাবে ইতিহাস বিকৃতি। ৪. ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার মতো চরম ঘৃণিত ও বিকৃত কাজকে সহজীকরণ। ৫. দেশীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলোকে উপহাস করার প্রচেষ্টা। ৬. হিন্দুয়ানি কালচার আমাদের দেশের সবার সংস্কৃতি হিসেবে উপস্থাপন। ৭. বিবর্তনবাদের মতো প্রত্যাখ্যাত দর্শন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা।

সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী বইয়ে পর্দা, হিজাব, বোরকা, দাড়ি ও ধর্মীয় পোশাক নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে। হিজাব বা পর্দার প্রতিশব্দে বলা হয়েছে, অবরোধ আর যেসব মুসলিম নারী পর্দা মেনে চলেন তাদের অবরোধবাসিনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান, নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বই ও সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে অস্বীকার করে তাদেরকে অত্যাচারী ও দখলদার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান ও সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান অশ্লীলতায় ভরপুর। বিভিন্ন কল্প-গল্পের মাধ্যমে আমাদের ছোট ছোট সোন-ামণিদের ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার প্রতি আকৃষ্ট করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব হচ্ছে মানুষ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা নিসার প্রথম আয়াতে এবং সূরা নাহালের ৭২, সূরা হুজরাতের ১৩, সূরা নাহালের ৪ ও সূরা মুমিনুনের ৪ আয়াত, সূরা তারিকের ৪-৫ আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা তা জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান আকৃতিতে আসেনি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বইতে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঈমানবিধ্বংসী বিষয়বস্তুকে সামনে আনা হয়েছে। থিওরি অব ইভ্যালুশন তথা বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। নানারকম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ের পথচলায় ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে।

> সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী বইয়ে পর্দা, হিজাব, বোরকা, দাড়ি ও ধর্মীয় পোশাক নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে। হিজাব বা পর্দার প্রতিশব্দে বলা হয়েছে, অবরোধ আর যেসব মুসলিম নারী পর্দা মেনে চলেন তাদের অবরোধবাসিনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান, নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বই ও সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে অস্বীকার করে তাদেরকে অত্যাচারী ও দখলদার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান অনুসন্ধান পাঠে বলা হয়েছে, আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে, আধুনিক মানুষ ও বানর-গোত্রের নানা প্রাণী যেমন- (শিম্পাঞ্জি, গরিলা) একটি সাধারণ প্রাইমেট জাতীয় প্রজাতি থেকে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। তার পর লাখ লাখ বছর ধরে বিবর্তন হয়ে মানুষ এই পর্যায়ে এসেছে বলে একটি কল্পিত গল্প শিক্ষার্থীদের সামনে আনা হয়েছে। তা আবার শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানরের ছবি দেখিয়ে বোঝানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এ বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য পাঠ্যবইয়ে স্থান পায়নি এবং ইসলামের সুমহান ইতিহাস ও মহানবী সা:-এর জীবনস-ংশ্লিষ্ট পাঠগুলো বাতিল করা হয়েছে।

প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি, মূর্তিপূজার আধিক্য অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলেছে। সচেতন মহল মনে করে, ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলমানের দেশে এ-জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ। সরকারকে চরমভাবে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস। সর্বোপরি আগামী দিনের মুসলিম প্রজন্মকে কৌশলে ঈমানহারা করাই এ-জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য বলে অভিভাবকরা মনে করছেন। আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি, আমাদের দীর্ঘ দিনের সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিতর্কিত ও ইতিহাস বিকৃতিতে অভিযুক্ত অন্যান্য বই অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা হোক।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ব্রুকলীন থেকে কামরুল ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমার পরিবার অর্থাৎ আমার স্ত্রী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা জন্য আবেদন করেছিলাম। আমার করা আবেদনে তারা গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে তারা সবাই গ্রিনকার্ডধারী কিন্তু তারা কি সিটিজেনশীপ লাভ করার জন্য আবেদন করতে পারবে?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমি তেমন অভিজ্ঞ নই। সে কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের জন্য পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

কামরুল ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সের। তারা আপনার করা আবেদনে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। এখন আপনার জানার বিষণয় কখন আপনার স্ত্রী সন্তানেরা সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারবে। আমাদের ধারণা এই ধরনের প্রশ্নের মতো প্রশ্ন এবং তার উত্তর এর আগেও আমরা প্রকাশ করেছি। আজ আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর দেবার চেষ্টা করছি।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আর আপনার সন্তান ১৮ নিম্ন বয়সের হলে তাদের আর ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী। এই আবেদরেন জন্য ফর্ম পূরণ করতে হলে নিম্নে উল্লেখিতি তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবেঃ

গ্রিনকার্ডের কপি, ২) পাসপোর্টের কপি, ৩) সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৫) মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি, ৬) ২ কপি ছবি।

ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পর সিনটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আপনার স্ত্রী একজন ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলেন। একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি নিয়ম আছে আর তা হচ্ছে যে, বিয়ের ২ বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে, এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড ধারীরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

আপনার স্ত্রীর সন্তানেরা এই নিয়মে যেহেতু পড়েন না তাই তারা এখনই তাদের সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজবোধে বিশেষ পরামর্শের জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।



ইউএসসিআইএস শরীরিকভাবে অক্ষমব্যক্তিদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত এন-৬৪৮ ফরম নিয়ে নতুন ব্যক্তিক্রমী নীতিঃ

ইউএসসিআইএস, যারা শারীরিক অক্ষম তাদের নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে সর্বশেষ একটি ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ করেছে। ন্যাচ-ারালাইজেশন ফরম এবং নীতির সামগ্রিক পরিবর্তনের লক্ষ হচ্ছে- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব লাভের পথ সহজ করা। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভের আবেদনকারীদের দুই পর্বের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। প্রথম পর্বে ইংরেজি জানার বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। দ্বিতীয় স্তরে ইউএসএর ইতিহাস ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়। তবে শরীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যা রয়েছে তারা এসব টেস্ট মওকুফের জন্য আবেদন করতে পারে। শারীরিক এবং মান-সিকভাবে অসুস্থ যারা এই দুই স্তর পরীক্ষা থেকে মওকুফ চান তাদের অবশ্যই এন-৬৪৮ ফরম পূরণ করে পাঠাতে হবে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্য অনুমোদিত পেশাদার ডাক্তারের সত্যায়ন দিতে হবে। ইউএসসি-সআইএস আরো সহজা করার ঘোষনা করতে ইউএএস ইমিগ্রেশন এন-৬৪৮ প্রক্রিয়া সহজ করবে। এই পরিবর্তনের পর আবেদনকারী এবং ডাক্তার উভয়ের পক্ষেই এন-৬৪৮ দাখিল করা সহজ হবে।

ইউএস ইমিগ্রেশন এন-৬৪৮ ফরমে যেসব সংশোধন ঘোষণা করেছেঃ

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বাদ দেয়া হয়েছে।

ডায়াপনসিসের তারিখ উল্লেখের শর্ত প্রত্যাহার।

অক্ষমতার ভয়বহতা বর্ননার শর্ত প্রত্যাহার।

মেডিক্যাল পেশাদারের সঙ্গে আবেদনকারীর পূর্ব সম্পর্কের শর্ত সম্পর্কিত শর্ত প্রত্যাহার।

টেলিহেল্‌থ মেডিক্যাল পরীক্ষা আপডেট করণ।

শপথ গ্রহণের শর্ত প্রত্যাহারের বিকল্প রাখা হয়েছে।

আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, সিনটিজেনশীপের আবেদন করার পরও এখন ইউএসসি-সআইএস এন-৬৪৮ ফরম আবেদন গ্রহণ করতে পারবে। এই নীতি পরিবর্তনের পূর্বে আবেদনাকরীকে এন-৬৪৮ ফরমের সঙ্গে এন-৪০০ ফরমও পূরণ করে জমা দিতে হতো।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আজ বহিস্কার, কাল আবিস্কার

॥ মহিউদ্দিন খান মোহন ॥

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মুরাদ হাসানের ক্ষমা পাওয়ার খবরটি অনেককে বিস্মিত করেছে। ২৭ জানুয়ারীর পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে যাঁদেরকে ইতোপূর্বে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। সে তালিকায় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত এবং দল থেকে বহিস্কার হওয়া সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের নামও রয়েছে।

এই ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর দলের জাতীয় কমিটির সভায়। ওই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ২২ ডিসেম্বর দলের সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ডা. মুরাদ হাসান দলীয় ক্ষমা পেয়ে গেছেন।

২০২১ সালে কতিপয় অশালীন বক্তব্য-মন্তব্যের কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন এ আওয়ামী লীগ নেতা। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নাতনি জাইমাকে নিয়ে একটি ফেসবুক পেজে তাঁর কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর মন্তব্যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এর রেশ না কাটতেই দেশের এক চিত্রনায়িকার সঙ্গে তাঁর অশ্লীল কথোপকথনের অডিও ভাইরাল হয়। ফাঁস হওয়া কথোপকথনে মুরাদ হাসান ওই নায়িকাকে ধর্ষণের হুমকি দেন; তাঁকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় তুলে আনারও হুমকি দিয়েছিলেন। এতে সমাজের সর্বস্তর থেকে মুরাদ হাসানের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং সরকারের ভাব-মর্যাদা প্রশ্নের মুখে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মাধ্যমে মুরাদকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তাঁকে দলের সর্বস্তর থেকে বহিস্কার করা হয়। সেই থেকে প্রায় এক বছর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। তবে তাঁর সংসদ সদস্যপদ বহাল আছে।

এই ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর দলের জাতীয় কমিটির সভায়। ওই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ২২ ডিসেম্বর দলের সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ডা. মুরাদ হাসান দলীয় ক্ষমা পেয়ে গেছেন।

রাজনৈতিক দলে বহিস্কার কোনো অভিনব ঘটনা নয়। নানা কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে। সেসব কারণের মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ কিংবা দলের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকা অন্যতম। প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে পরিস্কার লেখা থাকে- দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, দলের স্বার্থ হানিকর কর্মকান্ড কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকা অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে নেতাকর্মীকে দল থেকে বহিস্কারের ক্ষমতা দল সংরক্ষণ করে। তবে এ বহিস্কারের রীতি-পদ্ধতি একেক দলে একেক রকম। নেতাকর্মীকে গঠনতন্ত্রের সেসব ধারা মেনে চলতে হয়। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরেই গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত নীতিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের একটি বিধান সব দলেই মোটামুটি অনুসরণ করা হয়।

আবার নানা কারণে দল থেকে অব্যাহতি পাওয়া বা বহিস্কার হওয়া ব্যক্তিদের পুনরায় দলে প্রত্যাবর্তনও নতুন কোনো ঘটনা নয়। এর অনেক নজির রয়েছে আমাদের দেশে। লক্ষ্য করার বিষয়, যখন ওইসব ব্যক্তিকে দল বা সরকার থেকে বহিস্কার করা হয়, তখন সরকার বা দলীয় ভাষ্যে মনে হয়, এ ব্যক্তি জীবনে আর কোনো দিন দলে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এক সময় ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসেন। ১৭ ডিসেম্বরের সভায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ও বিভিন্ন সময়ে দলীয় শৃঙ্খলা ও স্বার্থ হানিকর কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ইতোপূর্বে বহিস্কৃত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়েছে, যাঁরা অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে দোষ স্বীকার করে আওয়ামী লীগ সভাপতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন এ ক্ষমা পেয়েও গেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, দল যদি মনে করে- কর্মীদের দলে ফিরিয়ে নেওয়া দরকার, তাহলে তারা সে সিদ্ধান্ত নিতেই পারে।

বিএনপির কথাই ধরা যাক। ওয়ান-ইলেভেনের সময় যাঁরা দল ও চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে মালকোঁচা মেরে নেমেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সহজেই ক্ষমা পেয়ে গেছেন। ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর রাতে সাইফুর রহমানের বাসায় বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি অবৈধ সভায় খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে সাইফুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অস্থায়ী মহাসচিব করা হলো। দলের চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে এমনওসাংগঠনিক মিউটিন্থি অর্থাৎ ব্যর্থ অভ্যুত্থানকারী সেই নেতারা সহজেই ক্ষমা পেয়ে গেছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, এ জন্য তাঁদের আনুষ্ঠানিক ক্ষমাও চাইতে হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোতে এমন হয়। আর এসব কাজ জায়েজ করার জন্য ফতোয়া হিসেবে রয়েছে সেই অতি প্রাচীন আপ্তবাক্য-ওরাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেইঞ্জ যেহেতু রাজনীতিতে শেষ কথা নেই, তাই আজকের বহিস্কৃত ব্যক্তি আগামীকাল নতুনভাবে আবিস্কৃত হবেন। তাতে আর বিচিত্র কী!

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা দলের স্বার্থবিরোধী কাজ করা আর নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ কিন্তু এক নয়। ডা. মুরাদ হাসানকে যে কারণে বহিস্কার করা হয়েছিল, তাতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেয়ে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধই ছিল মুখ্য। খালেদা জিয়ার নাতনিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য না হলেও চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহিকে টেলিফোনে নানা অশ্লীল কথাবার্তা বলে যেভাবে তিনি খোলাখুলি কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন; তাকে যৌন হয়রানি বলা অসংগত হবে না। এ অপরাধ অন্য একজন সাধারণ মানুষ কিংবা আওয়ামী লীগের বাইরের কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি করলে তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা হতো, বলা মুশকিল। কিন্তু মুরাদ হাসান ভাগ্যবান। দলের সদস্যপদ হারিয়েছিলেন, আবার ফিরেও পেয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নও হয়তো পেয়ে যাবেন। তবে পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ থেকে ইতোপূর্বে বহিস্কৃত নেতারা ক্ষমা পেলেও পদ-পদবি ফিরে পাবেন না। দলের সাধারণ সদস্য হিসেবেই তাঁদের থাকতে হবে। সেটাই বা মন্দ কী! সময়মতো এই সাধারণরাই হয়ে উঠবেন অসাধারণ। কথায় আছে- একবার দাঁড়ানোর জায়গা পেলে পরে বসা এমনকি শোয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

আমরা জানি, ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, তবে সব অপরাধের জন্য নয়। কিছু গর্হিত অপরাধের শাস্তি তো ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবেও রাখা দরকার। অন্যথায় অপরাধপ্রবণতা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক



রিজার্ভ চুরি নিয়ে নয়া বিতর্ক

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮১ মিলিয়ন ডলার যখন চুরি হয়ে গেল তখন পুরো দেশবাসীর সঙ্গে আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কে চুরি করল, কিভাবে করল এসব প্রশ্ন মাথায় নিদারুণভাবে ঘুরপাক খেত এবং হাজার বছরের বাঙালি স্বভাবের পরিপক্বতার কারণে 'কান নিয়েছে চিলে'র কবিতার মতো আমিও সন্দেহ করতে থাকলাম যে, কেস্ট বেটাই চুরিটি করেছে এবং কেস্টর সঙ্গে রূপ-শ্যাম-যদু-মধুরা নিশ্চয়ই রয়েছে। তারপর বাংলার চোরদের দক্ষতা-সাহস এবং আন্তর্জাতিক চুরি চামারির বিশাল নেটওয়ার্কের কথা কল্পনা করা মাত্র নিদারুণভাবে আতঙ্কিত অনুভব করতে থাকলাম।

রিজার্ভ চুরির ঘটনার সময় বাংলাদেশের গণতন্ত্র হাল আমলের চেয়ে বেশ ভালো ছিল। সরকারের লজ্জা-শরমও কিঞ্চিত অবশিষ্ট ছিল আর পত্রপত্রিকাগুলো এবং টেলিভিশনের টকশোগুলোর প্রচারক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। ফলে আমরা এদিক-ওদিক চিন্তা করার সুযোগ পেলাম না। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর যিনি রাখাল বালক হিসেবে ব্যাপক আলোচিত ছিলেন তিনি পড়ে গেলেন মহাবিপদে। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত হিসেবে যিনি বলতে গেলে মন্ত্রণালয়ের মাতুব্বরী উপেক্ষা করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী এবং তার অর্থ উপদেষ্টার পরামর্শে বাংলাদেশ ব্যাংক চালাতেন, সেই তিনি হঠাৎ বন্ধুহীন হয়ে পড়লেন। মানুষের আবেগ-বিরূপ সমালোচনা এবং জনমত উপেক্ষা করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তার প্রিয়জনকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে আওয়ামী জমানায় শেখ হাসিনার সবচেয়ে দু'জন বিশ্বস্ত অনুগত এবং সম্ভাবনাময় সহযোগীর দ্বিতীয়জন ড: আতিউর পদত্যাগে বাধ্য হলেন- আর প্রথমজন ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন।

ড: আতিউরের পদত্যাগের পর বাঙালির আবেগে ভাটা পড়ল এবং আর অনেক বিষয়াদি হজম করার দুরন্ত হজমোলা বড়ির প্রভাবে লোকজন রিজার্ভ চুরির ঘটনাও হজম করে ফেলল। তারা ভাবল, এ দেশের কিচ্ছু হবে না- কেস্টর কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা কারো নেই। জাতি মহাভাগ্যবান। কারণ কেস্ট মাত্র ৮১ মিলিয়ন নিতে পেরেছে। যদি সে পুরো রিজার্ভই চুরি করে ফেলত তবে কী করার ছিল!



উল্লেখিত ঘটনার কিছু দিন পর আমার এক পরিচিত লোক আন্তর্জাতিক হ্যাকারদের কবলে পড়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা হারিয়ে ফেলেন। তার কম্পিউটার হ্যাক করে হ্যাকাররা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সব ব্যক্তিগত তথ্য, ই-মেল, ডোমেন ইত্যাদির দখল নিয়ে নেয় এবং প্রায় এক মাস ধরে সেই ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ই-মেল পাঠাতে থাকে এবং তার কাছে আসা সব ই-মেলের উত্তর দিতে থাকে। আমি যার কথা বলছি তিনি একজন আইটি বিশেষজ্ঞ এবং আউটসোর্সিং করে যথেষ্ট আয় করেন। তার যে অর্থ বিদেশ থেকে সরাসরি বাংলাদেশে আসে সেই অর্থের একটি চালান হ্যাকাররা টার্গেট করে এবং অর্থ প্রেরক বার্তা পাঠায় টাকাগুলো জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশের পরিবর্তে চীনের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার জন্য। বিগত এক মাসে ই-মেল ফিল্টারিং করে হ্যাকাররা অর্থ প্রেরকের সঙ্গে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে, যার ফলে সর্বনাশ ঘটার আগে কেউই আন্দাজ করতে পারেনি।

উল্লেখিত ঘটনা জানার পর আমি হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য, কৌশল এবং নেটওয়ার্ক সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ক্ষেত্রে কী কী ঘটেছে তাও আন্দাজ করলাম। ফলে ড: আতিউরের জন্য কিছুটা হলেও মন খারাপ হলো। কারণ আরো অনেক সবজান্তা শমসেরের আমিও সভা-সমিতি-সেমিনার-টকশোতে গিয়ে পাইকারি হারে তাকে সমালোচনা করেছি। কিন্তু পরে চিন্তা করলাম, আওয়ামী লীগের ভাগ্য তথা কপালের সঙ্গে ড: আতিউরের কপালের একটা সংযোগ নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ এই দলটি যতবারই ক্ষমতায় এসেছে ততবারই ব্যাংক-বীমা-শেয়ার মার্কেট অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনেক কেলেঙ্কারির ঘটনা নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হয়েছে, যার বেশির ভাগই সত্য কিন্তু কিছু ঘটনা ছিল একেবারে বানোয়াট- ডাহা মিথ্যা এবং নির্মম দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফসল যার তিনটি ঘটনা সংক্ষেপে আপনাদের বলব।

প্রথমটি ছিল শেখ কামাল কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডাকাতির গুজব। জাসদের মুখপাত্র দৈনিক গণকণ্ঠে ঘটনাটি এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল, যার দায়মুক্তি আজও ঘটানো সম্ভব হয়নি। পদ্মা সেতুর দুর্নীতি এবং আবুল হোসেনের সম্পৃক্তি নিয়ে দেশী মিডিয়ার হইচই, বিশ্বব্যাংকের বিরূপ আচরণ এবং সরকারের ভুল সিদ্ধান্তে আবুল হোসেন কেবল মন্ত্রিত্ব হারাননি। আরেকটু হলে হয়তো গ্রেফতার হয়ে যেতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কানাডার আদালতে প্রমাণ হয় যে কথিত ঘুষ গ্রহণের অভিপ্রায় মিথ্যা। আর তৃতীয় ঘটনা হলো, রিজার্ভ চুরির ঘটনার তদন্ত শুরুর আগেই গভর্নর ড: আতিউরের পদত্যাগ।

আজ বহুদিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা মনে এলো মূলত কয়েকটি কারণে; যার সাথে আমাদের জাতীয় স্বার্থ-স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সুনাম সুখ্যাতি জড়িত। দেশের ডলার সঙ্কট, সরকারের চরম সঙ্কোচনমূলক আমদানি নীতি, নজির-বিহীন অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মানুষের মনে প্রবল সরকারবিরোধী ঘৃণা, আওয়ামী বিদ্বেষ, সামাজিক বিসংবাদ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বন্ধুহীনতা, পশ্চিমা চাপ, আইএমএফের ৬৭ শর্ত, বেকার সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্যে দেউলিয়াত্ব ইত্যাদি হাজারো সমস্যার সাথে মোদির গুজরাট কেলেঙ্কারি এবং ভারতের আদানী গ্রুপের কেলেঙ্কারির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের মূল ধারার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা যখন পুরনো রিজার্ভ চুরি নিয়ে নতুন করে প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু করেছে তখন কেন জানি আমার মনে ভয় হচ্ছে যে, আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তর্জাতিক অর্থ দানবদের রাহুগ্রাসে পড়তে যাচ্ছে।

বহুল আলোচিত রিজার্ভ চুরি যেমন নজিরবিহীন ঘটনা তার চেয়েও নজিরবিহীন ঘটনা হলো চুরি যাওয়া ৮১ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৫ মিলিয়ন ডলার ফেরত পাওয়া গেছে ফি-লিপাইনের আদালতের আদেশের মাধ্যমে। বাকি অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা যখন নিশ্চিত হতে চলেছে তখন সিআইডির একটি প্রতিবেদন তৈরি এবং রিজার্ভ চুরির ঘটনার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশ খুঁজে পাওয়া নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে দুর্ঘটনা তার ঠিক ৮ বছর পর কেন ফেব্রুয়ারি মাসে সিআই-ডির রিপোর্ট নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলার আগে রিজার্ভ চুরির বিষয়ে মার্কিন আদালতে চলমান মামলা নিয়ে কিছু বলে নিই।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে হ্যাকাররা ৮১ মিলিয়ন ডলার হ্যাক করে যা আমরা প্রথম জানতে পারি ফিলিপাইনের সংবাদমাধ্যম থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংক আইন মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনসহ আরো ১৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলাটি চলতে পারে না এই দাবি করে অভিযুক্তরা পাল্টা মামলা করে যাকে আইনের ভাষায় মোসন টু ডিসমিস বলা হয়। মার্কিন ফেডারেল কোর্ট দীর্ঘ শুনানির পর বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে রায় দেয় এবং কোর্ট মামলাটি নিয়মিত শুনানিন জন্য নিউ ইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তর করে। বিবাদিরা নতুন কোর্টে পুনরায় মামলা খারিজের জন্য আবেদন করে যা দীর্ঘ শুনানির পর রায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে আসে।

২০২৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১৩ তারিখে নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিক বিজয়ের সূচনা হয় এবং রিজার্ভ চুরির মামলাটি এখন যথানিয়মে আমেরিকান আদালতে চলতে আর কোনো বাধা রইল না; ফলে রিজার্ভের বাকি অর্থ ফেরত পাওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরির পাশাপাশি রিজার্ভ চুরি নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে দুর্নাম বদনাম ছড়িয়ে পড়েছিল তা রুখে দেয়ার বা সুনাম ফিরে পাওয়ার অথবা কেন্দ্রীয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি নজির সৃষ্টি হয়।

আমেরিকান আদালতের রায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য সম্মানের এবং আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য স্বস্তিকর। আমরা যারা রিজার্ভ চুরির বিষয়ে কেস্ট বেটাই দায়ী বলে জোর চিৎকার করেছিলাম তারা যখন চুপ হয়ে যেতে শুরু করেছিলাম ঠিক তখন সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদন আমাদের গলার চিৎকারকে আরো শক্তি জোগাতে শুরু করেছে। পত্র-পত্রিকায় যেটা প্রকাশিত হয়েছে তার মোদ্দাকথা হলো, সিআইডি রিজার্ভ চুরির সঙ্গে সম্পৃক্ত দায়বদ্ধতার অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, যাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন শীর্ষ কর্মকর্তা, একজন নির্বাহী পরিচালক। (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), একজন জিএম যিনি বর্তমানে ডিপুটি গভর্নর, চারজন যুগ্ম পরিচালক (এদের দুজন ডিজিএম), তিনজন ডিজিএম (দুইজন বর্তমানে জিএম) এবং তিনজন উপ-পরিচালক।

সিআইডির প্রতিবেদনটি আদালতে দাখিলের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন এবং আজকের এই নিবন্ধ লেখার তারিখ অর্থাৎ ৮ ফেব্রুয়ারি অবধি সরকারি অনুমোদন মেলেনি। ফলে নানা রকম নতুন গুজব ক্রমেই ডালপালা বিস্তার করছে। এক দিকে মার্কিন আদালতের ইতিবাচক রায় অন্য দিকে সিআইডির প্রতিবেদনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিশেষ করে পিকে হালদারের অর্থপাচারের সঙ্গে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে চাপা উল্লাস শুরু হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরেও নানামুখী গুঞ্জন দেখা দিয়েছে যার সবকিছুই শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বিব্রত করবে এবং ঝামেলায় ফেলে দেবে।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য



ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট

আদানির সঙ্গে বাংলাদেশের অস্বাভাবিক চুক্তিতে গোপনীয়তা

॥ গেরি শিহ, অনন্ত গুপ্ত ॥



ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জে এক আবেদন অনুযায়ী, গৌতম আদানির মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কোম্পানি থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে বিদ্যুৎ চাইছেন বাংলাদেশী কর্মকর্তা। বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে ৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। এর মধ্যদিয়ে ভারতের বিলিয়নিয়ার গৌতম আদানির বিপুল পরিমাণ 'স্ক্রুটিনি'র লক্ষণ বেরিয়ে এলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক খবরে একথা লিখেছেন সাংবাদিক গেরি শিহ এবং অনন্ত গুপ্ত। এতে বলা হয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়ার কাছে এ বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে ৩রা ফেব্রুয়ারী। তা মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে স্টক এক্সচেঞ্জ। এতে আদানি পাওয়ার ভারতের নিয়ন্ত্রকদের বলেছে যে, লোভনীয় বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে ডিসকাউন্ট বিবেচনা করতে আমাদের কাছে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। কিন্তু তা বছরের পর বছর রয়েছে গোপনীয়তায় আবৃত।

পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট (পিপিএ) চুক্তি ১৬৩ পৃষ্ঠার। গোপন এই চুক্তি ডিসেম্বরে হাতে পেয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট এবং তারা এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

এই গোপন চুক্তির অধীনে দরিদ্র ও ঋণের ভারে জর্জরিত বাংলাদেশ আদানি প্রতিষ্ঠিত কয়লাচালিত নতুন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুতের জন্য উচ্চ মূল্য পরিশোধ করবে। গৌতম আদানি হলেন- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘদিনের মিত্র। তাদের কাছ থেকে যে মূল্যে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে তা অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। উপরন্তু এতে যেসব শর্ত রয়েছে তাতে অস্বাভাবিক শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে আছে কয়লার মূল্য বেঁধে না দেয়া। এর অর্থ হলো- বাংলাদেশ উচ্চ মূল্য চার্জ করতে পারেন আদানি। তিনি নিজস্ব শিপিং নেটওয়ার্ক এবং কয়লা হ্যান্ডেলিং বিষয়ক পোর্টের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি করবেন বলেই মনে হচ্ছে।

২০১৫ সালে রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর আদানি এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট (পিপিএ)। সফরে ভারতীয় নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকারের কাছে বাংলাদেশে ভারতীয় ব্যবসাকে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করেন।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আদানির সঙ্গে এই চুক্তি নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশী কর্মকর্তারা। স্থানীয় মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, তারা এর শর্ত নিয়ে নতুন করে সমঝোতা প্রত্যাশা করেন। কিন্তু এ সপ্তাহে ভারতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোতে লেখা চিঠিতে আদানি পাওয়ার বলেছে, বিদ্যুৎ কেনা বিষয়ে এই চুক্তি নতুন করে আলোচনা করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন আদানির মুখপাত্র বর্ষা চাইনানি। এমনকি অনুরোধ করলেও এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

ওদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আদানির সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্কাগতিতে। ভারত সহ আন্তর্জাতিক ব্যবসা সার্কেলে তিনি সবার নজরে এসেছেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহে তার সাতটি কোম্পানি পাবলিক ট্রেড করে মারাত্মক লোকসান খেয়েছে। বাজারে হারিয়েছে কমপক্ষে ১০০০০ কোটি ডলার। এটা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হিন্ডেনবার্গ রিসার্স প্রকাশিত ২৪শে জানুয়ারির এক রিপোর্টের পর। এতে তার ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ করা হয়েছে। তবে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন আদানির শীর্ষ নির্বাহীরা। তারা বলেছেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সমালোচনা ভারতের ওপরও আঘাত হেনেছে। গত বছর ওয়াশিংটন পোস্ট একটি তদন্ত করে। তাতে দেখা যায়, আদানি পাওয়ার বিষয়ক প্রকল্প ব্যাপকভাবে আয়কর নীতি ভঙ্গ করেছে। আইন পরিবর্তন করা হয়েছে মোদি সরকারের অধীনে। এর ফলে এই বিলিয়নিয়ারের প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলার সেভ করতে সক্ষম হয়েছে। (সূত্র: মানব জমিন)

(অনলাইন দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত লেখার অনুবাদ)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

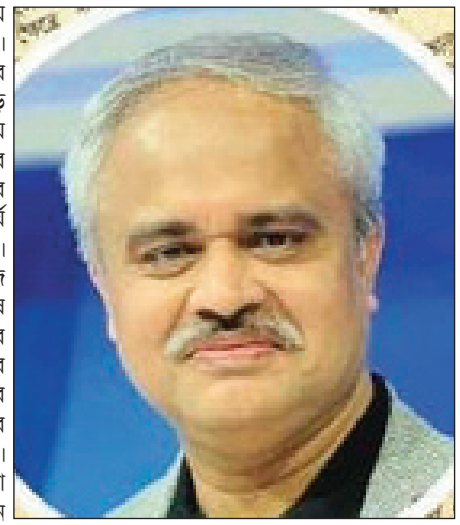
শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

মাহাথির, লি কুয়ান, শেখ হাসিনা

॥ নঈম নিজাম ॥



সিঙ্গাপুর ছিল তখন একটা জেলেপল্লী। সমস্যার শেষ ছিল না। বাড়তি ছিল জাতিগত বিরোধ। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান সিদ্ধান্ত নিলেন আধুনিক মালয়েশিয়া গড়তে সিঙ্গাপুরকে সঙ্গে রাখার মানে নেই। তিনি সিঙ্গাপুরকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সংসদ অধিবেশন আহ্বান করলেন। আইনসভায় তুললেন সবকিছু। সংসদ সদস্যদেরও আপত্তি নেই। ব্যস, ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অর্জন করল স্বাধীনতা। তখনকার বাস্তবতার নিরিখেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে। সংসদে কেউ তার বিরোধিতা করেননি। তিনি তখন বলেছিলেন, 'অর্থনীতির কঠিনতম যাত্রায় সিঙ্গাপুর সম্পূর্ণরূপে বোঝা মালয়েশিয়ার জন্য। বাধ্য হয়ে তাদের ছাড়তে হচ্ছে।' মালয়েশিয়ার শক্ত অবস্থানে অনিশ্চয়তা নিয়ে যাত্রা শুরু করল সিঙ্গাপুর। তাদের নাগরিকদের মন খারাপ হলো। বিষণ্ণহলো। কিন্তু কারও করার কিছু ছিল না। তারা চিন্তাও করতে পারছিল না মালয়েশিয়া এমন একটি কাজ করতে পারে। এক বুক কষ্ট নিয়ে সিঙ্গাপুরের দায়িত্ব নেন লি কুয়ান ইউ। পেশায় তিনি আইনজীবী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সবকিছু নতুন করে ভাবতে থাকলেন। একদা তার দেশটি ছিল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। ব্রিটিশ বণিকরা ১৮১৯ সালের দিকে তাদের বাণিজ্য স্থাপনা তৈরি করে সিঙ্গাপুরে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ধীরে ধীরে দখল নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিদের থাবা ছিল। একদিন দেশটি ব্রিটিশদের শাসনমুক্ত হলো। যোগ দিল মালয়েশিয়া ফেডারেশনে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। দুই বছরের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্যসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জটিলতা আরও বাড়ল। নাম ঘুচল না এই জেলেপল্লীর। লি কুয়ান দায়িত্ব নিয়ে অতীত ভাবলেন। বেদনায় সিক্ত মনে দায়িত্ব নিয়ে তিনি বিশ্ব মিডিয়ার সামনে কাঁদলেন। দুই চোখে অশ্রুর বন্যা নিয়ে লি কুয়ান ইউ সেদিন বলেছিলেন, তারা আমাদের এভাবে অসহায় অবস্থায় রেখে চলে গেল? কী হবে এ দেশটির আগামী? বিশ্ব মিডিয়াও সিঙ্গাপুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করল। সিঙ্গাপুরের মানুষের তখন প্রধান পেশা ছিল মাছ ধরা। সেই মাছ বিক্রি করত। ডাব আর শাকসবজি উৎপাদন হতো। পানির সমস্যা ছিল। দায়িত্ব নিয়ে লি কুয়ান স্বপ্ন দেখলেন একটি সুন্দর আগামীর। কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবেন তিনি তখনো জানতেন না। তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালেন। তাদের দেশে গেলেন। উন্নয়ন দেখলেন। নিজের মতো করে মডেল তৈরি করলেন।

শুরুতে সবকিছু এত সহজ ছিল না। যাত্রাটা ছিল কঠিন। সিঙ্গাপুর তার অতীতকে ধরে রেখেছে সেন্তোসা আইল্যান্ডে। জেলেপল্লী থেকে উঠে দাঁড়ানোর গল্প সাজানো আছে জাদুঘরে। সারা দুনিয়া থেকে পর্যটক যান সিঙ্গাপুরে। তারা হেঁটে হেঁটে দেখেন সবকিছু। কী সুন্দর একটা সাজানো শহর সিঙ্গাপুর। সড়ক দিয়ে হাঁটলে মনে হয় ঝকঝকে এক বাগানে হাঁটছি। এই শহর তৈরি করতে লড়তে হয়েছিল লি কুয়ানকে। তাকে শুনতে হয়েছিল গণতন্ত্রের সবক। প্রশ্ন উঠেছিল মানবাধিকারের। বিরোধী দল নেই, সরকার সমর্থক সীমিত মিডিয়া চারটি। বিশ্ব সমালোচনাকে তিনি পাত্তা দিতেন না। লি কুয়ান বলতেন, 'পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র দিয়ে আমার কাজ হবে না। আমাকে চলতে হবে আমার মতো করে।' যেমন কথা তেমন কাজ। তিনি শৃঙ্খলার প্রশ্নে কঠোর ছিলেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখাতেন। সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করেন। আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা, বেত্রাঘাত সবই আছে এখনো। আইনের প্রতি কঠোর ছিলেন। উন্নয়নে সারা বিশ্বের মেধাবীদের মিলনমেলা বানালেন সিঙ্গাপুরকে। নিজে ডেকে আনতেন বিশেষজ্ঞদের। তাদের দিয়ে নিতেন দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। বাংলাদেশও সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের অংশীদার। মেধা, মননে বাংলাদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ পাননি লি কুয়ান। তাতে কী? তিনি আমাদের দেশের শ্রমিকদের নিয়ে গেলেন। তারা উন্নয়নের অংশীদার হলেন শ্রমিক হিসেবে। এখনো সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি শ্রমিকরা কাজ করছেন। তবে অন্য পেশায়ও অনেকে এখন যুক্ত হয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাঙালিরা জড়াচ্ছেন। সারা দুনিয়ার মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু সিঙ্গাপুর। একজন লি কুয়ান বদলে দিয়েছেন সবকিছু। সিঙ্গাপুর এখন সারা দুনিয়ার বাণিজ্য হাব। পর্যটন, হাসপাতাল তো আছেই। টেকনোলজিতে এগিয়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। বছর বছর বিভিন্ন ইস্যু আর ফেয়ারে দুনিয়ার সব বড় প্রতিষ্ঠান জড়ো হয় সিঙ্গাপুরে। ১৯৬৫ সালের জেলেপল্লী এখন উন্নয়নের রোল মডেল। লি কুয়ান দীর্ঘ সময় টানা ক্ষমতায় ছিলেন। ছিলেন বলেই এত কাজ করতে পেরেছেন। শেষ বয়সে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন তার উত্তরসূরিদের কাছে। ২০১৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সরকারের মেইন গাইডার ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো উত্তরসূরিদের দিয়েছেন পরামর্শ।

সবকিছুর আড়ালে একটা গল্প থাকে। উন্নয়নের নায়করা এমনই হন। টুংকু আবদুল রহমানের পতনের পর মালয়েশিয়ার দায়িত্ব নেন মাহাথির। তিনি পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি প্রথম ক্ষমতায় আসেন। তারপর শুধু বদলে দেওয়ার ইতিহাস। মালয়েশিয়ার মানুষই তাকে নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৬৪ সালে ৩৯ বছর বয়সে প্রথম সংসদ সদস্য হন। '৬৯-র নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রার্থী হন। সে সময়ে চীনা ও মালয়দের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয় মালয়েশিয়াতে। অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা, সংঘাতে ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। মৃত্যু ও লাশ দেখে কষ্ট পেয়েছিলেন মাহাথির। বিষাদে মন ছেয়ে গিয়েছিল। দেশকে ধ্বংস হতে দিতে চাননি মাহাথির। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন প্রতিবাদ জানাবেন। মানুষের মনের কথা বলবেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য তিনি দোষারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানকে। বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান ক্ষমতা ছাড়ার জন্য। মাহাথিরের এ আহ্বানকে দল ভালোভাবে নেয়নি। সিদ্ধান্ত হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। দল থেকে বহিষ্কার হন। তারপর তিন বছর রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন। বুকভরা অভিমানেও ভাবতেন দেশের কথা। রাজনীতিতে আবার ফিরবেন কি না এ নিয়েও ছিল দ্বিধা। সত্য উচ্চারণের কারণে মালয়েশিয়ার মানুষের মনের ভিতরে তিনি আসতে শুরু করেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালে দল তার সদস্যপদ আবার ফিরিয়ে দেয়। একই সঙ্গে তাকে সিনেটর হিসেবে পুনর্বহাল করে। ১৯৭৪ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুই বছর পরই নেন উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। ১৬ জুলাই ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আসেন। তারপর টানা ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। মাহাথির বদলে দিলেন মালয়েশিয়াকে। ২০০৩ সালে নিজেই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ কারণে ২০১৮ সালে আবার ক্ষমতায় আসেন ৯৪ বছর বয়সে।

শেষ বয়সে মালয়েশিয়ার ক্ষমতায় আবার আসা নিয়ে কোনো কথা বলছি না। মাহাথিরের উন্নয়ন ও মালয়েশিয়াকে বদলে দেওয়ার গল্প প্রথম ২২ বছরের। তিনি সারা দুনিয়া ঘুরতেন। তাদের সেরাটা বাস্তবায়ন করতেন নিজের দেশে। উঠে দাঁড়ানোর গল্প তিনি নিজেই করেন সিএনএনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। মাহাথির বলেছেন, 'আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম। এরপর এলো জাপানিরা। তারা আমাদের ছেড়ে দিল থাইদের হাতে। আমরা ছিলাম ফুটবলের মতো। লাথি মারত যখন যারা ছিল। কেউ আমাদের সম্মান দিত না। অনুভব করলাম এ রকম চলতে পারে না। অন্যদের মতো আমাদের সম্মান সমানভাবে দেওয়া উচিত।' পশ্চিমা দুনিয়া ও তাদের মিডিয়ার সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, 'আমি স্বৈরশাসক ছিলাম না। জনগণ আমাকে পাঁচবার নির্বাচিত করেছিল। স্বৈরশাসক কখনো স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে না। আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেশের জন্য ভালো কিছু করা স্বস্তিদায়ক।' এভাবে সবাই বলে না। মাহাথির বলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেখেছি তারা অনেক ভালো করেছে। ভেবেছি তারা করতে পারলে আমরা কেন পারব না।' সহজ-সরলভাবে তিনি সত্যটাই প্রকাশ করলেন মিডিয়াতে। একটা মন্ত্র 'আমরা কেন পারব না' নিয়েই মাহাথির বদলে দিলেন মালয়েশিয়াকে। নিজের দেশের অবস্থান, সামর্থ্য, সম্পদ ও বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি কাজ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন চিকিৎসক। পড়াশোনা করেছিলেন সিঙ্গাপুরে। বিয়ে করেন সহপাঠী সিতি হাসমাহকে। সারা দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালয়েশিয়াকে গড়ে তুলেছেন। বিতর্ক ছিল রাজনৈতিক জীবন, বিরোধী মত দমন, মানবাধিকার নিয়ে। দেশ-বিদেশে সুশীলরা অনেক মতামত দিতেন। সমালোচনাও করতেন। তিনি কোনো কিছুকেই পাত্তা দেননি। কাজ করে গেছেন ২৪ ঘণ্টা একাগ্রতা নিয়ে। প্রশংসিত ছিলেন সততা, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলার কারণে। জীবনে ধূমপান, অ্যালকোহল স্পর্শ করেননি। ইসলাম ধর্ম কঠোরভাবে পালন করেন। বিদেশ গিয়ে ভালো কিছু চোখে পড়লে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। তারপর তাদের আমন্ত্রণ জানাতেন মালয়েশিয়াতে। বলতেন, তোমাদের মতো করে সাজিয়ে দাও। মেধার কদর ছিল তার কাছে। লি কুয়ানের মতো তিনিও মেধাবীদের ডাকতেন মালয়েশিয়াতে। তাদের নিয়ে ঘুরতেন। তাদের পরামর্শ শুনতেন। রাতদিন শ্রম দিতেন। সিঙ্গাপুরের মতো মালয়েশিয়ার এগিয়ে চলাতেও বাংলাদেশিদের অবদান আছে। বাংলাদেশের শ্রমিকরা মালয়েশিয়ার উন্নয়নের সহযোদ্ধা।







হুট করে, আসমান থেকে কিছু হয় না। বদলে দেওয়ার গল্পগুলো সারা দুনিয়াতেই আলাদা। একটি সরকারকে সময় দিতে হয়। মাহাথিরের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বছরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা টানা ১৪ বছর ক্ষমতায়। এর আগে '৯৬ সালে তিনি প্রথম ক্ষমতা নিয়েছিলেন। উন্নয়নে জোর দেন ২০০৯ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর। অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেন। নাটকীয় উন্নয়ন হয়েছে বাংলাদেশে। ব্রিটিশদের মুখে শুনি বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১তম। আগামী দুই বছরের মধ্যে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ ৩৪ স্থানে আসবে। বৃহৎ অর্থনীতির ২৮তম স্থানে আসবে ২০৩০ সালে। আর অনেক দেশকে টপকে ২৫টি দেশের তালিকায় আসবে ২০৩৫ সালে। ভাবতে পারেন যেসব দেশের অর্থনীতিকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যাবে সেই তালিকায় রয়েছে- মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, ইসরায়েল, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন ও ইরান। ২০৩৫ সাল পর্যন্ত বর্তমান অর্থনীতির ধারাবাহিকতায় থাকতে পারলে দেশে এই বিশাল পরিবর্তন আসবে। ওপরের কথাগুলো একটাও আমার নয়। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এই পূর্বাভাস দিয়েছে। ২০২১ সালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ২০২০ সালের সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। এ অর্জন ধরে রাখতে হবে। আর ধরে রাখতে হলে আমাদের অনেক কিছুতে পরিবর্তন আনতে হবে। কাজে লাগাতে হবে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত মেধাবীদের।

সেদিন অফিসে এলেন অর্থনীতিবিদ ড. জামাল উদ্দিন। তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ যেন শেখ হাসিনাকে দীর্ঘ আয়ু দেন। আগামী পাঁচ বছরে তিনি অনেক কিছু বদলে দেবেন। অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। বিশ্বে এখন মন্দা অর্থনীতি। করোনার পর যুদ্ধের অর্থনীতি মোকাবিলায় লড়ছে বাংলাদেশ। আগামীর বাংলাদেশকে গড়তে আমাদের মেধাবীদের বিদেশ থেকে পড়াশোনার পর ফিরিয়ে আনতে হবে। এখন কেউ ফিরে এসে বাবার ব্যবসায় যোগ দিচ্ছে। তারা ভালো করছে। বেশির ভাগ ফিরছে না। ফিরে এলে সরকারি চাকরি পায় না। অনেকে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন শিক্ষক হিসেবে। তাদের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান সারা বিশ্বে পড়াশোনা করা মেধাবীদের ফিরিয়ে এনে কাজে লাগায়। মালয়েশিয়া একই কাজ করেছে। সৌদি আরব এখন ইউরোপ, আমেরিকাতে পড়াশোনা করতে তার দেশের ছাত্রদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ দিচ্ছে। শর্ত থাকছে পড়াশোনা শেষ করে সবাইকে ফিরতে হবে। আর দেশে ফিরলে সরকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজে লাগাচ্ছে। আমাদেরও ভাবতে হবে। বাংলাদেশে অনেক বিদেশি এখন কাজ করছে বিভিন্ন বড় প্রকল্পে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশিদের রাখতে হবে, যারা বিদেশে পড়াশোনা করেছে। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের পর অনেকে ভেবেছিল তারা শেষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১০ বছরের মাথায় জাপান সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিল উন্নয়ন করে। উড়োজাহাজ নির্মাণ না করতে আমেরিকার শর্ত ছিল। ১৯৬৫ সালেই তারা তৈরি করল বুলেট ট্রেন। যুদ্ধের রেশ না কাটতেই জাপান চমকে দিয়েছিল বিশ্বকে। এভাবে সবাই পারে না। কাজ করতে একটা স্বপ্ন লাগে। দরকার হয় একজন স্বপ্নদ্রষ্টার। সেই স্বপ্ন সব নেতৃত্বের থাকে না। সত্যিকারের নেতা হতে দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। চোখের আলোয় দূরদৃষ্টি নিয়ে সব দেখতে হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন একটা অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থান ধরে রাখতে উন্নয়ন ধারাবাহিকতার পাশাপাশি দরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের।

লেখক : সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

স্মরণ

সাহিত্যিক ও গবেষক আতোয়ার রহমান

॥ আহমদ-উজ-জামান ॥

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গবেষক ও বহুভাষাবিদ আতোয়ার রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০০২ সালের এই দিনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। নিষ্ঠাবান ও নিরলস এক সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে তিনি খ্যাতিমান। নানা বিষয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের প্রণেতা। তার লেখা ছোটগল্পের মধ্যে 'বলয়' ও 'হলদেপাতা' উল্লেখযোগ্য। আতোয়ার রহমানের পরিশ্রমলব্ধ 'বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা-ব্রিটিশ যুগ' নামের গবেষণাগ্রন্থ বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে। তিনি মনীষীদের জীবন থেকে, পাখির বাসা খাসা, শিশুসাহিত্যের কতিপয় রথী ইত্যাদি শিশুতোষ বই রচনা করেছেন। জীবনের শেষ দিকে তার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে- যথা সূর্যবাদ, ক্যানটারবেরি উপাখ্যান [প্রাচীন ইংরেজ কবি চসার] এবং সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা। এগুলোর অনুবাদ, ভাষ্য এবং ভারত বিভাগকালীন পত্রপত্রিকার প্রাসাঙ্গিক সংবাদ ও সম্পাদকীয়ের চয়ন ও মন্তব্য চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত ক্যান্টারবেরি টেইলসের প্রাচীন ইংরেজির অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় রস ও কৌতুককে যথাযথভাবে রক্ষা করে বাংলা সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

কেউ যদি এই উপমহাদেশের বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে বড় ধরনের কোনো উপন্যাস লিখতে চান, তাহলে তাকে আতোয়ার রহমানের সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক সঙ্কলনটি যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের বিখ্যাত ইংরেজি, বাংলা, উর্দু ও হিন্দি দৈনিক পত্রিকাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। তার বিরাট ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল- যা উইল করে বাংলা একাডেমিকে দান করে গেছেন। এতে রয়েছে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ।

আতোয়ার রহমান ১৯২৭ সালের ১৫ মার্চ কুষ্টিয়ার রামকৃষ্ণপুর বাহিরচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের একজন দিকপাল। তিনি অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য ভূষিত হয়েছেন একুশে পদকে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মিয়ানমার জান্তার দুই বছর হতাশা, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

॥ ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন ॥

মিয়ানমারে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে সম্প্রতি। ২০২০ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে অং সান সুচির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।

দায়িত্ব গ্রহণের আগেই ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমার সেনাবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে এবং সুচিসহ এনএলডির জ্যেষ্ঠ নেতাদের গ্রেফতার করে। মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের দুই বছর পূর্তিতে গণতন্ত্রপন্থি সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা নীরব ধর্মঘট পালন করেছে।

মিয়ানমারের এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল (এসএসি) ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটি শাসন করছে। ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সেনাবাহিনী দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েছে, যা এর আগে দেখা যায়নি। সামরিক শাসনের সময়কালের হতাশা, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

হতাশা : সামরিক অভ্যুত্থান মিয়ানমারকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীগোষ্ঠী, প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ, জাতীয় ঐক্যের সরকার (এনইউজি) এবং তাদের সশস্ত্র সংগঠন পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) সদস্যরা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের পর মিয়ানমারে প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে গত দুই বছরে প্রায় তিন হাজার মানুষ নিহত, ১৫ লাখ মানুষ গৃহহীন, ৪০ হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৮০ লাখ শিশু স্কুলে যেতে পারছে না।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, দেড় কোটি মানুষ চরম খাদ্য সংকটে ভুগছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী এখনো দেশটির বেশির ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়নি। তারা বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র গোষ্ঠী ও পিডিএফের আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, অভ্যুত্থানের পর থেকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলমান সংঘর্ষে ১২ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রতিমাসে এ সংখ্যা কয়েক হাজার করে বাড়ছে। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সুচির বিভিন্ন মামলায় মোট ৩৩ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। সুচি ও তার দলের ১৬ হাজার ৬০০ জনেরও বেশি সদস্য জান্তার হাতে গ্রেফতার হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১৩ হাজার সদস্য কারাগারে আছে।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরি করছে। মিয়ানমারের অস্ত্র তৈরির উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করছে জার্মানি, জাপান, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ফ্রান্সসহ প্রায় ১৩টি দেশ। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ওপর বিভিন্ন রকম আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরও তাদের অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ হয়নি। পশ্চিমাদের সরবরাহ করা উপকরণ ও প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা এসব অস্ত্র মিয়ানমার সেনাবাহিনী দেশটিতে চলমান সেনা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে ব্যবহার করছে। মিয়ানমার ইস্যুতে নিরপেক্ষতার নীতি নেওয়া অনেক দেশ সামরিক শাসকের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করেনি। চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইসরাইল, ইউক্রেনের বিভিন্ন অস্ত্র কোম্পানি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ব্যবহার্য ক্ষুদ্র অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাপাসাকে কঁাচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করছে। ক্ষুদ্র অস্ত্র তৈরিতে মিয়ানমার সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়ে থাকে চীন, রাশিয়া ও ভারত থেকে। সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা হলে পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে বলে অনেকে মনে করেন।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় উৎস তেল ও গ্যাস। সেদেশে কাজ করা তেল কোম্পানিগুলো তেল ও গ্যাসশিল্প খাতে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং এ থেকে সামরিক সরকার উপকৃত হচ্ছে। এসব কোম্পানি সেনাবাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করছে। দেশের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস প্রকল্পের বেশির ভাগ মালিকানা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মিয়ানমার অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এন্টারপ্রাইজের (এমওজিই)। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত এ খাত থেকে আয় হয়েছিল ১৭২ কোটি ডলার। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ঠিকাদারদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের।

মিয়ানমারে আফিমের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি গত নয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। দেশটির প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে অনেকে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আফিম চাষে যুক্ত হয়েছে।

ক্ষমতা দখলের দুই বছর পূর্তিতে সেনা সরকার চলমান জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না, হলেও তা হবে একতরফা এবং সেই নির্বাচনের লক্ষ্য হবে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট দলকে ক্ষমতায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

নির্বাচনের জন্য যোগ্য হতে রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর শর্ত দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর মতে, সেনা সরকার যেসব নিয়মের কথা বলেছে, তার প্রায় সবই ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকেই গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে, এনএলডি ২০১৫ ও ২০২০ সালের নির্বাচনে এ দলকে হারিয়েই ক্ষমতায় গিয়েছিল। সেনাশাসকদের নির্বাচন পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায়, তারা এনএলডিকে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেবে না। সেজন্য এনএলডি জনগণকে সামরিক শাসক আয়োজিত এ নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রাপ্তি : ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া মিয়ানমারের সেনাবাহিনীসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নতুন এ নিষেধাজ্ঞায় এমওজিইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালকও আছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এমওজিইর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মিয়ানমারে একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন করায় এবং এসব দমনপীড়নে জান্তার এমওজি অর্থের উৎস হওয়ার কারণে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ব্রিটেন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে জ্বালানি সরবরাহ করে এমন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সেনাবাহিনীর অর্থ, জ্বালানি, অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাওয়ার সুযোগ কমিয়ে আনা এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য। অস্ট্রেলিয়া সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করা দুটি প্রধান ব্যবসায়িক সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের ইউনিয়ন নির্বাচন কমিশন, খনির উদ্যোক্তা, জ্বালানি কর্মকর্তা এবং বর্তমান ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের সাবেক এবং বর্তমান সামরিক কর্মকর্তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার তৈরি বিমান ব্যবহার করে বিমান হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। গত ৩১ জানুয়ারি কানাডা মিয়ানমারের ছয় ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং বিমানের জ্বালানি রপ্তানি, বিক্রয় ও সরবরাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন মিয়ানমারের বিমানবাহিনীকে তার নিজস্ব নাগরিকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালানোর কাজে ব্যবহৃত বিমানের জ্বালানি সরবরাহে সহায়তা করার জন্য দুটি কোম্পানি এবং দুই ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার তৈরি বিমান ব্যবহার করে বিমান হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। গত ৩১ জানুয়ারি কানাডা মিয়ানমারের ছয় ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং বিমানের জ্বালানি রপ্তানি, বিক্রয় ও সরবরাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন মিয়ানমারের বিমানবাহিনীকে তার নিজস্ব নাগরিকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালানোর কাজে ব্যবহৃত বিমানের জ্বালানি সরবরাহে সহায়তা করার জন্য দুটি কোম্পানি এবং দুই ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মতো মিয়ানমারসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটিতে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের পাশাপাশি দেশটির রাজনৈতিক নেত্রী অং সান সুচিসহ সব রাজবন্দির মুক্তির আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশ হওয়া প্রস্তাবটিতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটিতে রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তাদের নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানানো হয় এবং সমস্যার সমাধানে আসিয়ানের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর ২০২১ সালে গৃহীত পাঁচ দফা ঐকমত্যের দ্রুত ও পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মিয়ানমারের প্রায় অর্ধেক অংশ এখন ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) দখলে। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ চলমান রয়েছে, যা এনইউজির একটা বড় অর্জন। অনেক সেনাসদস্য ও প্রশাসনে কর্মরত বেসামরিক সদস্য জান্তা সরকারের পক্ষ ত্যাগ করেছেন। মিয়ানমারের ইতিহাসে এ ধরনের ঐক্য আগে দেখা যায়নি। ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) মিয়ানমারকে ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করার কথা জানানোর পর আরাকান আর্মি (এএ) প্রথমবারের মতো এনইউজিকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত 'বার্মা অ্যাক্ট ২০২২'-এর কারণে এনইউজি এখন পুনরুজ্জীবিত। বার্মা অ্যাক্টে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মিয়ানমারসহ এ অঞ্চলে গণতন্ত্রায়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এনইউজি মনে করে, বার্মা অ্যাক্টের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম স্বীকৃতি পেয়েছে। কয়েকটি দেশ এনইউজির সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে এনইউজির মুখপাত্র জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা তাদেরই জনগণ এবং তাদের ওপর যে নৃশংসতা হয়েছে তার বিচার তারা নিশ্চিত করবে। মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে এসব সমস্যার সমাধান হবে। তারা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের অধিকার রক্ষার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রত্যাশা : মিয়ানমারের বিপর্যয়কর এ পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ এখনো অনিশ্চিত। চলমান পরিস্থিতিতে সংকট সমাধানের জন্য অবিলম্বে অং সান সু চিসহ সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া দরকার। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা ও চলমান সহিংসতার জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। এসব নিশ্চিত করতে পশ্চিমা দেশগুলো আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করতে হবে। আসিয়ান ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে একত্রে মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে ও তাদের স্বাভাবিক জীবিকা নিশ্চিত করতে কার্যকর সহায়তা প্রদানে তৎপর হতে হবে।

মিয়ানমারে সামরিক শাসনের অবসান এবং ১৯৮২-এর নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তন না হলে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা কম। এনইউজি ক্ষমতায় এলে এ আইন পরিবর্তন করবে বলে জানিয়েছে। আরাকান আর্মি প্রথমদিকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও তাদের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড লিগ অব আরাকানের (ইউএলএ) প্রতিনিধি জানিয়েছেন, তারা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত এবং তারা বাংলাদেশের সহযোগিতা চান। রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করার জন্য গঠিত আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সকে (এআরএনএ) আরাকান আর্মি ও এনইউজির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে জাতিসংঘকে যুক্ত করতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে জটিলতা সৃষ্টি করছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার সীমান্তে অস্থিরতা পুরো অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করেছে। চলমান প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারে শান্তি ফিরে আসবে এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা নিরাপদে মিয়ানমারে ফিরে যাবে-এটাই সবার প্রত্যাশা।

ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন : মিয়ানমার ও রোহিঙ্গাবিষয়ক গবেষক

'জাতীয় পুলিশ দিবস' চাই

॥ মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী ॥

বাংলার পুলিশকে একসময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাথে তুলনা করা হতো। এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে আমাদের পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। তারপরও এ বাহিনীর দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক, যুব বা নারী দিবসের মতো বাংলাদেশে পুলিশের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য বছরের একটি দিন বা দিবসকে 'জাতীয় পুলিশ দিবস' হিসেবে প্রবর্তনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চাই। প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের স্মার্ট পুলিশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুলিশ হবে জনগণের, শোষণের নয়।

তবে এখনো আমাদের দেশের বেশির ভাগ থানা-ফাঁড়ির পুলিশ মাদক, গাঁজা, ইয়াবা ইত্যাদি দিয়ে সাধারণ মানুষ, তরুণ সমাজ ও ক্ষুদ্র দোকানদারদের ফাঁসিয়ে টাকা পয়সা আদায় করছে আবার যারা সত্যিকার অর্থে মাদকাসক্ত বা অপরাধী তাদের ধরে আবার টাকা-পয়সার বিনিময়ে ছেড়েও দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি আইজি সাহেব জানেন কি? মাননীয় পুলিশ প্রধানকে দেশের বিভিন্ন থানা পুলিশের দৈনন্দিন অপরাধ-অপকর্ম ও ঘটনা ঘটে থাকে তা সচরাচর জানানো হয় কি না, তা ঠিক জানি না। এই সেদিন গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে সূত্রাপুর থানার দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেকগুলো ঘটনা সচরাচর পুরান ঢাকার থানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলোতে বেশি ঘটে এবং ঢাকার বাইরের জেলার থানাগুলোতে এ ধরনের অপরাধের মাত্রা চরমে। থানা-পুলিশ যে সব সোর্সের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে সেসব সোর্স মাদকে আসক্ত এবং থানার লিস্টেড আসামি। এক শ্রেণীর পুলিশ বা ডিবির আচরণ দেখলে দেশের জনগণ হতবাক। অস্ত্র ও পুলিশের পোশাক পরিধান করে তাদের যে চাঁদাবাজি, জুলুম-নির্যাতন এবং ফাঁড়ি-থানার পুলিশরা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা, দাপট, হুমকি-ধমকি, জবরদখল, হয়রানির মতো ঘটনা সব কিছুই পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও অবগত। তবে সৎ, দক্ষ, ভদ্র ও নিষ্ঠাবান ক্যাডার পুলিশ অফিসাররা এ ধরনের ঘটনার জন্য লজ্জিত ও ব্যথিত। তাদের করার কিছুই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে তারাও অসহায়। এই করোনার সময় পুলিশের ভূমিকা চমৎকার। এক শ্রেণীর বেপরোয়া পুলিশের কর্মকাণ্ডে পুলিশের সুনাম ও অর্জন আজ ক্ষতিগ্রস্ত। কিছুসংখ্যক বিপথগামী পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আজ নতুন কিছু নয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আবার পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত নাগরিক হিসেবে সুষ্ঠু বিচার পাওয়া দুষ্কর; বরং সময় সময় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভিযোগকারীকে ডেকে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন বলেই আজকাল পুলিশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেও কোনো লাভ হয় না। দেশে কতজন সাধারণ মানুষ ক্ষমতাধর? কিছুসংখ্যক পুলিশের অবৈধ অন্যায়, অবিচার, হয়রানি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো সৎ সাহস থাকলেও ঝামেলা ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন বা সোর্সদ্বারা হুমকি ধমকি প্রদানের কারণে মানুষ এখন আর পুলিশের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পারতপক্ষে কোনো অভিযোগ না করলেও সমাজে কিন্তু দিন দিন ক্ষুব্ধতা বাড়ছে। থানার ওসিরা এখন আর উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা বা পুলিশ সুপারের কাছে জবাবদিহিতা করার প্রয়োজন মনে করে না। সর্বত্র রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ও তদবিরের জোরে পুলিশের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির ওপর আঘাত করা হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুলিশ ছাড়া জনগণ নয়, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কিন্তু সে বন্ধু কোনোভাবেই টাকা-পয়সার বিনিময়ে নয়। গোটা দেশের পুলিশ খারাপ নয়, শুধুমাত্র পুলিশের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের জন্য সরকার ও পুলিশের সব ভালো অর্জন ও সুনাম ক্ষুণ্ন করছে। এ ক্ষেত্রে থানা-পুলিশের মুভমেন্ট বা তাদের চলাফেরার ওপর পুলিশের এসপি, ডিসি, এডিসির সার্বক্ষণিক তদারকি জোরদার করতে হবে। সত্যি কথা, এখনো থানাগুলোতে জিডি করতে গেলে প্রাথমিকভাবে হয়রানি করা হয়ে থাকে। এটার তিক্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী আমি স্বয়ং নিজেই। ডিসি, এসপিদের থেকে থানার ওসিদের দাপট, হুমকি ও দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। থানায় থানায় ভদ্র এবং ভালো ব্যবহারকারী ও সুদর্শন ওসিদের পোস্টিং দিলে ভালো হয়। তাদেরকে দক্ষ ও গুণগত মানসম্মত পুলিশ কর্মকর্তা হতে হবে। পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা এখনো আছে। বিপদে পুলিশকে কাছে পেয়ে মানুষ সন্তুষ্ট। যেমন ৯৯৯-এর মাধ্যমে জনগণ পুলিশের যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়ে খুশি। থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির ওপর নজর বাড়ানো উচিত। আশা করি পুলিশের মধ্য থেকে সততা ও নিষ্ঠাবান বন্ধু ভাই-পুলিশদের জনগণের সামনে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করবেন, এ আশাই করছি।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

জলাভূমি বিপন্ন করে উন্নয়ন টেকসই হবে না

॥ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ॥

বলা যায়, নদী দিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি। নদীর পলির ওপর নির্ভর করে ফসলি জমির উর্বরতা। নদীভাঙন ও চর জেগে ওঠার ওপর জনজীবনের প্রভাব রয়েছে। নদীকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। নদী হচ্ছে জনসম্পদ, কিন্তু এটি কারও কারও কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। দখল-দূষণের পাশাপাশি অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলনের কারণে নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। ১৬ দশমিক ২ মিলিয়ন কৃষক ফসল আবাদে সেচ নেন নদী থেকে। সেচ নেওয়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহনেও নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ৬০ শতাংশ প্রাণিজ আমিষ জোগান দেয় নদীর মাছ। বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের চেয়ে প্রাকৃতিক মাছের গুরুত্ব বেশি। যাতায়াত ব্যবস্থায় নৌপথের মতো সহজ ও সস্তা মাধ্যম নেই। কিন্তু অব্যাহতভাবে জলাভূমি হারিয়ে যাওয়ায় নৌপথ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব জিডিপিতেও পড়ছে।

আমাদের দেশের বড় নদীগুলো বেহাল। প্রতিবেশী দেশ উজানে হওয়ায় ভাটির দেশ হিসেবে পানির ওপর স্বাভাবিক কারণেই আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বন্যায় প্লাবিত হতে হয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে ফসলি মাঠ ফেটে চৌচির হয়। আমরা এখনও জানি না আমাদের দেশে নদ-নদীর সংখ্যা কত; জলাভূমির সংখ্যা কত; একেক পরিসংখ্যানে একেক রকম তথ্য দেওয়া হচ্ছে। আমরা যদি জলাভূমির সঠিক সংখ্যা বা আয়তনই না জানি তাহলে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিকল্পনা কীভাবে গ্রহণ করা হবে? সংরক্ষণ থেকে শুরু করে যে কোনো পরিকল্পনা নিতে গেলে সঠিক পরিসংখ্যান দরকার। স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন যে জলাভূমির সঠিক সংখ্যা জানতে পারলাম না, তা বোধগম্য নয়। শিল্পকারখানার অব্যাহত দূষণের ফলে অনেক জলাভূমি হুমকির মুখে পড়েছে। আমরা যদি ঢাকা শহরের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব- বুড়িগঙ্গা নদীতে ৩৯টি পাইপের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। হাজারীবাগের ট্যানারির বর্জ্য বুড়িগঙ্গা দূষিত করত। এখন সাভারের ট্যানারি পল্লির বর্জ্য ধলেশ্বরীতে যাচ্ছে। তাহলে লাভটা কোথায় হলো? বর্জ্য যদি নদীতেই ফেলতে হয় তাহলে ঢাকা শহর থেকে ট্যানারি শিল্প সরানোর সুফল কোথায় পেলাম? বালুকে এখন আর নদ না বলে বড়সড় ড্রেন বলাই উত্তম। পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকার আশপাশের নদনদীর মধ্যে সবচেয়ে হুমকিতে রয়েছে তুরাগ। ঢাকার আশপাশে বেশ কয়েকটি নদী থাকতে আমাদের সাপ্লাইয়ের পানি আনতে হচ্ছে পদ্মা-মেঘনা থেকে। এতে ওয়াসার অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। অথচ ঢাকার আশপাশের নদীর পানি দিয়ে কম খরচে সাপ্লাইয়ের পানি সংগ্রহ করা যেত। আগেই বলেছি, শিল্পকারখানার কতিপয় মালিক ব্যক্তিস্বার্থে জলাভূমি ধ্বংস করছেন। আমার প্রশ্ন জাগে, তাঁদের ব্যবসার স্বার্থে আমরা সাধারণ মানুষ যে বিসর্জন দিচ্ছি, বিনিময়ে তাঁরা কি আমাদের লাভের ভাগ দেবেন?

জলাভূমি দূষণ ও দখলের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কম দায়ী নয়। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা দেশের অনেক স্থানে নদীকে বেছে নিয়েছে ময়লা ফেলার ভাগাড় হিসেবে। কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর দিকে তাকালে এর সত্যতা পাওয়া যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করে তাহলে অন্যরা উৎসাহিত হবে। তাই দায়িত্বপ্রাপ্তদের ভূমিকা যেন খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে না দাঁড়ায়, তা খেয়াল রাখা উচিত।

জাফলং, বিছনাকান্দিতে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে পর্যটকরা যেতেন। এখন গিয়ে এক বুক হতাশা নিয়ে ফিরে আসেন। অনবরত পাথর উত্তোলনের ফলে জাফলং ও বিছনাকান্দির সেই সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। এখনও যদি পাথর উত্তোলকারীদের লাগাম টেনে ধরা না যায় তাহলে আরও খারাপ পরিণতি অপেক্ষা করছে। এ পাথর উত্তোলনকে কেন্দ্র করে দখলদার পক্ষগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষে প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটে। আদালতের আদেশের পরও চক্রটিকে দমানো যাচ্ছে না। আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছেন। একদল পাথর ও বালুমহাল বানিয়ে সেই জীবন্ত প্রাণকে হরণ করছে। পাঁচ বছরে সিলেটে পাথর কোয়ারি থেকে সরকার রাজস্ব পেয়েছে ৩৮ কোটি টাকার কিছু বেশি; অথচ এর ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম।

৬০ হাজার নদী দখলদার রয়েছে। সম্প্রতি আরও ৩৭ হাজারের বেশি দখলদারের তালিকা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সেই তালিকা প্রকাশ না করে বলছে, এটি পানি আইন অনুযায়ী করা হয়েছে; সিএস খতিয়ান অনুযায়ী করতে হবে। আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব থাকলে, প্রশাসনে স্বচ্ছতা না থাকলে সাধারণ মানুষ কখনোই সুফল পাবে না। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সঠিক নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনতা- এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা না গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

এরই মধ্যে ১৫৮টি নদী শুকিয়ে গেছে। ৪৪৫টি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে আবার ৫০-৬০টি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে। এখন থেকে উদ্যোগ না নিলে এসব জলাভূমি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। ১৯৭১ সাল থেকে দেশে নৌপথ কমছে। এই যে ঢাকা শহরে এত যানজট। আশপাশের নদীগুলো সচল করা গেলে নৌপথ চালু করে এই যানজটের যাতনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যেত। আমরা অবৈধ প্রকল্পের ছড়াছড়ি দেখছি। ড্যাপে প্রায় ৫০টি জলাভূমিকে হাউজিং দেখানো হয়েছে। ১৫৮ জলাভূমির মধ্যে ৫০টিকে হাউজিং দেখানো শুভ লক্ষণ হতে পারে না। এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উত্তরণে আমরা প্রাকৃতিক জলাভূমি সৃষ্টি করতে পারব না। কিন্তু শিল্পকারখানা নির্মাণ করতে পারব। তাই যেটা সৃষ্টি করতে পারব না, সেটা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নেই। সংবিধানে জলাভূমি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা বলা আছে। জলাভূমির ওপর জেলে, কৃষক এবং যাতায়াত নির্ভরশীল। ভারত ও বাংলাদেশের জলাভূমির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের দেশের হাওর ইকো পদ্ধতির। টাঙ্গুয়ার হাওরের আন্তর্জাতিক মান রয়েছে। সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পশুর নদের গুরুত্ব অনেক। এককথায় আমাদের জলাভূমির অনুপম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পরিবেশ দূষণের কারণে জিডিপির ৩-৫ শতাংশ ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়ন টেকসই হবে না। প্রতি জেলায় জলাভূমি সংরক্ষণে আন্দোলন হচ্ছে। এটি মানুষের জীবনকে সম্পৃক্ত করে রাখে বলেই তাঁরা নিজ উদ্যোগে সোচ্চার হচ্ছেন। দখল নিয়ে যতটা কথা হয়, দূষণ নিয়ে এর সিকি ভাগও হয় না। দূষণের জন্য দায়ী শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। মাঝে মধ্যে নদী থেকে বিপুল পরিমাণ পলিথিন উদ্ধার করা হয়। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী থেকে ২-৭ ফুট স্তরের পলিথিনের বর্জ্য উদ্ধার করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এটির বাস্তবায়ন দরকার। একবার ব্যবহার উপযোগী পলিথিনের বিকল্প ভাবতে হবে।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান: প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)



অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে পিপিপি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

॥ মো. ফারুক আহমেদ ॥

২০১৯ সালে কোভিড মহামারির আগমন এবং দেশে দেশে লকডাউন দেওয়ার শুরু থেকে অর্থনীতিবিদরা একটা অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কার কথা বলে আসছিলেন। বস্তুত তাই-ই ঘটেছে; ২০২০ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হওয়া শুরু করে।

উন্নত দেশগুলো থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। কোভিডজনিত অর্থনৈতিক সংকটে ধনী দেশগুলোর তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে, যা প্রায় সব দেশের প্রবৃদ্ধিকে ক্রমাগত নিম্নমুখী অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এ সংকটের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। উল্লিখিত কারণের পাশাপাশি বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া এবং যুদ্ধজনিত কারণে সাপ্লাই চেইন ভেঙে যাওয়ায় একের পর এক দেশ দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। ২০২৩-এর শুরুতে আইএমএফ কোভিড মহামারির প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত কারণে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ মন্দার কবলে পড়বে মর্মে পূর্বাভাস দেয়।

এর সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিশ্বব্যাংক 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাসে' সতর্ক করে বলেছে যে, বিশ্ব একটি বড় অর্থনৈতিক মন্দার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এবং এটি ২০২৩ সাল থেকে শুরু হবে, যার ফলে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশে নেমে যাবে। গেল বছরের মাঝামাঝি সময়ে সংস্থাটি ২০২৩ সালের প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করেছিল। মন্দা শুরু হলে বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদনও হ্রাস পাবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতার কারণে দ্রুত রিজার্ভ কমতে থাকবে, জীবনদায়ী ওষুধ এবং খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি করা দুষ্কর হবে। ফলে কোনো কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

নতুন করে করোনা ছড়িয়ে পড়লে এবং চলমান যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে কিংবা ইউরোপ ও এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে গেলে বিশ্বমন্দার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী এ অর্থনৈতিক সংকট বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে দেবে বলে সবাই আশঙ্কায় আছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির গতিধারাসহ বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপির পরিমাণ আগের প্রক্ষেপণের চেয়ে ৬ শতাংশ কম হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশ্বমন্দার প্রভাব কেমন হবে?

বিশ্বব্যাপী যে মন্দা দেখা দেবে, তার কমবেশি কিছু আঁচড় আমাদের অর্থনীতির ওপর পড়বে এটি অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, মন্দার প্রভাবে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.২ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা হবে ৬.২ শতাংশ। তবে এটিও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ বিশ্বসংস্থাগুলোর প্রক্ষেপণের তুলনায় সব সময় ভালো করেছে। এসব সংস্থার প্রক্ষেপণকে ভুল প্রমাণিত করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭.২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

২০০৮-২০০৯ সালে সংঘটিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অর্থনীতিতে কোভিড-১৯-এর প্রভাবও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়ে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার ধরে রেখেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ হার বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। এ অর্জন ও সফলতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত এবং প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের ফসল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে কোভিডের অভিঘাত থেকে অর্থনীতি যখন সামলে উঠে অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সেই অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করছে।

এ কথা অনস্বীকার্য, যদি কোভিড মহামারি দ্বারা বিশ্ব আক্রান্ত না হতো এবং যুদ্ধ এসে বিশ্ব অর্থনীতিকে টালমাটাল না করত, তাহলে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপরে অর্জন করতে সক্ষম হতো।

মন্দার মোকাবিলায় সর্বাগ্রে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বাংলাদেশকে হতে হবে, সেটি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো থেকে পরিত্রাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের তরফে বলা হচ্ছে, উন্নয়নশীল ও বিকাশমান দেশগুলো তাদের অগ্রগতির ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান থাকবে না, যে কারণে উৎপাদন হ্রাস পাবে। কোভিডের শুরু থেকে এসব দেশে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় এবং বিনিয়োগ সংকটের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা আসন্ন সংকটের কারণে আরও প্রকট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এ বিশ্বমন্দার ক্ষতিকর আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়, যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ধনাত্মক ধারায় প্রবহমান। জানুয়ারি ২০২৩-এ রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে, যা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে।

এখানে উল্লেখ্য, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে আমাদের রিজার্ভ সংকটের অভিঘাতে নিপতিত হতে হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্জিত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব অটোয়া, কানাডার সিনিয়র ফেলো সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান 'ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ' শীর্ষক এক গবেষণায় টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের সামনে কয়েক ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ানো, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও অভিযোজন ইত্যাদি। এ চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেকটাসে' বর্ণিত চ্যালেঞ্জের মিল দেখা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অথবা গবেষণাপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জগুলো সর্বাংশে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন নয়।

তবে আসন্ন মন্দা আমাদের অর্থনীতিকে ধাক্কা দেবে সেটা অনুমেয় এবং এটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০-এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উল্লিখিত প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্রে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে অন্যতম হলো-বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং কূটনীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন, বেসরকারি খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ঋণ সহায়তার পরিবর্তে অংশীদারত্ব এবং উন্নয়ন বিনিময়। ব্যবসায়ী সমাজ এবং অর্থনীতিবিদরাও নানারকম পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করছেন। ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে এ সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য সরকারের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

নানারূপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, সরকারের একক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা একটি অসম্ভব চিন্তা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব এবং বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

বিশ্ব অর্থনীতির এ সংকটকালে সরকারের পক্ষ থেকে নানারূপ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অংশীদারত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থাৎ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, সরকারের একক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা একটি অসম্ভব চিন্তা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব এবং বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকে দেশকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে রিজার্ভের ওপর একটি বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে মোকাবিলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। এফডিআই বৃদ্ধি করেও ডলার প্রবাহ বাড়ানো যায়। এফডিআই বাড়ানোর ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। বড় বড় বিনিয়োগ প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগ দ্রুত রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়ক। পিপিপি পাইপলাইনে বেশকিছু প্রকল্প চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে নিয়ে আসা গেলে দেশে ডলার প্রবাহ বাড়বে। কিছু প্রকল্প থমকে আছে, যা বেগবান করা গেলে দ্রুতই বাস্তবায়ন সম্ভব। ভৌত অবকাঠামোসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতায় ধনাত্মক প্রকল্প রয়েছে, যেগুলো পিপিপিতে বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের বাজেট কিংবা উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ সহায়তার বাইরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

পিপিপি কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় বোর্ড সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রকল্পগুলো পিপিপিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুশাসন দিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো থেকে সেভাবে আশানুরূপ প্রকল্প পিপিপি পাইপলাইনে যুক্ত হয়নি। বিটিএমসি থেকে কেবল দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যটন খাতে পিপিপির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা গেলে খাতটি অর্থনীতিতে ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতো। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ লোকসানের ঘানি টানছে। এগুলোর একটা অংশ পিপিপিতে পুনঃচালু করা গেলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, এমনকি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইউনিটের বেশকিছু অব্যবহৃত জমি পড়ে আছে। এসব জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পিপিপির আওতায় শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার জন্য দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতির বড় অংশ আমদানি করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কোনো সংস্থার অব্যবহৃত জমিতে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির শিল্প গড়ে তোলা গেলে তা দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অব্যবহৃত জমিতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে পিপিপির আওতায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য সংস্থার লোকসানি প্রতিষ্ঠান ও অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা যায়। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বাস্তবায়ন করা যায়। সংকটের শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় সরকারি-বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ আছে, যা আমাদের দেশে বিনিয়োগ হতে পারে। আমাদের বৈদেশিক মিশন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলো এগুলো এক্সপ্লোর করতে পারে। দেশে দ্রুত বিনিয়োগ নিয়ে আসার জন্য পিপিপিতে নীতিমালা ও বিধি রয়েছে, এ দুটি ব্যবহার করে অল্প সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এগুলো হলো ১৬চড়ষরপু ভড়ৎ ওসঢ়ষবসবহঃরহম চচচ চৎড়লবপঃং ঃযৎড়ঁময এড়াবৎহসবহঃ ঃড় এড়াবৎহসবহঃ (এ২এ) চধৎঃহবৎৎযরঢ়, ২০১৭(অসবহফবফ), ২. জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিধিমালা, ২০১৮। এ দুটির আওতায় সরাসরি দেশি-বিদেশি অংশীদার নির্বাচন করা যায় বিধায় অংশীদারি চুক্তি কম সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে এ দুটির ব্যবহার করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে পিপিপি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০-এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিপিপিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মো. ফারুক আহমেদ : অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প নিয়ে চীন কি বিপাকে?

জোসেফ ডানা

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) নিয়ে ইতিহাস লেখা হলে কতটা ইতিবাচক হিসেবে লেখা যাবে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা থেকেই যায়। বেইজিংয়ের সঙ্গে বিশ্ববাজারের বড় অংশটিকে যুক্ত করতে উদীয়মান দেশগুলোতে অবকাঠামো নেটওয়ার্ক তৈরির প্রকল্প বিআরআই।

এ জন্য এখন পর্যন্ত এক হাজার বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে চীন। কিন্তু শুরুতেই এ উদ্যোগে নানা ত্রুটি দেখা দিয়েছে। তহবিল খালি হওয়া, চলমান প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়া এবং গ্রহীতা দেশগুলো ঋণের ভারে ডুবতে বসা–এ ধরনের বিপত্তি ঘটছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু দেশ তাদের ঘাড়ের ওপর চীনের প্রভাব নিয়ে খোলাখুলি বিরোধিতা করছে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিআরআই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু কঠিন প্রশ্ন করার সময় এসেছে। প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চীন তার পররাষ্ট্রনীতি কীভাবে সাজাচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন।

এশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত উদীয়মান বাজারগুলোতে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। ২০১০-এর দশকে বিআরআই যখন বাস্তব গতি পায়, এ সময়ে উদীয়মান বাজারগুলোর জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির বয়ান ছিল অযৌক্তিক এক আশা। বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম থেকে শুরু করে অর্থনীতির কাগজ সবখানেই উদীয়মান বাজারগুলোকে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিস্ময় বলে প্রচার করা হয়েছিল। স্মার্টফোন ও বিমান যোগাযোগের সহজলভ্যতার কারণে যে বৃহৎ কানেকটিভিটির সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে আশা করা হয়েছিল, কেনিয়া থেকে কাজাখস্তান–সবখানেই নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটতে চলেছে। দ্রুত নগরায়ণ–এমনকি দ্রুত জন্মহারের কারণে এই মধ্যবিত্তরাই বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

এসব জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে কাছের পরাশক্তি হিসেবে চীন খুব দ্রুত এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ারের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। অবকাঠামো প্রকল্প, সস্তা ঋণ ও প্রযুক্তি বিনিয়োগ–এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চীন নতুন অর্থনৈতিক মেরুকরণে যুক্ত হতে থাকে। টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সারা বিশ্বে একটি ঝড় তুলেছে। চীনের সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টিকটক নিঃসন্দেহে বড় একটি অস্ত্র।

বিআরআই প্রকল্পের এ ত্রুটি চীন সম্পর্কে প্রচলিত ঋণফাঁদ ধারণার পক্ষে আরও জোরালো ভিত্তি তৈরি হয়। এ ধারণার মূল বিষয় হলো, চীন জবরদস্তিমূলকভাবে ঋণ চাপিয়ে দেয়, ফলে শ্রীলঙ্কার মতো সংকটের জন্ম হয়। অনেকে এও সমালোচনা করেন, চীন ঋণ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এতটাই আগ্রাসী যে কোনো দেশে তৈরি হওয়া অবকাঠামো কোনো কাজে লাগছে কি না কিংবা সেই প্রকল্প ব্যাপক পরিবেশ দূষিত করছে কি না, এই বিবেচনা একেবারেই করছে না।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ভাষায়, বিআরআই 'এই শতাব্দীর প্রকল্প'; অর্থাৎ চীনকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্যবস্থার ক্রম বদলে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। চীনের অর্থনীতির শাঁই শাঁই প্রবৃদ্ধির সেই যুগ যদি অক্ষুণ্ন থাকত, তাহলে কম সুদের ঋণ ছড়িয়ে চীনের পক্ষে বিশ্বের কেন্দ্র হয়ে ওঠা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক চিত্র এখন হতাশাজনক। বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন যে ভাটা চলছে এবং কোভিড মহামারির কারণে চীনে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তাতে দেশটির অর্থনীতি রীতিমতো ধুঁকছে।

বিআরআই প্রকল্পের মান নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি ইকুয়েডর থেকে গাম্বিয়া পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দেশে বিআরআই প্রকল্পের ত্রুটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ইকুয়েডরের ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রধানতম। সেটিতে এত বেশি ত্রুটি পাওয়া গেছে যে পুরো প্রকল্পটি বাতিল করতে হতে পারে। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি ইকুয়েডরের বিদ্যুতের অন্যতম বড় উৎস হওয়ায়, প্রকল্পটি বাতিল হলে দেশটি বড় ঋণের মধ্যে ডুবে যেতে পারে।

বিআরআই প্রকল্পের এ ত্রুটি চীন সম্পর্কে প্রচলিত ঋণফাঁদ ধারণার পক্ষে আরও জোরালো ভিত্তি তৈরি হয়। এ ধারণার মূল বিষয় হলো, চীন জবরদস্তিমূলকভাবে ঋণ চাপিয়ে দেয়, ফলে শ্রীলঙ্কার মতো সংকটের জন্ম হয়। অনেকে এও সমালোচনা করেন, চীন ঋণ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এতটাই আগ্রাসী যে কোনো দেশে তৈরি হওয়া অবকাঠামো কোনো কাজে লাগছে কি না কিংবা সেই প্রকল্প ব্যাপক পরিবেশ দূষিত করছে কি না, এই বিবেচনা একেবারেই করছে না।

এ প্রেক্ষাপটে গত বছর চীন সরকার চুপিচুপি বিআরআই প্রকল্পের কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। চীনের নীতিনির্ধারকেরা নতুন প্রকল্পগুলো পুনর্মূল্যায়ন এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দর-কষাকষি করতে সম্মত হয়েছেন। বিশ্ব অর্থনীতি যদি একটি দীর্ঘস্থায়ী মন্দার মধ্যে প্রবেশ করে এবং চীনের প্রকল্পগুলো যদি ব্যর্থ হতেই থাকে, তাহলে বেইজিংয়ের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রাখতে বাধ্য।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ অর্থনীতিবিদ সেবাস্তিয়ান হর্ন ও কারমেন রেইনহার্ট বলেছেন, যেসব দেশ অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়েছে, তারা যে বিদেশি ঋণ নিয়েছে, তার ৬০ শতাংশই চীনের কাছ থেকে নেওয়া। ২০১০ সালের সেটি ছিল মাত্র ৫ শতাংশ।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

জোসেফ ডানা প্রযুক্তিবিষয়ক সাপ্তাহিক এক্সপোন্যানশিয়াল ভিউএর জ্যেষ্ঠ সম্পাদক



স্টার ফার্নিচারের ৫ম শাখা ব্রুকলীন

(শেষের পাতার পর)

শাখাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। শাখাটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্নধার রকি আলিয়ান। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির অপর তিন পার্টনার যথাক্রমে সাবরিনা খান, আতিক ইকবাল ও আইরিন সাদিয়া উপস্থিত ছিলেন। এরা সবাই ক্লাসমেট আর বিশ্বস্থ বন্ধু। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, সততা আর গ্রাহক সেবার মাধ্যমেই স্টার ফার্নিচার তার আগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। সেই লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই নতুন শাখা খোলা হয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির গ্রাহকদের জন্য থাকবে বিশেষ সেল থাকবে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রকি আলিয়ান বলেন, **স্টার ফার্নিচারের সফলতায়** মিডিয়ার অব্যাহত সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বাসের সাথে নিজেদের শ্রম ও সততা, কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতাসহ সকল শুভ ইচ্ছার সমন্বয়ে স্টার ফার্নিচারের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে- এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। 'প্রচারেই প্রসার' এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবসা পরিচালনা ও অগ্রগতিতে একটি বাস্তব সত্য। সে গুরুদায়িত্বটি মিডিয়া প্রতিনিয়তই পালন করে যাচ্ছে বলে আবারো কৃতজ্ঞতা। **তিনি** বলেন, আমাদের অর্থ, শ্রম ও উদ্যোমী প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে। স্বল্প মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং ম্যাট্রেস সবার বাসায় পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে আমরা অনেক কাছের মানুষদের হারিয়েছি। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাসহ নানা কারণে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি। মিডিয়ার সহযোগিতা পেলে আমরা আরো এগিয়ে যাবো। কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাবো সততার সাথে। নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে ষ্টার ফার্নিচার বাংলাদেশী ক্রেতাদের সর্ব সময় ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে আসছে। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিটি শাখায়ই ফাইন্যান্সিইং এর সুযোগ রাখা হয়েছে। ক্রেতারা চাইলে ফোনেও অর্ডার করার ও সুযোগ রয়েছে । আমরা ঈদ সেল, ট্যাক্স রিফান্ডসহ বিভিন্ন দিবসে 'বিশেষ সেল' অফার দিয়ে আসছি। ন্যূনতম মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং ম্যাট্রেস পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের নিজ বাসায় কিংবা বাড়িতে।



নতুন শাখার উদ্বোধন উপলক্ষেও থাকবে বিশেষ অফার: যেমন- প্রতিটি ফার্নিচার ও ম্যাট্রেসেই থাকবে ২০% ছাড়, নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে, যেকোনো পণ্যের জন্যই ফ্রি ডেলিভারির সুযোগ (যেকোনো এমাউন্ট হতে পারে) এবং প্রতিজন ক্রেতার জন্যই থাকবে বিশেষ উপহার।

এক প্রশ্নের উত্তরে রকি আলিয়ান বলেন, স্টার ফার্নিচারের শতকরা ৬০ ভাগ কাষ্টমার বাংলাদেশী। এ কারনেই বাংলাদেশী কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা ব্যবসাকে প্রসারিত করছি। কাস্টমার সার্ভিসে আমরা এ+। প্রতিটি গ্রাহকের সমস্যা ও অভিযোগ আমরা তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করি। প্রয়োজনে বাসা-বাড়ীতে গিয়েও সমস্যার সমাধার ও সেবা দেয়া হয়। স্টার ফার্নিচার থেকে ক্রেডিট কার্ডেও কিস্তিতে ফার্নিচার ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিনাসুদে লোন দিয়ে থাকি। গ্রাহক সেবা ও দ্রব্যসামগ্রীর কোয়ালিটির সাথে কোন আপোষ নেই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাদের ৫টি শাখায় প্রায় ৩৫ জন কর্মচারি কাজ করছেন। যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশী। পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির কর্মচারীও রয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে রকি আলিয়ান বলেন, তার শখ ছিল পাইলট হবার। এই লক্ষ্যে তিনি স্কুলে ভর্তিও হন। শিক্ষা শেষ করে সার্টিফিকেটও পান। নেন নি পাইলটের লাইসেন্সও। বিমান চালানোর পেশায় না গিয়ে, নেমে পড়ায় ব্যবসায়। বলেন, বড় ভাই দুলাল হোসাইন মাল'র ফার্নিচারের ব্যবসা ধরে রাখতে গিয়েই তার এই পেশায় আগমন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের বাফেলো শাখা এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমরা কোন রিস্ক নিতে চাইনি।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল যাত্রা শুরু করে স্টার ফানিচার এখন ফ্রানচাইজ খোলার চিন্তাভাবনা করছে। নিউইয়র্ক সিটিতে স্টার ফার্নিচারের অপর চারটি শাখাগুলো হচ্ছে: ৭৮-১৪ রোজভেল্ট এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস । ১৯৩৫ ওয়েসচেস্টার এভিনিউ, ব্রঙ্কস (পার্কচেস্টার)। ৩৫৮ ইস্ট ২০৪ স্ট্রীট এবং নর্থ ব্রঙ্কস এবং ১১৬-১৩ জ্যামাইকা এভিনিউ, রিচমন্ড হিল। ছবি: নিহার সিদ্দিকী



মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন

(প্রথম পাতার পর)

কোনো প্রার্থী না থাকায় এখন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণার অপেক্ষা। বিধান অনুযায়ী, সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) প্রার্থিতা বাছাইয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হলে নির্বাচন কমিশন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করবে। এখন শুধু প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পালা।

এদিকে রোববার (১২ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে এক প্রতিক্রিয়ায় মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি পদে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। বঙ্গবন্ধুকন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ, তিনি আমাকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ মুহূর্তে আমার প্রতিক্রিয়া এটুকুই।'

নির্বাচন কমিশনের সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান, মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় রোববার (১২ নভেম্বর) বিকেল চারটা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছাড়া আর কারও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। আগামীকাল সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) দুপুরের মধ্যে প্রার্থিতা বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

এর আগে রোববার বেলা ১১টায় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার আগে সকালে ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। সে সময় শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে প্রার্থী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত দেন বলে দলটির সূত্রে জানা গেছে। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল গত ৭ (ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার বৈঠক করে দলের নেত্রী শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় প্রার্থী বাছাই করার দায়িত্ব দিয়েছিল। আজ সকালে দলীয় সভাপতির কাছে সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরই ওবায়দুল কাদের নির্বাচন কমিশনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ করেন।

দলীয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ করার পর নির্বাচন কমিশনে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে মনোনয়ন প্রদান করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাননীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির প্রধান বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় শেখ হাসিনা এই মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছেন।'

উল্লেখ্য, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দল রাষ্ট্রপতি পদে পপ্রার্থী দেয়নি। সরকারবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপির সাতজন সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন গত ১১ ডিসেম্বর। ফলে এখন সংসদে বিএনপির কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

এদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত বিধানে বলা হয়েছে, প্রার্থী একজন হলে এবং যাচাইয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ বিবেচিত হলে নির্বাচন কমিশন তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করবে। সংসদে আর ভোটের প্রয়োজন হবে না। আগামীকাল সোমবার প্রার্থিতা বাছাইয়ের দিনেই একমাত্র প্রার্থী দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হন। তিনি ১৯৪৯ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ছাত্রজীবনে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের পর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৮২ সালে বিসিএস (বিচার) বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৯৫ সালে জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এক পুত্র সন্তানের পিতা এবং তার স্ত্রী প্রফেসর ড. রেবেকা সুলতানা সরকারের সাবেক যুগ্ম সচিব। (সূত্র: প্রথম আলো)



ভূমিকম্পে তুরস্ক-সিরিয়ায়

(প্রথম পাতার পর)

হারিয়েছে ৩ হাজার ৫৪৭ জন। ফলে মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ১৭৯ জনে।

ভূমিকম্পের জেরে দুদর্শায় পড়েছেন তুরস্ক ও সিরিয়ায় বেঁচে যাওয়া লাখ লাখ মানুষ। দেশ দুটিতে হাজার হাজার ভবন ভেঙে পড়েছে। দেখা দিয়েছে খাবারসহ জরুরি নানা পণ্যের সংকট। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্প উপদ্রুত এলাকাগুলোতে আট লাখের বেশি মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের সংকটে রয়েছেন। বিপত্তি আরও বাড়িয়েছে তীব্র ঠান্ডা। এতে ভূমিকম্পের কবল থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা যেমন কষ্টে রয়েছেন, তেমনই বাধা পড়ছে উদ্ধারকাজে।

এরই মধ্যে নানা ধরনের সহায়তা নিয়ে তুরস্কের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেশ। উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের উদ্ধারকারীরা। তবে সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো জাতিসংঘ সহায়তা পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণবিষয়ক সমন্বয়কারী মার্টিন গ্রিফিথস।

এক টুইট বার্তায় মার্টিন গ্রিফিথস বলেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় ব্যর্থ হয়েছি। এ মুহূর্তে তারা নিজেদের পরিত্যক্ত বলে মনে করছে। তারা যে সহায়তার আশা করছে, তা এখনো সেখানে পৌঁছায়নি। আমার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই ব্যর্থতা তাড়াতাড়ি শুধরে নেওয়ার। এটার ওপরেই আমি এখন জোর দিচ্ছি।'

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনকে

(প্রথম পাতার পর)

প্রার্থী হিসেবে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে মনোনয়ন দেওয়া সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন তিনি। খন্দকার মোশাররফ বলেন, এই সরকার কী করছে, না করছে- এসব বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

ঢাকার গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) ইউনিয়ন পদযাত্রায় সংঘটিত বিষয়গুলো জানাতে আপনাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আপনারা জানেন, আমাদের ১০ দফা দাবির প্রথমটাই হচ্ছে- এই অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি কে হলো তা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই'।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, আমরা কিছুদিন যাবৎ খেয়াল করছি- আওয়ামী লীগ শান্তি মিছিল, শান্তি সমাবেশ করছে। কখন করছে? যেদিনে আমরা সমাবেশ করব তখন। আমি আজকে এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আওয়ামী লীগের নেতাদের বলতে চাই- আপনারা কয়েক দিন আগে বলেছেন, বছরব্যাপী নির্বাচনের আগপর্যন্ত কর্মসূচি দিয়ে যাবেন। আমি আপনাদের অনুরোধ জানাব- আপনাদের কর্মসূচিগুলো এখনই ঘোষণা দিয়ে দেন কোনদিন কোন কর্মসূচি হবে। তাহলে আমরা পরবর্তীতে আমাদের কর্মসূচিগুলো নিরাপদ স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারি; কিন্তু আমরা কর্মসূচি ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ যদি কর্মসূচি দেয় বুঝেই নিতে হবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দেশে একটা ঝামেলা লাগানোর চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

অমর একুশে International Mother's Language Day 2023

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৩

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার
সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)



সুধী,

'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তকাম্য।

আমন্ত্রণে,

সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি ২০২৩

মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৩১২-৯৭২১

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সদস্য সচিব
৬৪৬-৩২১-৪১১৭

ফারুক চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক
৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭

প্রদীপ ভট্টাচার্য
সমন্বয়কারী
৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪

সুশান্ত দত্ত
সমন্বয়কারী
৭১৮-৭১০-৫৬১৭

শাহ মিজানুর রহমান
সমন্বয়কারী
৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫

ফারহানা চৌধুরী
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫

নিবন্ধন উপ-কমিটি

মোঃ নজশেদ হোসেন (৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫), আবুল কালাম ভূইয়া (৯১৭-৮৯২-৭১৯৯), মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩)

স্মরণিকা উপকমিটি

ফয়সল আহমদ (৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩), রিজু মোহাম্মদ (৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭), আবুল বাশার ভূইয়া (৩৪৭-২৭৯-২৬৪০)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ডা: শাহনাজ লিপি (৯১৭-৭১৬-৭০৩৯), মোহাম্মদ টিপু খান (৬৪৬-৬২৩-৮৬২২), মোঃ সাদী মিঠু (৭১৮-৮২০-৩৬১৯)

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মিডিয়া পার্টনার: TiME television, MILLENNIUM TV, i tv

প্রডাকশন পার্টনার: AB tv

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়ঃ

বাংলা স্কুল (বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক)



নৃত্যাঞ্জলী সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বৃন্দ

প্রতিযোগিতা

তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারী, সোমবার
সময়: বিকেল ৫টা
স্থান: তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার

চিত্রাঙ্কন : বিষয় উন্মুক্ত
রচনা : ক. গ্রুপ "বাংলাদেশ"
খ. গ্রুপ "অমর একুশে"
কবিতা আবৃত্তি : বিষয় উন্মুক্ত

বয়স সীমা: ক. গ্রুপ (৪-৯ বছর)
ও খ. গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)

সহযোগী সংগঠনসমূহ

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস এসোসিয়েশন
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যুক্তরাষ্ট্র
- বঙ্গমাতা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- স্টেট আওয়ামী লীগ
- মহানগর আওয়ামী লীগ
- যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ
- যুক্তরাষ্ট্র ছাত্র লীগ
- আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- স্টেট বিএনপি
- সিটি বিএনপি
- যুক্তরাষ্ট্র যুবদল
- যুক্তরাষ্ট্র ছাত্র দল
- জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)
- জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
- বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি
- বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা
- জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক ইউ.এস.এ.
- গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক
- ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক
- বাংলাদেশ আমেরিকান কার এন্ড লিমোজিন এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- সিলেট গণদাবি পরিষদ ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
- বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বৃহত্তর দাউদ কান্দি এসোসিয়েশন
- বগুড়া সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- জ্ঞাতক সমিতি ইউ. এস. এ ইন্‌ক
- নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউ.এস.এ
- কুমিল্লা সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্র
- প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন
- কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ. ইন্‌ক
- শেরপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- লক্ষীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ভোলা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- দোহার উপজেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- হোমনা তিতাস ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক
- অভয় নগর সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- গাইবান্ধা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- মিরেশ্বরাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- রংপুর জেলা মমিতি ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- ডাউন টাউন বিজনেস এসোসিয়েশন
- নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- সাতক্ষিরা জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- বৃহত্তর ময়মনসিংবাসী ইউ.এস.এ ইন্‌ক
- মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
- নিউকার্ক ফ্রেন্ডস এন্ড ফেমিলি ইউ.এস.এ ইন্‌ক

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক - ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

চার বন্ধুর যৌথ প্রয়াস : সিইও রকি আলিয়ান পাইলট পেশা ছেড়ে হলেন ব্যবসায়ী

স্টার ফার্নিচারের ৫ম শাখা ব্রুকলীন : উদ্বোধন ১৭ ফেব্রুয়ারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন স্টার ফার্নিচারের নতুন শাখা উদ্বোধন হচ্ছে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। ১১৭৭ লিবার্টি এভিনিউস্থ এই শাখা হবে প্রতিষ্ঠানটির ৫ম শাখা। এদিন বাদ জুম্মা শাখাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে। শাখাটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্নধার রকি আলিয়ান। সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির অপর তিন পার্টনার যথাক্রমে সাবরিনা খান, আতিক ইকবাল ও আইরিন সাদিয়া উপস্থিত ছিলেন। এরা সবাই ক্লাসমেট আর বিশ্বস্থ বন্ধু।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টে গত ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, সততা আর গ্রাহক সেবার মাধ্যমেই স্টার ফার্নিচার তার আগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। সেই লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই নতুন শাখা খোলা হয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির গ্রাহকদের জন্য থাকবে বিশেষ সেল থাকবে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ।

প্রতিষ্ঠানটির সিইও রকি আলিয়ান বলেন, নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে ষ্টার ফার্নিচার তার ক্রেতাদের ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে আসছে। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিটি শাখায়ই ফাইন্যান্সিইং এর সুযোগ রাখা হয়েছে। ক্রেতারা চাইলে ফোনেও অর্ডার করার সুযোগ পান। আমরা ঈদ সেল, ট্যাক্স রিফান্ডসহ বিভিন্ন দিবসে 'বিশেষ সেল' অফার দিয়ে আসছি। ন্যূনতম মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং ম্যাট্রেস পৌঁছে দিচ্ছি ক্রেতাদের বাসায় কিংবা বাড়িতে।

ব্রুকলীনে নতুন শাখার উদ্বোধন উপলক্ষেও তিনি বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা দেন। তা হলো প্রতিটি ফার্নিচার ও ম্যাট্রেসেই থাকবে ২০% ছাড়। নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে যেকোনো পণ্যের জন্যই ফ্রি ডেলিভারির সুযোগ। প্রত্যেক ক্রেতার জন্যই থাকবে বিশেষ উপহার।

এক প্রশ্নের উত্তরে রকি আলিয়ান বলেন, স্টার ফার্নিচারের শতকরা ৬০ ভাগ কাষ্টমার বাংলাদেশী। এ কারনেই বাংলাদেশী কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা ব্যবসাকে প্রসারিত করছি। কাস্টমার সার্ভিসে আমরা এ+। প্রতিটি গ্রাহকের সমস্যা ও অভিযোগ আমরা তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করি। প্রয়োজনে বাসা-বাড়ীতে গিয়েও সমস্যার সমাধার ও সেবা দেয়া হয়। স্টার ফার্নিচার থেকে ক্রেডিট কার্ডেও কিস্তিতে ফার্নিচার ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিনাসুদে লোন দিয়ে থাকি। গ্রাহক সেবা ও দ্রব্যসামগ্রীর কোয়ালিটির সাথে কোন আপোষ নেই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাদের ৫টি শাখায় প্রায় ৩৫ জন কর্মচারি কাজ করছেন। যাদের অধিকাংশই বাংলাদেশী। পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির কর্মচারীও রয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে রকি আলিয়ান বলেন, তার শখ ছিল পাইলট হবার। এই লক্ষ্যে তিনি স্কুলে ভর্তিও হন। শিক্ষা শেষ করে সার্টিফিকেটও পান। নেন নি পাইলটের লাইসেন্সও। বিমান চালানোর পেশায় না গিয়ে, নেমে পড়ায় ব্যবসায়। বলেন, বড় ভাইয়ের ফার্নিচারের ব্যবসা ধরে রাখতে গিয়েই তার এই পেশায় আগমন।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল যাত্রা শুরু করে স্টার ফানিচার এখন ফ্রানচাইজ খোলার চিন্তাভাবনা করছে। নিউইয়র্ক সিটিতে স্টার ফার্নিচারের অপর চারটি শাখাগুলো হচ্ছে: ৭৮-১৪ রোজভেল্ট এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস। ১৯৩৫ ওয়েসচেস্টার এভিনিউ, ব্রঙ্কস (পার্কচেস্টার)। ৩৫৮ ইস্ট ২০৪ স্ট্রিট, নর্থ ব্রঙ্কস এবং ১১৬-১৩ জ্যামাইকা এভিনিউ, রিচমন্ড হিল। ৫ম শাখা অর্থাৎ, ১১৭৭ লিবার্টি এভিনিউস্থ নতুন ব্রাঞ্চটির শুভ উদ্বোধন এ মাসেই হতে যাচ্ছে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, এর উদ্বোধন এবং সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির অপর তিন পার্টনার যথাক্রমে সাবরিনা খান, আতিক ইকবাল ও আইরিন সাদিয়া উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে রকি আলিয়ান বলেন, আমাদের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন মিডিয়ার সহযোগিতা পূর্বেও ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের সাথে নিজেদের শ্রম ও সততা, কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতাসহ সকল শুভ ইচ্ছার সমন্বয়ে স্টার ফার্নিচারের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে- এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। 'প্রচারেই প্রসার' এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবসা পরিচালনা ও অগ্রগতিতে একটি বাস্তব সত্য। সে গুরুদায়িত্বটি আপনারা প্রতিনিয়তই পালন করে যাচ্ছেন বলে আবারো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে থাকার কারণে ষ্টার ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই দুলাল হোসাইন মাল আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে পারেন নি। আমাদের অর্থ, শ্রম ও উদ্যোমী প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে। স্বল্প মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং ম্যাট্রেস সবার বাসায় পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য।

রকি আলিয়ান বলেন, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী স্টার ফার্নিচারের আরো একটি শাখা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। ব্যাপক বাঙালী অধ্যুষিত ব্রুকলীনের এবং ওজন পার্কের সীমারেখায় এই শাখাটি অবস্থিত (ঠিকানা: 1177 LIBERTY AVENUE, BROOKLYN, NY 11208)। এই শাখাটি নিউইয়র্ক সিটিতে স্টার ফার্নিচারের ৫ম শাখা হতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে আমরা অনেক কাছের মানুষদের হারিয়েছি। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাসহ নানা কারণে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা আরো এগিয়ে যাবো। কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাবো সততার সাথে। নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে ষ্টার ফার্নিচার বাংলাদেশী ক্রেতাদের সর্ব সময় ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে আসছে। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিটি শাখায়ই ফাইন্যান্সিইং এর সুযোগ রাখা হয়েছে। ক্রেতারা চাইলে ফোনেও অর্ডার করার ও সুযোগ রয়েছে। আমরা ঈদ সেল, ট্যাক্স রিফান্ডসহ বিভিন্ন দিবসে 'বিশেষ সেল' অফার দিয়ে আসছি। ন্যূনতম মূল্যে গুণগত মানের ফার্নিচার এবং ম্যাট্রেস পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের নিজ বাসায় কিংবা বাড়িতে।

নতুন শাখার উদ্বোধন উপলক্ষেও থাকবে বিশেষ অফার-

- প্রতিটি ফার্নিচার ও ম্যাট্রেসেই থাকবে ২০% ছাড়।
- নিউইয়র্কের যেকোনো স্থানে, যেকোনো পণ্যের জন্যই ফ্রি ডেলিভারির সুযোগ। (যেকোনো এমাউন্ট হতে পারে)
- এবং প্রতিজন ক্রেতার জন্যই থাকবে বিশেষ উপহার।

আর এই প্রচারটুকুও আমরা চাই প্রতিবারের মতো এবার ও আপনাদের মাধ্যমে হোক।

রকি আলিয়ান বলেন, নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে আমাদের শাখাগুলো যথাক্রমে-

(১) ৭৮-১৪ রোজভেল্ট এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস।

(২)১৯৩৫ ওয়েশচেস্টার এভিনিউ, ব্রঙ্কসস (পার্কচেস্টার)।

(৩) ৩৫৮ ইস্ট ২০৪ স্ট্রিট, নর্থ ব্রঙ্কস।

(৪) ১১৬-১৩ জ্যামাইকা এভিনিউ, রিচমন্ড হিল। এবং

(৫) ৫ম শাখা অর্থাৎ, ১১৭৭ লিবার্টি এভিনিউস্থ নতুন ব্রাঞ্চটির শুভ উদ্বোধন এ মাসেই হতে যাচ্ছে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, এর উদ্বোধন এবং সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩



অমর একুশে

বাংলাদেশের অর্জনের দিন

আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য



ঢোল: শফিক

সাউণ্ড : আরিফুজ্জামান
পিংক নয়েজ

কী বোর্ড : মাসুদ, ড্রামস : তুষার, লিড গিটার : বিদ্যুৎ, বেজ গিটার, বেজ গিটার : আকাশ।

এস আই টুটুল



টনি ডায়েস | প্রিয়া ডায়েস | ঋতাজা ব্যনার্জি | কানিজ দীপ্তি

উপস্থাপনা
সোনিয়া

Multinational Performance



Sociedad Molas de Panama

Johana Gonzalez PANAMA

Shantal Murril PERU

Karol Mendez DOMINICAN REPUBLIC



বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও
৬৪৬-৬৭৯-০৯৬৬
netlake111@gmail.com
বাংলা সিভিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

“ নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান, অস্তিত্বের মর্যাদা
মানুষ মানুষের জন্য দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য
মানুষের জন্য দরদী সেবা, আমাদের অঙ্গীকার
বাঙালির জন্য বাঙালির সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
সবকিছুর শুরু ও শেষ, বাংলাদেশ
পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া কোনো যত্ন নেই ”

জয় বাংলা
জয় বাংলাদেশ

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA COPAP

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

সাহিত্য সাময়িকী

মুখরিত লিরিক
আশরাফ মীর

আমাদের অদেখার চাহনি
কতোদিন একাকী লাজুক কোলাহল
কতোদিন নিভৃত অনুরণন
মায়াময় উদযাপন
কতোদিন চিত্রময় আনন্দ
কতোদিন মুখরিত লিরিক
কতোদিন অপরাহ্নের অভিমান, মাধুর্য মোহ।

সেইসব মধুর আমন্ত্রণ
আমাদের ভুলে যাওয়া পুনর্মিলন
নির্জন সঙ্গসুখ মধ্যবিত্ত প্রেমে
আরণ্যক
প্রাচুর্যের রাঙা কুড়ানো ভোর
বকুল কুড়ানো ভোরের কুশল।

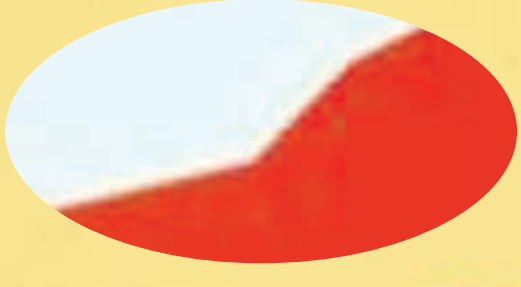
এতো মগ্নতা, এতো মধুরিমা বিনয়ী আহ্বান
নিবিড় সখ্য মায়াবী আলিঙ্গন
মুখোশহীন জীবনের মোহময়ী ঘ্রাণ।

কানপেতে শুনি সবুজের আকুলতা
মেঘ বলে কোথায় থাক, কোন সুদূরে!
এইযে তোমায় ডাকি!!

অনুক্রম
ঝুটন দত্ত

এই অদ্ভুত সন্ধ্যায় নিজেকে বড্ড অচেনা লাগে;
এইসব শীতল দিনে ফুলের স্পর্শ বা গন্ধ নেই কোথাও,
দিন ফুরিয়ে গেলেও বৈকালিক রোদের চাদরে এতটুকু উষ্ণতা জমা নেই।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাথর শিয়রে ঘুমিয়ে আছে অনাদি কালের রাত,
তবুও সকাল হয়, মরা নদী ডেকে যায়।



মৃত্যু বিলাস
আতাউর রহমান মিলাদ

স্বভাবেই ওড়া ছিলো, জন্ম সুবাদে
ছিলো পর্যাপ্ত বিদ্যাও
জানা ছিলো পথ, বহুদুর উড়ে যাবার

শখ হলো শোভা বর্ধনের, ডানায়
যোগ হতে থাকে পালক
নানা রঙের নানা জাতের
ভারী হতে থাকে ডানা
অন্যের পালকের ভারে-

তারপর, একদিন
হারিয়ে ফেলে বহন ক্ষমতা
আকাশে মেলে ধরার শক্তি ও সাহস

ডানা, রাখেনা ধরে শরীরের ভার
ভরহীন সময় কাড়ে ধুতুরার প্রাণ

কতোদূর নিয়ে যাবে
বহ্নি কুসুম

কতোদূর নিয়ে যাবে তুমি?
চলতে চলতে নিভে যাবে আমারও
দেহবাতি। কত বিবাগী সংসার হারা
এলোকেশী ছন্নছাড়া ভবঘুরে কত,
উন্মাদ সন্যাসী-সন্তান বা পিতা হারা
সর্বহারা কত,
এই পথে হয়েছে বিলীন।
আমিও এসেছি ফেলে, ছিল
শুধু যা কিছু আমার বোলে।
আজ দুহাতে এনেছি দ্যাখো
জেগে থাকার একলা রাতের প্রহর।

দাবানলে পোড়া স্বপ্ন আমার
বুক ফাটা মরুর দুপুর
আমার জীবন ঘেরা
বেপরোয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা, আর
বিষণ্ন গোধূলিবেলা।
তোমার বুকেই সঁপেছি যে আমি
যা ছিল আমার।

আর কতোদূর!
নিয়ে যাবে তুমি?
আমার দিকেই পায়ে পায়ে
এগিয়ে আসছে মৃত্যুধ্বনি।

বিজয় এবং মুক্তি
আনোয়ার কামাল

এইতো সেদিন দেখতে দেখতে
ছেলেটি যুদ্ধজয়ের মতো বেড়ে উঠেছে
জীবনের রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলে
ফেরি করে নৈঃশব্দের সোনালি আলো

আজ তাকে ভালোবেসে বুকের অলিন্দে
স্থান করে দাও। জীবনের সবটুকু আবেগ
তুলে দাও তার হাতে- মাটি আর মানুষের
ভালোবাসায় জীবনের সবুজ জমিনে রক্তিম
স্বপ্নের বীজ; অঙ্কুরিত হোক আপন আলোয়।



কষ্টগুলো নষ্ট খোঁজে
তুহীন বিশ্বাস

ছোট ছোট ব্যথাগুলো জমাট বাঁধে;
যন্ত্রণার পাহাড়ে অনুপস্থিত ঝর্ণা
মস্তিষ্কের নিউরন ক্রমশ অকেজো
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হস্ত চেপে ধরে সুখ।

কষ্টগুলো নষ্ট খোঁজে অস্তিত্ব স্থাপনে;
দিগভ্রান্ত উন্মাদনা অষ্টপ্রহর স্থায়ীত্ব
অধরা স্বপ্নগুলো পর্যবসিত কফিনে
বেহায়া জীবনে নির্লজ্জতার আশ্রয়!

ধর্ম আর সংবিধান রুখে দেয় হনন
বাস্তবতা পিষে বেঁচে থাকার মনন।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

সালমান শাহর মৃত্যু নিয়ে নির্মিত ‘বুকের ভেতর আগুন’ নির্মাণ বন্ধ চেয়ে থানায় জিডি



বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল এক নক্ষত্র সালমান শাহর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফরম হইচইয়ের জন্য তানিম রহমান অংশু নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘বুকের ভেতর আগুন’ নির্মাণ বন্ধ চেয়ে থানায় জিডি করেছেন সালমান শাহর মামা আলমগীর কুমকুম। গত ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানায় তিনি এ জিডি করেন।

জিডিতে বলা হয়, আমার ভাগ্নে সালমান শাহকে মৃত অবস্থায় তার বাসায় পাওয়া যায়। তার মৃত্যু রহস্য নিয়ে মামলা এখনো চলমান রয়েছে। এর মধ্যেই ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফরম হইচইয়ের জন্য তানিম রহমান অংশু নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘বুকের ভেতর আগুন’ নির্মাণ করছেন, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মি-ডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।

জিডিতে আরও বলা হয়, যেহেতু সালমান শাহর মৃত্যু রহস্য নিয়ে মামলা চলমান, সেহেতু আমি এ ধরনের ওয়েব সিরিজ তৈরিতে আমি লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেছি। তার রহস্যজনক মৃত্যুকে একটি মহল ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা বলে প্রচার করছে।

এ বিষয়ে সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী লন্ডন থেকে ফোনে চ্যানেল-২৪ কে জানান, তিনি ‘বুকের ভেতর আগুন’ ওয়েব সিরিজটি নির্মাণ বন্ধ চান। সালমান শাহর মৃত্যু রহস্য নিয়ে একটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণ হচ্ছে এমন খবর পাওয়ার পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ ওয়েব নির্মাণ পুরো ঘটনাকে ভিন্œ খাতে নিতে করা হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

সরকারের কাছে নীলা চৌধুরী অনুরোধ জানান, এ ঘটনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন ওয়েব সিরিজটি নির্মাণ না হয়।

এর আগে ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়েব সিরিজ ‘বুকের ভেতর আগুন’ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে সালমান শাহর মামা আলমগীর কুমকুম সিলেট জজকোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মইনুল ইসলামের মাধ্যমে নির্মাতা অংশুকে একটি লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।

টালিউডে ফের বিয়ের সানাই



বিনোদন ডেস্ক: সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতে এরই মধ্যে চুপি চুপি সাতপাকে বাঁধা পড়লেন জি সারেগামাপাখ্যাত গায়ক দেবরূপ রাহা। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা দেবমিতা দের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন গায়ক। শিলিগুড়ির ছেলে দেবরূপ ইন্ডিয়ান আইডল ১২-র বিচারকদেরও নজর কেড়েছিলেন। যদিও সেরা ১৫-তে জাগয়া হয়নি।

কাকে বিয়ে করলেন দেবরূপ?

দেবরূপের পাত্রীও টালিউডের গানের জগতের পরিচিত নাম। দেবমিতা দের সঙ্গে চারহাত হলো এ গায়কের। দেবমিতা ও তার বোন সুস্মিতা জুটি বেঁধে গান করেন। তাদের ব্যান্ডের নাম ইন্ডিসাইস। জুটির বিয়েতে হাজির ছিলেন টালিউডের বেশ কিছু পরিচিত মুখের। অভিনেত্রী অলিভিয়া সরকারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী দেবমিতা। ছোটবেলার বন্ধুর বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনিও। দেবরূপ-দেবমিতার মালাবদলের ভিডিও ইনস্টাগ্রামে তুলে ধরেছেন অলিভিয়া, সেখানে রীতিমতো বরের কলার ধরে মালা পরাতে দেখা গেছে দেবমিতাকে। এই ভিডিও শেয়ার করে অলিভিয়া লেখেন– ‘মেয়েটা একটুও বড় হয়নি, শুধু বউ সেজেছে এই যা– এ রকমই আজব থাকিস, অনেক শুভেচ্ছা’।

‰বদিক মতে, বিয়ের পর্ব সেরেছেন দুজনে। কন্যাদান হয়নি, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ আর গানে গানে সাতপাক ঘুরেছেন দেবরূপ-দেবমিতা। দুই পরিবার ও কাছের বন্ধুদের উপস্থিতিতেই শুভ কাজটা সেরে ফেলেন দুজনে। বিয়ের দিন বাঙালি নয়, একটু গুজরাটি ছোঁয়া পাওয়া গেল কনের সাজে। লাল পাড় সাদা লেহেঙ্গা পরেছিলেন কনে, বরের পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি, চোস্তা আর কনের সঙ্গে ম্যাচিং লাল ওড়না।

তূণ-নীলেরও ঘনিষ্ঠ বান্ধবী দেবরূপ-দেবমিতা। যদিও বিয়ের আসরে নজরে আসেননি তারা। টালিপাড়ার এ মিউজিক্যাল জুটিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকেই।

সোনমের সিনেমা কিনতে চাচ্ছে না কেউ!

বিনোদন ডেস্ক: ২০১৯ সালে সোনম কাপুরের সর্বশেষ ‘দ্য জোয়া ফ্যাক্টর’ নামে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। এর পর দীর্ঘ বিরতিতে চলে যান তিনি। এরই মধ্যে গত বছর প্রথমবারের মতো মা হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– চলতি বছরই অভিনয়ে ফিরতে চান তিনি।

তবে মাতৃত্বকালীন বিরতি নেওয়ার আগে ‘ব্লাইন্ড’ নামে একটি সিনেমার শুটিং করেছিলেন তিনি। এটি মুক্তির মাধ্যমেই তার ফেরা সম্ভব ছিল। কিন্তু তার এ সিনেমাটি কিনতে আগ্রহ দেখায়নি কোনো ওটিটি প্ল্যাটফরম।

Ôব্লাইন্ড’ ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া একই নামের কোরীয় সিনেমার হিন্দি রিমেক এটি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে ছবিটির শুটিং শেষ হয়। ছবিতে এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোনম কাপুর।

কিছু দিন আগে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, শিগগিরই ওটিটি প্ল্যাটফরমে মুক্তি পাবে ছবিটি। কিন্তু নতুন খবর হলো– কোনো প্ল্যাটফরমই ছবিটি কিনতে আগ্রহ দেখায়নি।

বলিউড হাঙ্গামাকে ছবিটির সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, ওটিটি বিক্রির জন্য প্রযোজক ‘ব্লাইন্ড’-এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন ৪০ কোটি রুপি। মূলত এত বেশি দামের কারণেই ছবিটি কিনতে আগ্রহী হয়নি কেউ।

এর কারণস্বরূপ একটি সূত্র জানিয়েছে, আনন্দ আহুজাকে বিয়ের পর বেশিরভাগ সময় লন্ডনেই থেকেছেন সোনম কাপুর। দীর্ঘদিন বিটাউনে না থাকায় তারকা হিসেবে তার জনপ্রিয়তা কমেছে। এ ছাড়া ‘ব্লাইন্ড’ সিনেমায় সোনম ছাড়া তেমন চেনা কোনো তারকা নেই। ফলে এত দামে ছবিটি কিনতে চায় না কোনো প্ল্যাটফরমই।

বলিউড হাঙ্গামার প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনার সময় ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না দিয়ে সরাসরি ওটিটিতে ছবি মুক্তি দেওয়ার চল শুরু হয়। প্রযোজকরাও প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির ঝুঁকি না নিয়ে সরাসরি ওটিটি মুক্তি দিতে আগ্রহী হয়েছেন।

আমি ভাগ্যবান, খুব ভলো শ্বশুর-শাশুড়ি পেয়েছি : অপু বিশ্বাস



বিনোদন ডেস্ক: শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস ভালোবেসে বিয়ে করলেও কয়েক বছরের মাথায় ভেঙে যায় তাদের সংসার। আব্রাহাম খান জয় নামে ছয় বছর বয়সী তাদের একটি ছেলে রয়েছে। আব্রাহামের জন্মের দুই বছরের মাথায় বিচ্ছেদ হয় শাকিব-অপুর। বিচ্ছেদের এত দিন পর অপু বিশ্বাসের উপলব্ধি হয়েছে, আবেগের বশবর্তী হয়ে ওই সময় স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িকে নেতিবাচক কথা বলেছিলেন তিনি।

বইমেলা উপলক্ষে কলকাতায় গিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস। সফরের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যম আনন্দবাজারে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি। ‡সখানে এক প্রশ্নের জবাবে অপু বলেন, ‘অনেক সময় এমন কিছু বলে ফেলি, পরে তা শুধরে নেওয়ার জায়গা থাকে না। আমি তো চাইলেও সেটা মুছতে পারব না। আসলে যখন কথাগুলো বলেছিলাম, ওদের প্রতি রাগ ছিল, আমি একটু অবসাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ওদের (শাকিব খান ও তার পরিবার) কাছে ¶মা চাইতে চাই। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব ভালো মানুষ। আমি ভাগ্যবান তাদের পেয়েছি, আমার জীবনে মা-বাবার ঘাটতি পূরণ করছেন...।’

শাকিব ও অপু দুজনেই যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন সন্তান আব্রাহামের দেখভাল কে করেন- এমন প্রশ্নে অপু বিশ্বাস জানান, তারা না থাকলে জয়ের দেখাশোনা করেন তার ঠাকুমা, দাদু, পিসি। একটা সময় তাদের বিরুদ্ধেই অনেক অভিযোগ ছিল অপু বিশ্বাসের। কিন্তু এখন সেই ভুল বুঝতে পেরেছেন অপু। এখন তিনি তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে আগ্রহী।

জয়ের মা, নাকি শাকিবের স্ত্রী হওয়া কঠিন- এমন প্রশ্নের জবাবে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘অনেক বাধা পেরিয়ে মা হয়েছি। তাই মা হওয়াটা খুব কঠিন।’

তাহলে আপনার ও শাকিব খানের সম্পর্ক এখন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, আপনারা কি বিব-াহিত?

এ বিষয়ে অপু সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, সেটা এখনই বলছি না, উহ্য থাক। সময় এলে গণমাধ্যমকে জানাব। তবে আগের মতো ক্ষোভ রাখতে চাই না।

আনন্দবাজারের প্রশ্ন ছিল- বুবলির সন্তান আর আপনার ছেলে কি একসঙ্গেই বড় হচ্ছে শাকিবের বাড়িতে?

উত্তরে তিনি বলেন, আসলে সন্তান তো সন্তানই হয়। আমি নিজে মা হওয়ার পর থেকে উপলব্ধি করেছি পৃথিবীর সব সন্তানই আমার স্নেহের।

শাকিব খানের একের পর এক সম্পর্ক নিয়ে এত ধরনের গুঞ্জন, কেমন লাগে যখন শোনেন?

অপু বলেন, একজন সুপারস্টারকে নিয়ে যদি গুঞ্জন না হয়, তাহলে সে কিসের সুপারস্টার? এটা তার কৃতিত্ব, এখনো তাকে নিয়ে গুঞ্জন হয়, অন্যদের নিয়ে হয় না। নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে দু-একটা প্রেমের গুঞ্জন না থাকলে পর্দায় রোম্যান্স ফুটিয়ে তুলবেন কিভাবে! আমি সাধুবাদই জানাই।

রাখির মামলায় কারাগারে আদিল



বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের ‘ড্রামা কুইন’ রাখি সাওয়ান্তের মামলায় স্বামী আদিল খান দুরানির কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রাখির অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এর পর তাকে আদালতে তোলা হলে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে ১৪ দিনের কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আদিলের বিরুদ্ধে রাখি শারীরিক নির্যাতন, পরকীয়া, টাকা ও গহনা চুরি এবং পণ নেওয়ার মতো অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে আদিলকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। রাখির অভিযোগ, তার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গার্লফ্রেন্ড তনুর সঙ্গে থাকছিলেন আদিল।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাঁদতে দেখা যায় রাখিকে। রাখির দাদার দাবি– মায়ের মৃত্যুর দিন আদিল রাখির ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে, এমনকি তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছে।

পুলিশের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসে পরিচয় আদিল ও রাখির। এর পর একসঙ্গে একটি বিজনেস অ্যাকাউন্ট খোলেন দুজনে। পরে ২০২২ সালের জুন মাসে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ১.৫ কোটি টাকা তুলে নেন আদিল, নতুন গাড়ির কেনার নাম করে। রাখির আইনজীবী ফাল্গুনি ব্রহ্মভাট বলেন, তাদের পক্ষ থেকে আদিলকে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছিল, যদিও ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে বিচার বি-ভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছেন।



ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন বিশ্বকাপজয়ী ওজিল

স্পোর্টস ডেস্ক: যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে লাশের মিছিল বাড়ছেই। বর্তমানে ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমন সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে এসেছেন তুর্কি বংশোদ্ভূত সাবেক জার্মান তারকা ফুটবলার মেসুত ওজিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে একটি পোস্ট করেন ওজিল। ক্যাপশনে লেখেন- একসঙ্গে আমরা কঠিন সময়ে যেকোনো কিছুই অর্জন করতে পারি। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ওজিলের পূর্বপুরুষরা থাকতেন তুরস্কে। আর পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটিকে নিজের মনে করেন ওজিল। তবে তুর্কি প্রীতির জন্য কম কথা শুনতে হয়নি সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে। অসহায় মুসলমানদের পক্ষে সবসময় কথা বলতে দেখা যায় ওজিলকে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় তাকে জার্মান দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। তারপরও থেমে থাকেননি ওজিল। চালিয়ে গেছেন সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড। নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন মেসুত ওজিল। বারবার ইনজুরির কবলে পড়ায় তুরস্কের ক্লাব ইস্তানবুল বাসাখসেহিরির সঙ্গে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।

রিয়ালের জার্সিতে লা লিগা ও কোপা দেল রে জয়ের পর ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ওজিল। ৪৩ মিলিয়ন পাউন্ডে যোগ দেন আর্সেনালে। জার্মানির জার্সিতে ২০০৯-২০১৮ সাল পর্যন্ত খেলেন ওজিল। জার্মানির হয়ে ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।



স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতের মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা। তিনি প্রায়ই তার অনুরাগী এবং অনুসারীদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়বস্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে থাকেন। তার দেওয়া জীবন বিষয়ক পরামর্শ এবং ভিডিও পোস্টেগুলো মানুষের মুখে হাসি নিয়ে আসে।

মাহিন্দ্রা এবার ভারতের টেনিস সেনসেশন সানিয়া মির্জাকে নিয়ে একটি অনুপ্রেরণামূলক পোস্ট তার টুইটারে শেয়ার করেছেন। 'হ্যাশ মানডে মোটিভেশন'-এ তিনি পোস্টটি শেয়ার করেছেন, যেটি ইতোমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। তার পোস্টে সানিয়া মির্জার একটি ছবিও রয়েছে। ছবিতে সানিয়া লিখেছেন, 'প্রতিযোগিতা আমার রক্তে রয়েছে। আমি যখনই কোর্টে পা রাখি, আমি জিততে চাই। তা শেষ স্ল্যাম হোক বা শেষ মৌসুমই হোক।'

উল্লেখ্য, সানিয়া মির্জা সম্প্রতি পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুবাইতে অনুষ্ঠিত আগামী ডব্লিউ-টিএ-১০০০ টুর্নামেন্টের পরে টেনিস থেকে অবসর নেবেন তিনি। সম্প্রতি তিনি নারী টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা জানিয়েছেন। অবসরের কারণ হিসেবে তার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার কথাও বলেছেন তিনি। তার দাবি, বহুদিন ধরে কাফ মাসলের চোটের সমস্যায় ভুগছেন তিনি। সানিয়া এখন পর্যন্ত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়। তার ঝুলিতে ছয়টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস শিরোপা আছে। এ ছাড়া ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়া ওপেনে নারীদের ডাবলস শিরোপা জিতেন তিনি।

মাহিন্দ্রা তার টুইটের 'হ্যাশ মানডে মোটিভেশন'লিখেছেন, 'তিনি (সানিয়া মির্জা) যেভাবে ক্যারিয়ার শুরু করেছেন, সেভাবেই শেষ করেছেন। কাজের প্রতি সীমাহীন ক্ষুধা তার সফলতার চাবিকাঠি।

আনন্দের পোস্ট শেয়ার করার পর ৭৩ হাজার ভিউ এবং এক হাজারের বেশি লাইক পড়েছে। অনেক শিল্পপতি আনন্দের সঙ্গে একমত হয়েছেন এবং সানিয়াকে 'বিস্ময়কর খেলোয়াড়' বলেছেন।

একজন টুইট ব্যবহারকারী লিখেছেন,'সানিয়া একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তার দেশকে অনেক খ্যাতি দিয়েছেন এবং আমরা সবাই তার কৃতিত্বের তারিফ করি। তার জন্য শুভকামনা।'

দ্বিতীয় টুইট ব্যবহারকারী যোগ করেছেন, 'ফলাফল নির্বিশেষে আরও ভালো কর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের চালনা করে। এ কথা গীতাতেও উল্লেখ রয়েছে। সানিয়া মির্জা এবং আপনার (আনন্দ) এই কর্মের প্রতিকৃতি।'

অন্য এক টুইটার ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, 'তিনি দেখার মতো একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় ছিলেন! অলিম্পিকে তার প্রতিযোগিতা সবসময়ই মজাদার এবং বিনোদনমূলক ছিল। এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ডাবলসে তার দৌড় অনুকরণীয় ছিল। ভারতের সেরা ক্রীড়াবিদ।'

ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শেষ খেলেছিলেন যেখানে তিনি রোহন বোপান্নার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছিলেন। এই মাসে দুবাই টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ খেলার পর পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেবেন এই তারকা খেলোয়াড়।

নেপালকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

স্পোর্টস ডেস্ক: ফেভারিট হয়েই ফাইনালে নেমেছিল বাংলাদেশ। ম্যাচ জুড়েও শামসুন্নাহার জুনিয়ররা দেখালেন সেই দাপট। শুরুর জড়তা কাটিয়ে প্রথমার্ধেই দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর শেষ দিকে আসে আরেক গোল। নেপালকে কোণঠাসা করে বয়সভিত্তিক পর্যায়ে আরেকটি ট্রফি ঘরে তুলল গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারী) সাফ নারী অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। রাজধানীর কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের হয়ে গোল তিনটি করেন শাহেদা আক্তার রিপা, শামসুন্নাহার ও উন্নতি খাতুন।

এর আগে, বাংলাদেশ প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়েছিল। ৪২ মিনিটে শাহেদা আক্তার রিপা ও ৪৫ মিনিটে অধিনায়ক শামসুন্নাহার গোল করলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় স্বাগতিক মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ৩-০ করেছেন উন্নতি খাতুন।

বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে যে একাদশ নিয়ে খেলেছিল ফাইনালে সেই ১১ জনকেই বেছে নেন কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন। শুরু থেকে নেপালের ওপর চড়াও হয়ে খেলেও গোল পাচ্ছিল না বাংলাদেশের মেয়েরা।

দ্বিতীয় মিনিটেই আকলিমা খাতুন পেয়েছিলেন সহজ একটি সুযোগ। নেপালি গোলরক্ষক কবিতা বক্সের মাথায় এসে আক্রমণ ঠেকাতে এলে বল পেয়ে যান আকলিমা। ফাঁকা পোস্ট ছিল তখন। কিন্তু যে শট নিয়েছিলেন আকলিমা তা চলে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে।

১৮ মিনিটে অধিনায়ক শামসুন্নাহার বল নিয়ে ঢুকে ডান দিকে পাস দেন শাহেদা আক্তার রিপাকে। রিপা বক্সে ক্রস দেন আকলিমাকে। আকলিমা ফাঁকায় দাঁড়িয়েও বল রিসিভ করতে না পারলে সুযোগ নষ্ট হয় বাংলাদেশের।



৩৬ মিনিটে প্রথম সুযোগ তৈরি করেছিল নেপাল। তবে আমিশা কার্কি গড়ানো শট নিলে তা চলে যায় পোস্ট ঘেঁষে বাইরে। দ্বিতীয়ার্ধে নেপাল উঠে খেলার চেষ্টা করে। মাঝমাঠে বাংলাদেশের যে প্রাধান্য ছিল তাতে ভাগ বসিয়ে বেশ কয়েবার রক্ষণ ভাঙার চেষ্টাও করে তারা। তবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা সে সুযোগ দেননি।

দুই গোলে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার। শাহেদ আক্তার রিপা, শামসুন্নাহার জুনিয়ররা একটু দূর থেকে শট নিয়ে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করেছেন। তবে তাদের নেওয়া শটগুলো গোলে পরিণত হওয়ার মতো ছিল না। ৮৭ মিনিটে তৃতীয় গোল পায় বাংলাদেশ। রিপার ফ্রিকিক থেকে গোল করেন উন্নতি খাতুন।

নেপাল ব্যবধান কমানোর দারুণ এক সুযোগ পেয়েছিল ৮০ মিনিটে। আমিশা কার্কির গড়ানো শট ডান দিকে ঝাপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক রূপনা চাকমা।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যবধান বাড়ে ৮৭ মিনিটে। ৩-০ গোলে জিতে বাংলাদেশের মেয়েরা বয়সভিত্তিক সাফে আরও একটি সাফল্য নিয়ে ঘরে ফেরে। এ নিয়ে বয়সভিত্তিক সাফে বাংলাদেশ চতুর্থ শিরোপা জিতলো।

বাংলাদেশ একাদশ: রূপনা চাকমা, শামসুন্নাহার, নাসরিন আক্তার, সুরমা জান্নাত, আফিদা খন্দকার, সোহাগী কিসকু, স্বপ্না রানী, মাহফুজা খাতুন (উন্নতি খাতুন), শাহেদ আক্তার রিপা, আকলিমা খাতুন (আইরিন খাতুন) ও ইতি খাতুন।



জনপ্রতিনিধি হয়েও নারীর নিস্তার নাই

॥ খুশী কবির ॥

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে নারী ইউপি সদস্যকে জুতাপেটা হতে হয়েছে- সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ঘটনাটি দেখার পর থেকে একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছি। এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা?

জানা যায়, গত ২ ফেব্রুয়ারি উচাখিলা ইউনিয়ন পরিষদে সদস্যদের নিয়ে সরকারি একটি প্রকল্পের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বৈঠকে বসেন চেয়ারম্যান আনোয়ারুল হাসান খান সেলিম। সভায় চেয়ারম্যান নিজে ৫০ শতাংশ ও মেম্বারদের ৫০ শতাংশ টাকা দিতে চান। কিন্তু মেম্বাররা ৭০ শতাংশ দাবি করলে চেয়ারম্যান রাজি হননি। ওই সময় ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রোকসানা আক্তার প্রতিবাদ করলে চেয়ারম্যান তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে নারী সদস্যকে মারধর করেন চেয়ারম্যান।

একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যখন আরেকজন জনপ্রতিনিধির গায়ে হাত তোলে, তখন বুঝতে হবে সেখানে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। আর তা যদি হয় নারী জনপ্রতিনিধির গায়ে হাত তোলা, তাহলে নিন্দা কী বলব, সে ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না। এ ধরনের ঘটনা সমাজের জন্য ভালো বার্তা দেয় না। আমাদের সমাজে যে পচন ধরেছে, এর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে একজন পুরুষ জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তাঁর নারী সহকর্মীর গায়ে হাত তোলা। এ ধরনের গুন্ডামি করার জন্য জনগণ ভোট দিয়ে কাউকে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেনি। বস্তুত কোনো নাগরিকই আরেকজন নাগরিকের শরীরে আঘাত করতে পারে না। সেখানে জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধি হলে তাঁদের আরও পরীক্ষিত হতে হয়। কারণ, তাঁদের আচরণ থেকে স্থানীয়রা শিক্ষা নেন। তাঁরা যদি অপরাধপ্রবণ হন তাহলে ভোটাররা তথা সেবাপ্রত্যাশীরা হতাশা ছাড়া আর কী আশা করতে পারেন! আমরা দেখছি, নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেও হয়রানি ঠেকানো যাচ্ছে না।

এটাও মনে রাখতে হবে- ময়মনসিংহে নারী সদস্যকে যেভাবে মারধর করা হয়েছে তা সারাদেশে নারী জনপ্রতিনিধি হেনস্তার খণ্ডচিত্র। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনে নারী জনপ্রতিনিধি নিশ্চিত করা হলেও তাঁরা যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কাছে দুর্বল- এর উদাহরণ ময়মনসিংহের ঘটনা। শুধু আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঠেকানো যাবে না। বিচার করে শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেলে অন্য অপরাধীরা সতর্ক হবে। প্রশিক্ষণের প্রতিও জোর দিতে হবে। বিশেষত পুরুষ সহকর্মীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। না হলে পচনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না।



ঈশ্বরগঞ্জের ঘটনায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, এমন একটি খবরও সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। ঘটনার এক দিন পর ৪ ফেব্রুয়ারি ঈশ্বরগঞ্জ থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারী ইউপি সদস্য। তাঁকেই কেন মামলা করতে হবে? উচিত ছিল প্রশাসনেরই স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা করা।

যা হোক, যখন এ নিবন্ধ লিখছি তখন পর্যন্ত ময়মনসিংহে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সংবাদমাধ্যমে দেখেছি, পুলিশ বলছে, আসামি পলাতক। একজন নারীর গায়ে হাত তুলে জঘন্য অপরাধ করেও তিনি এভাবে পালিয়ে থাকতে পারছেন মানে, সমাজের একটি অংশ তাঁকে সহায়তা করছে। আর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে এত সময় লাগবে কেন? সংশ্লিষ্টরা কি যথেষ্ট আন্তরিক?

আসলে এসব অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনতে থানা পুলিশ শক্ত অবস্থান নিতে পারে, আবার নাও নিতে পারে। ময়মনসিংহের ওই চেয়ারম্যানের ব্যাপারে কী হবে, আমি জানি না। তবে চেয়ারম্যান যদি প্রভাবশালী হন তাহলে এসব আইনি বা প্রশাসনিক ঝামেলা তিনি মিটিয়ে ফেলতে পারেন। আর যদি তুলনামূলক কম প্রভাবশালী হন তাহলে আইনের আওতায় আনা যেতে পারে। বিষয়টি আরও বেশি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট থানার ওসির ওপর। অর্থাৎ ওসি যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন, সৎ ও সাহসী হন, তাহলে অভিযুক্ত যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তাঁকে আইনের আওতায় আসতে হবে। আর ওসি যদি এর উল্টো হন তাহলে কী হতে পারে তা সবারই কমবেশি জানা। আসলে আমাদের পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা দরকার। এ রকম অভিযোগ আসার পর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে তদন্ত করা জরুরি। না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলেও মাঝেমধ্যে পুরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী সহকর্মী হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতেও নারী প্রতিনিধি পুরুষ প্রতিনিধির রোষানলে পড়ে থাকতে পারেন। এসব বিষয়েও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। নারীর প্রতি পুরুষের রোষানলের সংস্কৃতি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো পুরুষ সহকর্মীর নারীকে সমমানের মানতে কষ্ট হয়। নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাদের বেশি মারমুখী হতে দেখা যায়। ময়মনসিংহে ওই ইউপি চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পোষণ করেছেন ভিন্নমত পুরুষ জনপ্রতিনিধিরাও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নারী সদস্যের দিকেই মারমুখী হয়েছেন চেয়ারম্যান।

মতের ভিন্নতা থাকতেই পারে। এসব নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তা কখনোই মারামারি বা গালাগালে রূপ পেতে পারে না। জাতীয় সংসদে বিতর্ক হয়। ইউনিয়ন পরিষদ তো স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সংসদের মতোই। এখানে সদস্যরা ভিন্নমত পোষণ করবেন। চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত তাঁদের পছন্দ না হলে আপত্তি দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। চেয়ারম্যান যুক্তি দিয়ে বাস্তবতা তুলে ধরবেন। তিনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা আঘাত করার অধিকার রাখেন না। ভাগবাটোয়ারা করে নিজেদের ভাগ্য বদলকারীদের দিয়ে জনগণের উপকার হয় না। দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াই উত্তম। তার আগে জরুরি- গায়ে হাত তোলার মতো ফৌজদারি অপরাধের বিচার করা।

প্রসঙ্গত বলি, সংরক্ষিতের মধ্যে আটকে না থেকে নারীদের আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা দরকার। রাজনৈতিক দলে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা দরকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সদিচ্ছার অভাবে এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কেউ কেউ বলেন, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না যাওয়ায় এটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। আমি তো দেখি, পুরুষের তুলনায় কোনো কোনো নারী ভালো করছেন। নারীদের মধ্যে মাস্তানির প্রবণতা কম। স্থানীয় সরকারে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এমন অনেক নারী নির্বাচিত হয়েছেন, যাঁরা কোনো কোনো সংসদ সদস্যের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ও সক্রিয়। আসলে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবেই ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত হচ্ছে না। যদি রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকত তাহলে এটি উপেক্ষিত থাকতে পারত না।

মনে রাখা জরুরি- নারীদের উপেক্ষা করে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করলেই হবে না। সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বক্ষেত্রে তাঁদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

খুশী কবির: সমন্বয়ক, নিজেরা করি

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ফের আলোচনায় শচীনকন্যা সারা

স্পোর্টস ডেস্ক: কখনো দারুণ পোশাক পরে ছবি পোস্ট করে, আবার কখনো ঘুরতে গিয়ে ছবি তুলে। খবরের পাতায় থাকেন শচীনকন্যা সারা টেন্ডুলকার। তবে এবার আলোচনায় আছেন তুচ্ছ ও হাস্যকর একটি বিষয়ে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএলে) যতগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্যান বেস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সোশ্যাল মিডিয়াতে দারুণ জনপ্রিয় বিরাট কোহলির দল। তবে এবার ভুল করে কোহলির দলের নাম নেওয়ায় ভাইরাল সারা টেন্ডুলকারের পোস্ট।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি ছবিতে সারা ভুল করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের নাম লেখেন এরপরই বিষয়টি নিয়ে হাসির রোল পড়ে যায়। পরে ক্ষমা চেয়ে সারা বলেন, আমি ভুল করে আরবিসির জায়গায় আরসিবি লিখে ফেলি। নেটিজেনদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন হয়তো কোহলির দলকে পছন্দ করেন বলেই এমন পোস্ট সারার।

তবে ঘটনা কিন্তু তা নয়। পছন্দ তো দূরে থাক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনুসরণও করেন না সারা। আইপিএলে সবসময় মুম্বাইয়ের জার্সিতেই খেলেছেন বাবা শচীন। এখন তিনি দলটির মেন্টরের ভূমিকায় রয়েছেন। গত দুই বছর ধরে ভাই অর্জুন টেন্ডুলকারও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে খেলছেন। আর মুম্বাইয়ের হয়ে উল্লাসও করতে দেখা যায় সারাকে।

জানা গেছে, শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে নাকি প্রেমে মজেছেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার শুভমান গিল। এমন একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায়। এমনকি গুগল সার্চেও শুভমান গিলের ওয়াইফ কে? লিখে সার্চ করলে সারা টেন্ডুলকারে নাম ভেসে উঠতে দেখা যায়। যদিও এ বিষয় নিয়ে সারা কিংবা শুভমানের কেউই কোনো মন্তব্য করেননি।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্ভীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণ

বিভক্ত ইউএস কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান বাইডেনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্সির গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই ভাষণ এমনভাবে দিলেন যেন তিনি নতুন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এবং প্রথমবারের মতো রিপাবিলকানদের দখলে থাকা কংগ্রেসের একটি কক্ষের বিষয়ে মোকাবিলা করছেন। তীব্রভাবে বিভক্ত কংগ্রেসে তিনি ভাষণ দিয়েছেন। তা শুনেছেন লাখ লাখ আমেরিকান সহ বিশ্ববাসী। তাঁর ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ‘ক্ষতবিক্ষত’ হলেও এখনও ‘অটুট’ রয়েছে বলে জানান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার (৭ ফেব্রুয়ারী) রাতে আমেরিকানদের উদ্দেশে ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। ‘স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে’ বাইডেন তাঁর বিরোধী রিপাবলিকানদের প্রতি ‘ব্লু কলার’ অর্থনীতি গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন এদিন রাত ৯টার দিকে তাঁর ‘স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণ’ শুরু করেন এবং প্রায় সোয়া এক ঘন্টার মতো অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। এসময় হাউজ স্পীকার কেভিন ম্যাকার্থী ছাড়াও ভাইস প্রেসিডেন্ট কামলা হারিস, ইউএস সিনেটের লীডার চাক শুম্যার, কংগ্রেসে মাইনোরিটি লীডার হাকিম জ্যাফরিজ সহ যৌথ হাউজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভাষণের সময় মাঝে মধ্যেই দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে স্বাগত জানান। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (৮০) তাঁর ভাষণে খুব শিগগীরই আমেরিকার আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেবেন। বাইডেন পূর্ণ কংগ্রেস এবং লাখ লাখ টেলিভিশন দর্শকদের সামনে ভাষণে তার উদার ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি ২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেয়ার তার পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পর গণতন্ত্র সবচেয়ে বড়ো ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে। তবে বাইডেন বলেন, ‘আজকে আমাদের গণতন্ত্র অনবরত এবং অটুট রয়েছে।’

জো বাইডেন আরও বলেন, গত চার দশকে অর্থনৈতিক উত্থানের মধ্যেও বহু লোককে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যেন তারা অদৃশ্য। তীব্র রাজনৈতিক বিভাজনের প্রেক্ষিতে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রিপাবলিকনদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ দেশ গড়ার আহ্বান জানান বাইডেন।

হোয়াইট হাউসের ঘোষণায় বলা হয়েছে, ইউনিয়ন স্টেট ভাষণ অনুষ্ঠানে ফাস্ট লেডি জিল বাইডেন, ইউক্রেনের দূত ওকসানা মারকারোভা এবং রক ব্যান্ডের স্টার ও এইচআইভি/এইডস প্রচারক বোনো অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

বিবিসি’র খবরে বলা হয়েছে: রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ইউএস কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট তাঁর বার্ষিক স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে এই আহ্বান জানান। ভাষণে বাইডেন তাঁর প্রশাসনের নানা অর্জন-সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলেন। বাইডেনের এই ভাষণকে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার নকশাপরিকল্পনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি শিগগির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।



প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর ভাষণে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। পাবলিক স্কুলে শিক্ষক বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। পুলিশ সংস্কারের আহ্বানও জানিয়েছেন বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রে নির্বিচারে গুলি নিয়েও কথা বলেছেন বাইডেন। তিনি দেশে অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষিদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

জো বাইডেন বলেছেন, একবারের জন্য, সব জন্য এই অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হোক। যুক্তরাষ্ট্র আগেও এই কাজ করেছে। তখন সুফল পাওয়া গিয়েছিল। নির্বিচারে গুলির ঘটনা কমে এসেছিল।

বাইডেন বলেছেন, তিনি চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকে এই বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বেইজিংয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটন প্রতিযোগিতা চায়। কোনো সংঘাত চায় না। চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর প্রশংসা করেছেন বাইডেন। ইউক্রেনে রুশ হামলার মুখে এই জোট যে শক্তি দেখিয়েছে, তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বাইডেন বলেন, ‘আমরা ন্যাটোকে ঐক্যবদ্ধ করেছি। একটি বৈশ্বিক জোট তৈরি করেছি। আমরা পুতিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আমরা ইউক্রেনের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি।’

জলবায়ু সংকটকে অস্তিত্বের জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেন বাইডেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপদের বাস্তবতা মানতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কিছু করার আছে।

ভাষণে তিনি বলেছেন, আমেরিকা ফার্স্ট। পররাষ্ট্রনীতি লাস্ট। অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতির আগে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে যুক্তরাষ্ট্র। সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চীনের নজরদারি বেলুন ছিল বিশাল এক খবর। কিন্তু এ বিষয়টি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভাষণে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষণের শেষ তৃতীয়াংশের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, গত সপ্তাহে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি যে, যদি চীন আমাদের সার্বভৌমত্বে হুমকি হয়, আমরাও আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে ব্যবস্থা নেবো এবং সেটাই করেছি। বেলুন নিয়ে তার মন্তব্য এতটুকুই ছিল। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি যা বলেছেন তার বেশির ভাগই ছিল গত বছরের। বিশেষ করে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূততে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। গ্যালারিতে বসিয়েছেন। ইউক্রেনের জন্য মিত্রদের সমর্থন জড়ো করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের জন্য নতুন করে সাহায্যের জন্য কোনো আহ্বান জানাননি তিনি। অতি সম্প্রতি তুরস্ক ও সিরিয়ায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে এবং এতে যে মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে- সে বিষয়ে তিনি কিছু উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি আভ্যন্তরীণ উদ্বেগের দিকে অধিক জোর দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বাইডেনের দ্বিতীয় দফায় প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে এবিসি নিউজ ও ওয়াশিংটন পোস্টের এক জনমত জরিপে দেখা গেছে ৫৮ শতাংশ ডেমোক্রেট এবং ডেমোক্রেটপন্থী স্বতন্ত্ররা বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্যে দলটির অন্য কাউকে খুঁজে নেওয়া উচিত।

জনমত জরিপ অনুযায়ী আমেরিকানরা যে বিষয়ে পরোয়া করে তা হলো অর্থনীতি। তারা এখনও বিশ্বাস করে, দেশ এখনও লড়াই করছে। যদি দেশ পিছনে দিকে ঘুরে দাঁড়ায় তাহলেও তারা তা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। তাদের মানসিকতা বদলে দেয়ার উত্তম চেষ্টা ছিল বাইডেনের ভাষণে। এর মধ্য দিয়ে তিনি আবার নির্বাচনের সুযোগ খুঁজে থাকতে পারেন। তিনি রেকর্ড কম বেকারত্বের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিদ্যুতের উচ্চমূল্য এখন নিম্নমুখী। এই কারণগুলোর জন্য গত দেড় বছরে প্রেসিডেন্টের এপ্রুভাল রেটিং কমেছে।

রিপাবলিকানদের সঙ্গে তিনি চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করতে চান। স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে জো বাইডেনের বিপরীতে ছিলেন রিপাবলিকানদের নতুন মুখ কেভিন ম্যাকার্থি। তিনি প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলের স্পিকার। রিপাবলিকানদের আয়ত্তে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেটুকু চেষ্টা করেছেন সুষ্ঠুভাবে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি তাকে সহায়তা করেছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com





৭৩ স্ট্রিটের নাম ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’

(প্রথম পাতার পর)

আমন্ত্রণে ৭১-১০ রুজভেল্ট এভিনিউ-এ জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শনকালে তিনি এই ঘোষণা দেন। জানান, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তিনি এসময় বাংলাদেশী ও এশিয়ার মুসলিম সমাজের জন্য আন্তরিক পদক্ষেপের কথা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন। এসময় মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জুম্মাহর নামাজের মুসুল্লিরা উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে শিগিগরিই আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বাংলাদেশ ওয়ে’ ঘোষণার কথা এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল ধরণের বৈরিতা ও বৈষম্য নিরসন এবং সন্ত্রাস দমনে নেয়া পদক্ষেপের কথাও জানান। পাশাপাশি তিনি সরকারি স্কুলে হালাল খাবার সরবরাহ এবং কোভিড ১৯ থেকে সুরক্ষায় বিভিন্ন নিরাপত্তা উপকরণ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন।

ফজরের নামাজের সময়ে রুজভেল্ট এভিনিউ এবং ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৭৩ স্ট্রিট পর্যন্ত এলাকায় আক্রমণ ও হামলা বন্ধ করতে পুলিশী নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানানো হয় কাউন্সিলম্যানের কাছে। তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক শহরের ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকার পর দুটি এলাকায় লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ নামকরণের পর এবার ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ বা ‘বাংলাদেশ ওয়ে’ নামে একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব উঠেছে। জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র ৭৩ স্ট্রিটটি ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ নামকরণের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। গত ৩১ জানুয়ারী মঙ্গলবার সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান সিটি কাউন্সিলের কমিটি অন পার্কসের শুনানিতে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কাউন্সিলম্যান শেখর বলেন, বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রিটের নামকরণ ‘বাংলাদেশ স্ট্রিট’ করার মধ্য দিয়ে জ্যাকসন হাইটসের উন্নয়নে বাংলাদেশিদের বিশাল অবদানের স্বীকৃতি জানাতে চাই। তার সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলম্যান কার্যালয়ের নির্বাহী শামীমা রহমান।

নিউইয়র্ক সিটিতে ১৫ ঘণ্টায় ১২ জন গুলিবিদ্ধ : নিহত ২

(প্রথম পাতার পর)

লোক দুর্বৃত্তের হাতে গুলিবিদ্ধ এবং দু’জন মারা গেছে। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জানায়, এরমধ্যে ব্রঙ্কসে ছয়জন, ব্রুকলীনের কনি আইল্যান্ডে চারজন, ম্যানহাটনে একজন এবং কুইন্সে একজনকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এদিকে ব্রঙ্কসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় দুই ব্যক্তি।

নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম জেরেমিয়া স্মিথ, বয়স ২৪। বুকে গুলিবিদ্ধ স্মিথ সেন্ট বার্নাবাস হাসপাতালে মারা যান। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সালভাতোর রিভেরা (৫১) কে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যা, হামলা এবং অস্ত্র রাখার অভিযোগ এনেছে। উল্লেখিত গুলির ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৫ টার দিকে পুলিশ ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকার গুয়েরলেন স্ট্রিটের কাছে হোয়াইট প্লেইনস রোডে ২৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে। পরবর্তীতে দ্রুত তাকে জ্যাকোবি হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

অনির্বাচিত সরকারের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই

(প্রথম পাতার পর)

হচ্ছে, আতঙ্কের নাম। যারা অনির্বাচিত সরকারের কথা বলছে, তারা দেশ ও জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে চায়। অনির্বাচিত সরকার জনগণ মেনে নেবে না। অনির্বাচিত সরকার ফিরে আসবে না। অনির্বাচিত সরকারের স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। যারা অনির্বাচিত সরকার চান, তারা এই দুঃস্বপ্ন বাদ দিয়ে সরকারে আসতে চাইলে নির্বাচনে আসুন। এ জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করুন।

বৃহস্পতিবার একাদশ জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সংসদ নেতা শেখ হাসিনা আরও বলেন, অনির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে যাদের ক্ষমতায় আসার ইচ্ছা, তাদের বলব, রাজনীতি করেন, জনগণের কাছে যান। জনগণের ভোট নেন, ক্ষমতায় আসেন। কোনো আপত্তি নেই। জনগণ যাদের ভোট দেবে তারাই ক্ষমতায় আসবে, এটাই বাস্তবতা।

আওয়ামী লীগ সরকার ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন যে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়, সেটা তো আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। রংপুরের মেয়র নির্বাচনে আপনারা দেখেছেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে, আমরা মেনে নিয়েছি। এখানে উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা ছয়জন সংসদ সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। এই উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদ নেতা বলেন, উপনির্বাচন নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেনি। আগামীতেও কেউ নির্বাচন নিয়ে কোনো কথা বলার বা সমালোচনার সুযোগ পাবে না। আমরা আজ ক্ষমতায় আছি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, মানুষের ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য আমরাই সংগ্রাম করেছি। ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছয়টি উপ-নির্বাচন নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছয়টি উপ-নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলেও নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করার সক্ষমতা রাখে।

তিনি বলেন, অনেকেই বলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। তাই এখানে নাকি অনির্বাচিত সরকার আনতে হবে। আমার প্রশ্ন, এই যে ছয়টি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, এই নির্বাচন সম্পর্কে কেউ তো একটি কথাও বলতে পারেনি।

শেখ হাসিনা প্রশ্ন রেখে বলেন, বাংলাদেশের একজন মানুষও কি এই নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পেরেছে? তুলতে পারেনি। তবে কিছু লোক আছে, তাদের সবসময় উলটো কথা বলতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নির্বাচন যে স্বচ্ছ হয়েছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে, এটা কি প্রমাণ করে না যে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সক্ষমতা রাখে? সরকার নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি, করেও না, করবেও না।

তিনি বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই তো আমাদের আন্দোলন। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের জন্যই তো আমরা সংগ্রাম করেছি। সেই সংগ্রামের সাফল্য বয়ে এনে আজকে ভাতের অধিকার যেমন আমরা নিশ্চিত করেছি, তেমনি ভোটের অধিকারও আমরা নিশ্চিত করেছি। এটাই বাস্তব। যদিও দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই বাস্তবতাকে কেউ কেউ অস্বীকার করতে চায়।

সংসদ নেতা বলেন, কিছু কিছু লোক বলে যাচ্ছে যে, দুই-তিন বছর অনির্বাচিত সরকার থাকলে ক্ষতিটা কী? এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে-এটি কোন ধরনের কথা। কোন ধরনের আবদার।

আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার আসবে, যার জন্য আমাদের সংগ্রাম, আত্যাগ, জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করা। সেই গণতন্ত্র যখন ফিরিয়ে এনেছি, অব্যাহতভাবে গণতন্ত্র আছে বলেই আজ দেশের উন্নতিটা মানুষের কাছে দৃশ্যমান।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, যারা অনির্বাচিত সরকার আনতে চায়, তারা কি দেশের সংবিধানে বিশ্বাস করে? গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে? স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে?

সংসদে বুধবার দেওয়া বক্তব্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের টেলিফোনে আড়িপাতার সমালোচনা করে বক্তব্য দেন। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেলিফোনে আড়িপাতা নিয়ে কেউ কেউ কথা বলছেন। কিন্তু আড়িপাতা না গেলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করা হবে কিভাবে? আড়িপাতার মাধ্যমেই জানা সম্ভব, কারা ষড়যন্ত্র করছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি ও জঙ্গি তৎপরতার পরিকল্পনা করছে। তাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটা আইনসিদ্ধ বলেও দাবি করেন তিনি।

সরকারের ধারাবাহিকতার কারণেই উন্নয়ন দৃশ্যমান উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসে আমরা মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছি। দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন ও অভুক্ত থাকবে না। সে লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করার কাজ চলছে। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছাব। যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই আজ দেশের ও মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের কারণে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হয়েছে।

এর আগে গত ৫ জানুয়ারি একাদশ জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশন শুরু হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী অধিবেশনের প্রথম দিনই ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। পরে তার এই ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সরকার ও বিরোধী দলের ২০৯ জন সংসদ-সদস্য। আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৮০ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। বুধবার সংসদ নেতা শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদে ধন্যবাদ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বৃহস্পতিবার দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরপর্ব টেবিলে উত্থাপিত হওয়ার পর একটি বিল পাশ হয়। এরপর গত ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে জয়ী সংসদ-সদস্যরা প্রথম দিন অধিবেশনে যোগ দেওয়া উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। পরে বিরোধীদলীয় উপনেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের সমাপনী বক্তব্য রাখেন। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনার সমাপনী বক্তব্য শেষে চলতি অধিবেশনের ইতি টানেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers
আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।
ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে
Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET


অনলাইন গ্রাহক বাড়ায় মুনাফা বেড়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের

(শেষের পাতার পর)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত বছর ১০ লাখের বেশি 'শুধু ডিজিটাল গ্রাহক' পেয়েছে নিউ-ইয়র্ক টাইমস কোম্পানি। এতে প্রখ্যাত এ গণমাধ্যমের অনলাইন গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ৮৮ লাখ ছাড়িয়েছে। আর এক বছরে সব মিলিয়ে ফরেন প্রেস সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই বলেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন পরিচালক অ্যাডমিরাল জন কিরবি। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক সহিংস পরিবেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।

এদিন তাকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। বলেন, আমি ভারতের তরফে কোনো কথা বলতে পারি না। আমি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারি। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জলবায়ু উন্নয়ন, অর্থনীতি, মানবিক কার্যক্রমে সহায়তা, নিরাপত্তা-এসকল ইস্যুতে অংশীদার হিসেবে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে এগুলোর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকগুলোও রয়েছে। এরপরই বাইডেন প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, সকলের অংশগ্রহণমূলক এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে আমরা সমর্থন করি, যে বাংলাদেশ নিয়ে সবাই গর্ব করতে পারে।

শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপরই একটি দেশ সমৃদ্ধ হয়, যেখানে সকল জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে, আইনের শাসন থাকবে। অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করাটা ভোটার, রাজনৈতিক দল, যুব সমাজ এবং পুলিশের দায়িত্ব। রাজনৈতিক সহিংস পরিবেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।

বিনা কর্তনে সেন্সর ছাড়পত্র পেল

(শেষের পাতার পর)

শরীফ উদ্দিন সবুজের গল্প অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি পরীক্ষণের সময় সেন্সর কমিটির সদস্যরা খুবই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। বোর্ড সদস্যরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী এবং প্রয়োজনীয় একটি কাজ হিসেবে চলচ্চিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট, সাবলীল অভিনয় আর বাস্তবানুগ কাহিনি বিন্যাসে তারা মুগ্ধ হন। বাংলাদেশের চিরায়ত সংস্কৃতি আর সহজ-স্বচ্ছন্দ্য জীবনবোধের এই গল্পে নিজেদেরকে সহজেই মেলাতে পারছিলেন স্টার সিনেপেক্সে অনুষ্ঠিত সেন্সর স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত এক একজন দর্শক।

চলচ্চিত্রটির প্রযোজক-পরিচালক মোহাম্মদ নূরুজ্জামান বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড দপ্তর থেকে চলচ্চিত্রটির সেন্সর সনদ গ্রহণ করেন।

নির্মাতা জানান, 'গত শতাব্দীর আশি এবং নব্বই দশকে শৈশব-কৈশোর পেরুনো প্রজন্ম নিজেদের যাপিত শৈশব খুঁজে পাবেন গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে। আমার মেয়েকে নিজের শৈশব দেখানোর একটা প্রচেষ্টা হিসেবেই ছবিটা তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। বলতে গেলে সেন্সর স্ক্রিনিংয়েই আমার অত্যন্ত পরিচিত গন্ডির র বাইরের কেউ প্রথমবারের মতো ছবিটা দেখল। অনেকটা ব্যক্তিগত এই ছবি যে অন্যদেরকেও ছুঁতে পারছে এটা জেনে খুবই ভালো লাগছে। সেন্সর কমিটির সদস্যরা দায়িত্বের খাতিরেই বাংলাদেশে তৈরি সমসাময়িক সব সিনেমা দেখে থাকেন, তো তারা যখন এই কাজটাকে অন্য সিনেমাগুলো থেকে ব্যতিক্রম বলছেন-তাতে মনে হয় কাজটার পেছনে ব্যয় করা আমার প্রায় ছয় বছরের সময় আর শ্রম সার্থক।'

প্রযোজনা ও পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং সাউন্ড ডিজাইন করেছেন মোহাম্মদ নূরুজ্জামান নিজেই। এই সিনেমার প্রধান সহকারী পরিচালক ছিলেন 'আদিম' খ্যাত নির্মাতা যুবরাজ শামীম। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুবায়ের, লিয়ন, আরিফ, হালিমা, তানজিল, ফাতেমা এবং কামরুজ্জামান কামরুল।

গত বছর ২৬ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত জগজা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "আম-কাঠালের ছুটি" সিনেমার ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার হয়, এশিয়ান পার্স্পেক্টিভ বিভাগে ছবিটির আর একটি প্রদর্শনীও হয় সেখানে।

চলতি বছরের ২১ জুলাই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে।



অনলাইন গ্রাহক বাড়ায় মুনাফা

(শেষের পাতার পর)

প্রায় ১১ শতাংশ বেশি মুনাফা অর্জন করেছে এ কোম্পানি। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, গত বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তাদের ২ লাখ ৪০ হাজার ডিজিটাল গ্রাহক বেড়েছে। এভাবে চললে আগামী ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ সব মিলিয়ে দেড় কোটি ডিজিটাল গ্রাহক অর্জন করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক ক্রীড়া ওয়েবসাইট অ্যাথলেটিককে অধিগ্রহণ করে কোম্পানিটি। অ্যাথলেটিকের নিজস্ব অনলাইন গ্রাহক আছে ১০ লাখের কাছাকাছি। এই সংখ্যা যোগ হলে নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানির বর্তমান গ্রাহকসংখ্যা ৯৬ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

এর বিপরীতে ২০২১ সালে কোম্পানিটির ছাপা পত্রিকার গ্রাহক ছিল ৭ লাখ ৯৫ হাজার। গত বছর সেই সংখ্যা ৭ লাখ ৩০ হাজারে নেমে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, অর্থ ব্যয় করে অন-লাইন মাধ্যমে নিউইয়র্ক টাইমস পড়া গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছাপা পত্রিকার গ্রাহক কমতে শুরু করায় অনেক গণমাধ্যম সাম্প্রতিক মাসগুলোয় মুনাফা হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতেও অনলাইন গ্রাহক বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছরের তুলনায় মুনাফা বেড়েছে নিউইয়র্ক টাইমসের।

২০২২ সালে নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানি ৩৪ কোটি ৭৯ লাখ মার্কিন ডলার পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। সব মিলিয়ে গত বছর কোম্পানিটির বার্ষিক আয় ছিল ২৩০ কোটি ডলার, যা এর আগের বছরের তুলনায় ১১ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রধান নির্বাহী মেরেডিথ কোপিট লেভিয়েন গত ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ২০২০ সালের পর থেকে তাঁদের ডিজিটাল গ্রাহকসংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল গ্রাহক বৃদ্ধির দিক থেকে এটি তাঁদের দ্বিতীয় সেরা বছর।

এদিকে ডিজিটাল গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রিপশন থেকে আয়ও বাড়ছে। ২০২৩ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে কোম্পানিটির ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন থেকে আয় আগের বছরের তুলনায় ১৩ থেকে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধির আশা করছে তারা, যদিও তারা বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমার পূর্বাভাস দিয়েছে।

সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে নিউইয়র্ক টাইমসের পরিচালন ব্যয় প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্যে প্রযুক্তি ব্যয় ৩০ শতাংশ বাড়লেও বিক্রয় ও বিপণন ব্যয় কমেছে ৩৬ শতাংশ।











বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, গান

‘বাংলাদেশ ৮৮ ইউএসএ’র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তী ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, গান আর মাতৃভূমির চিরচেনা ও মজাদার পিঠা খাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৯৯৮ সালে এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীদের সামাজিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ ৮৮ ইউএসএ’র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তী ও পিঠা উৎসব-২০২৩। অনুষ্ঠানের থীম ছিল ‘পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের অঙ্গীকার’। সিটির জামাইকার ইকরা পার্টি সেন্টারে গত ৫ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ইউএসএ বসবাসরত ৮৮ ব্যাচের প্রায় দুই শতাধিক বন্ধু ও তাদের পরিবারের সদস্য সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের আহবায়ক জাকির আহমেদ এবং সদস্য সচিব নাসিমা নিজাম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে উন্মুক্ত হয় পিঠা উৎসব। পরবর্তীতে কোর্ডিনেটর লুৎফর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের পর বর্ষপূর্তির কেক কাটা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন কামরুজ্জামান বাবু। খবর ইউএনএ’র।

অনুষ্ঠানের মূল পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৮৮-এর বন্ধুরা কবিতা আবৃতি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এসময় গান পরিবেশন করেন জহির টিপু, আমানত হোসেন আমান, ফিরোজ মিয়া, অঞ্জন অনি, সাকির খান, মুনা মমতাজ, ফারাহ চৌধুরী, নেহাল ইমরান, বাবু ও আকাশ আহসান। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন দেওয়ান বিপ্লব।

সংশ্লিস্টরা বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, ৮৮’র বন্ধুরা নিজেরা বা পরিবারের সদস্যদের দিয়ে প্রায় চল্লিশ প্রকারের পিঠা নিয়ে পার্টি সেন্টারে সমবেত হন। পিঠা পরিবেশন আর খাবারদাবারে সহযোগিতায় ছিলেন আনোয়ার ওসমানি, সাহেদ, মোহসিন রেজা, সাদেক আহমেদ, নৃপেশ, অপু, বিপু, আকাশ, সাবিনা, লিপু, মনিজা নেহাল, সাব্বিন, জেরি, মেহলি, লাকি, পাপিয়া, মুক্তা, বিভা জাকির হোসেন, মানিক, নাসিমা জাহান প্রমুখ।

‘বাংলাদেশ ৮৮ ইউএসএ’র কর্মকর্তারা জানান, সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিদিনই নতুন নতুন বন্ধু যোগ হচ্ছে এই গ্রুপে। অনুষ্ঠানে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় ১৫ জন নতুন বন্ধুকে। এরা হলেন- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহফুজ আহমেদ সাইদ জামিল, ফেরদৌস আরা বেবি, জামিল আরিফ, ফারজানা তরি, ন্যানসি রশিদ, আইনুল হক, তুহিন, এডভোকেট কামাল রুহুল আমিন, নাসির উদ্দিন, মনিরুজ্জামান রতন, সাঈদ, সোহেল ও শাহিন। অনুষ্ঠানে শাফী মাহমুদ ও দেওয়ান বিপ্লব তাদের বক্তব্য বলেন, যে কোন মূল্যে বন্ধুত্ব অটুট রেখে ‘বাংলাদেশ ৮৮’র কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে যে সকল বন্ধুদের জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকী জানুয়ারী মাসে ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে কেক কাটা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা হলেন- দেওয়ান বিপ্লব, আমানত হোসাইন, সাকির খান, নাসির উদ্দিন মাহমুদ, নয়ন বাঙালী, সেলিনা পারভীন আলী, আলী আকবার বাপ্পি, নুসরাত জাহান খান, হালিমা নিম্মি, মোকাররম হোসাইন লিটন, সাবিনা ইয়াসমিন, মুসাররাত জাহান ও হিরো জাকির।

অনুষ্ঠানের ব্যানার, ফেস্টুন, দাওয়াত পত্র প্রভৃতিতে সহযোগিতায় ছিলেন ৮৮’র বন্ধু যথাক্রমে কায়সার কামাল, সাজ সজ্জায় ছিলেন এ এইচ রহমান বুলু, ন্যানসি রশিদ, ফিরোজ মিয়া, সাকির খান, আকাশ আহসান, সোহেল ও রতন বিডি। অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র ক্যামেরায় বন্দি করে রাখে শরিফ শিবলি, মুক্তা, আরিফ শামস ও শিপলু, শায়লা আফতাব। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন মাহবুবুল ফিরোজ।

সাগর-রুনি হত্যাকান্ড

অপার্থিব কিছুর অপেক্ষায় মা

ঢাকা ডেস্ক: বার্ধক্যজনিত নানা রোগশোক মাঝেমধ্যে শরীরে ভর করে ৭২ বছরের সালেহা মনিরের। প্রায়ই রক্তচাপ ওঠানামা করে। এর পরও প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁর একটাই চাওয়া- মরণের আগে যেন প্রিয় সন্তান ও পুত্রবধূর হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও বিচার হয়। সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকান্ডের বিচার পাবেন- এই বিশ্বাস কখনও পুরোপুরি হারাননি সালেহা।

গত ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সাগরের মা সালেহা মনির বলেন, ‘মিরাকল কিছু ঘটনার অপেক্ষায় আছি। ২০-৩০ বছর পরও তো দেখি কোনো কোনো মামলার রহস্য বের হয়। হয়তো অলৌকিকভাবে ওদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে। আশা রাখতে চেয়েও আবার কখনও কখনও আশাহত হয়ে পড়ি। ওপরওয়ালার ওপর বিচার ছেড়ে দিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘র‍্যাব তদন্তে কিছু না পেলে ছেড়ে দিক। ঝুলিয়ে রাখবে কেন। সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রহস্য ৩০ বছর পর বের হয়েছে। সেটা পিবিআই পেরেছে। আমি চাই পিবিআইকে সাগর-রুনি হত্যা মামলার দায়িত্ব দেওয়া হোক। তারা চেষ্টা করে দেখুক।’

প্রায় ৩০ বছর পর নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছে সগিরা মোর্শেদ সালাম নামে এক নারীর হত্যারহস্য। ২০১৯ সালে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের এক দীর্ঘ তদন্তে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সামনে ১৯৮৯ সালের ২৫ জুলাই বিকেলে সগিরাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই দিন রিকশায় করে যাওয়ার পথে তাঁর স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে বাধা পেয়ে গুলি করে দু’জন। দীর্ঘদিন পর বেরিয়ে আসে এ ঘটনাটি ছিনতাই নয়, ছিল পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। যার নেপথ্যে ছিল পারিবারিক দ্বন্দ্ব।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া বাসায় নৃশংসভাবে খুন হন সাগর ও রুনি দম্পতি। শনিবার এই হত্যাকান্ডের ১১ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দেশের ইতিহাসে অন্যতম চাঞ্চল্যকর এই জোড়া খুনের মামলার তদন্ত করছে র‍্যাব। আগামী ৫ মার্চ এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নতুন তারিখ ধার্য রয়েছে। এখন পর্যন্ত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আদালত ৯৫ বার সময় দিয়েছেন। তবে তদন্তসংশ্লিষ্ট র‍্যাব কর্মকর্তারা বলছেন, মামলার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত এখনও পাওয়া যায়নি। রহস্যভেদ করতে আন্তরিকতার সঙ্গে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন আলামতের বিশ্লেষণ করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো ডিএনএ নমুনার প্রতিবেদনও পেয়েছে র‍্যাব। তবে সন্দেহভাজন কারও সঙ্গে এখনও ডিএনএর নমুনা মেলেনি।

এদিকে সাগর-রুনি হত্যাকো রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। এর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দ্রুত প্রতিবেদন দিতে র‍্যাবকে নির্দেশনা দেওয়া হবে। আমরাও চাই এ হত্যার রহস্য দ্রুত উন্মোচিত হোক। এ ব্যাপারে র‍্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, শুরু থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মামলাটির তদন্ত করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আলামত যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে। নির্দোষ কেউ হয়রানির শিকার হোক এটা চাই না। ক্লু শনাক্তে নানা দিক বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। নিহতের পরিবার থেকে মামলটি পিবিআইর কাছে ন্যস্ত করার দাবি উঠেছে-

এ ব্যাপারে র‍্যাবের মুখপাত্র বলেন, মামলা অন্য ইউনিটে স্থানান্তরের বিষয়টি আদালতের এখতিয়ার। যদি পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই অনুমতি দেন, তাহলে সেখানে যাবে। সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। প্রথমে এই মামলা তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ। চার দিন পর মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কাছে ন্যস্ত হয়। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার ৬২ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে ডিবি। এর পর আদালত র‍্যাবকে মামলা তদন্তের নির্দেশ দেন। সাগর সরওয়ার মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। মেহেরুন রুনি ছিলেন এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক।



সেরা সেবাই দিচ্ছে এসএনএস একাউন্টিং

(শেষের পাতার পর)

কাজ। এখানে ট্যাক্স ফাইলিং ছাড়াও একাউন্টিং ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক বিভিন্ন সার্ভিস দেয়া হয়।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব অমেরিকার সাবেক সভাপতি, প্রবীণ প্রবাসী এম এ কাইয়ূম জানান, তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি গ্রাহকদের সেরা সেবাই দিচ্ছেন। এজন্য তার পরিচালনা ও তত্বাবধানে রয়েছে একটি অভিজ্ঞ অফিস টিম। যারা সততা আর বিশ্বস্থতার সাথে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে কাজ করে চলেছেন। এজন্য সকাল-সন্ধ্যা তার অফিস খোলা রাখা হচ্ছে।

এম এ কাইয়ূম জানান, প্রতি বছর ট্যাক্স ফাইলিং করা সংশ্লিস্ট প্রত্যেকের নাগরিক দায়িত্ব। বিষয়টি বর্তমান সময় ছাড়াও অবসর সময়ের জন্য ভালো। তাই অভিজ্ঞ ট্যাক্স কনসালটেন্টের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইলিং করা উচিৎ। কেননা, প্রতি বছরই ট্যাক্স ফাইলিং-এর নানা নিয়মকানুন পাল্টাচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নিয়মকানুন। তিনি তার গ্রাহকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, একটু সময় নিয়ে এপয়েন্টমেন্ট করে ট্যাক্স ফাইলিং করাই উত্তম। সাথে থাকতে হবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর ডকুমেন্ট। এতে যেমন সময় বেচে যাবে, তেমনী নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং করা সম্ভব হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ব্যায়াম নয়

(শেষের পাতার পর)

প্রতিদিন ব্যায়াম করলে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন। তবে মনে রাখতে হবে, কোনো অবস্থাতেই এ সময় অতিরিক্ত ব্যায়াম করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত সময় ধরে এবং তীব্র মাত্রার ব্যায়াম করা উচিত নয়। গর্ভবতীর শারীরিক অবস্থা বুঝে এ সময় সাধারণত প্রতিদিন ১০ থেকে ৩০ মিনিট হালকা থেকে মাঝারি ব্যায়ামই শরীরকে সুস্থ রাখতে যথেষ্ট। সপ্তাহে ৫ দিনের শরীর চর্চা গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা করবে। এ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

শারীরিক যেসব জটিলতায় ব্যায়াম করা নিষেধ, সেসব ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেকের জন্যই ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারী। গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম বমিভাব ও অরুচি কমায়, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেট ফাঁপা কমায়। পিঠ ও কোমরব্যথা কমায়, বিষণ্নতা কমায়, মন ভালো রাখে। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে, প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। অনিদ্রা দূর করে ভালোভাবে ঘুমাতে সাহায্য করে। গর্ভকালীন জটিলতা, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, প্রি-একলাম্পসিয়া ও একলাম্পসিয়া কমায়। স্বাভাবিক প্রসবে সাহায্য করে, প্রসবের পর দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে। রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

গর্ভকালীন পুরো সময়ই হাঁটাহাঁটি করা যায়। এটি সবচেয়ে নিরাপদ ব্যায়াম। দিনে ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটা যেতে পারে। প্রতিদিন ১৫ মিনিট জগিংও করতে পারেন। তবে বেশি ক্লান্তি অনুভব হলে ধীরে হাঁটুন। গর্ভাবস্থায় পরিমিত সাঁতার ও সাইক্লিং খুবই নিরাপদ ও ভালো ব্যায়াম। এ সময়ের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী কিছু যোগব্যায়াম রয়েছে, যা শরীরের ক্লান্তি, অবসাদ দূর করতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে ব্যায়াম প্রশিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন।

কোনো ব্যায়াম করতে গিয়ে যদি কষ্ট বা ব্যথা অনুভব করেন, তবে বুঝতে হবে, সেটি আপনার জন্য উপযুক্ত নয়। ব্যায়াম করার সময় যদি স্বাভাবিকভাবে একটি পূর্ণ বাক্য বলে শেষ করতে কষ্ট হয়, তবে তখনই ব্যায়াম বন্ধ করে বিশ্রাম নিন। এসব ক্ষেত্রে মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম কমিয়ে হালকা ব্যায়াম করা উচিত। গর্ভাবস্থায় বেশিক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে থাকা, ভারী জিনিস তোলা ও বহন করা এবং সান বাথ বা স্টিম বাথ নেয়া নিষেধ। নিয়মিত শরীরচর্চা উপকারী হলেও আপনার জন্য উপযুক্ত এবং নির্দেশিত মাত্রার বেশি শরীরচর্চা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই গর্ভাবস্থার মতো সময়ে ব্যায়াম করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এ সময়ে অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন: গর্ভপাত, গর্ভের পানি বা, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড কমে যাওয়া, সময়ের আগে পানি ভেঙে যাওয়া, অকাল প্রসব, পানিশূন্যতা ও ক্লান্তিবোধ, ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া, শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা।

আগে থেকে ব্যায়াম করার অভ্যাস না থাকলে, হঠাৎ করে বেশি মাত্রার ব্যায়াম করবেন না। ধীরে ধীরে ব্যায়ামের অভ্যাস করুন। একবারে ৩০ মিনিট না করে প্রথম দিকে ৫ মিনিট করে শুরু করুন। তারপর ধীরে ধীরে সময় বাড়ান।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যারা রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছেন, যাদের হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসে জটিলতা রয়েছে, গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হয়ে থাকলে, গর্ভফুল নিচের দিকে বা প্লাসেন্টা প্রিভিয়া থাকলে, আগে গর্ভপাত হওয়ার ইতিহাস থাকলে ব্যায়াম করা যাবে না। মনে রাখবেন, গর্ভাবস্থায় ব্যায়াম শুরু করার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

মা-বাবার রুহানী ক্ষমতা

(শেষের পাতার পর)

কে আমার ভালো ব্যবহারের সবচেয়ে বেশী যোগ্য। তিনি বললেন: "তোমার মা।" সে বললো: তারপর কে? তিনি বললেন:"তোমার মা।" সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন:"তোমার মা।" সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন: "তোমার বাবা।"(বুখারী ও মুসলিম)

পৃথিবীতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি শব্দ মা। আল কুর-আন ও হাদীসে অত্যন্ত জোরালোভাবে এই মানবতার কথা বলা হয়েছে। যেই মানবতার কারণে আপনার দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের দ্বার উন্মাচিত হয়ে যেতে পারে। আবার একই মানবতার কারণে আপনার দুনিয়া ও আখিরাত উয়য়ই বরবাদ বা সংকোচ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাবধান! মায়ের সাথে অসদ্ব্যবহার করবেন না। তাঁদেরকে ধমকের স্বরে কথা বলবেন না। তাঁর প্রতি অসদাচরণ করবেন না। তাঁদের প্রতি সর্বদা দয়া, কোমল ও শ্রদ্ধার সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোওয়া করতে থাকো এই বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব ভালোই জানেন তোমাদের মনে কিআছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপণ করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।" (সুরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

পিতা-মাতার শক্তি এতবেশী যে, তাঁদের ডাক শক্তিশালী মিসাইলের মতো, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুতে সফলভাবে আঘাত হানে। অর্থাৎ তাঁদের ডাক আল্লাহ শোনেন এবং কবুল করেন। ভাই! আপনি বুঝেন না কেন, মহান আল্লাহ আল কুরআনে তাঁর তাওহীদের কথা ব্যক্ত করার পর পরই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মা ও বাবা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিশদ আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তার কথা বলার পর পরই পিতা-মাতার কথা বলেছেন।

আমাদের অনেকেই বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর সেই হাদীসটির কথা জানি, চলুন আবারও তা জেনে নেই এবং নিজেদের উপলব্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি যে, পৃথিবীতে মায়ের রূহানী ক্ষমতা ও শক্তি কতটুকু। তাঁদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর দরবারের কোথায় গিয়ে বাঁধা পড়ে।

ইমাম তাবারানী ও ইমাম আহমাদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসুল সা: এর যুগে আলকামা নামে মদীনায় এক যুবক বাস করতো। সে সালাত, সাওম ও সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে লিপ্ত থাকতো। একবার সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। তার স্ত্রী রাসুল সা: এর কাছে খবর পাঠালো যে, "আমার স্বামী আলকামা মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। হে রাসুল, আমি আপনাকে তার অবস্থা জানানো জরুরী মনে করছি।" রাসুল সা: তৎক্ষণাত হযরত আম্মার, সুহাইব ও বিলাল রা: কে তার কাছে পাঠালেন। তাদেরকে বলে দিলেন যে, "তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়াও।" তারা গিয়ে দেখলেন, আলকামা মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে। তাই তাঁরা তাকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে কোনমতেই কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। অগত্যা তাঁরা রাসুল সা: কে খবর পাঠালেন যে, আলকামার মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছে না। যে ব্যক্তি এই সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল তার কাছে রাসুল সা: জিজ্ঞেস করলেন: আলকামার পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছে? সে বললো: হে রাসুল সা:, তার কেবল বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন। রাসুল সা: তৎক্ষণাত তাকে আলকামার মায়ের কাছে পাঠালেন এবং বললেন: "তাকে গিয়ে বল যে, তুমি যদি রাসুল সা: এর কাছে যেতে পারো তবে চল, নচেত অপেক্ষা করো। তিনি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন।" দূত আলকামার মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে রাসুল সা: যা বলেছিলেন তা জানালো। আলকামার মা বললেন:" রাসুল সা: এর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। তাঁর কাছে বরং আমিই যাবো। বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে রাসুল সা: এর কাছে এসে সালাম করলেন। রাসুল সা: সালামের জবাব দিয়ে বললেন" ওহে আলকামার মা, আমাকে আপনি সত্য কথা বলবেন। আর যদি মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহর কাছ থেকে আমার কাছে ওহী আসবে। বলুন তো, আপনার ছেলে আলকামার স্বভাব চরিত্র কেমন ছিলো? বৃদ্ধা বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, সে প্রচুর পরিমাণ সালাত, সওম ও সদকা আদায় করতো।" রাসুল সা: বললেন, তার প্রতি আপনার মনোভাব কি? বৃদ্ধা বললেন:"হে আল্লাহর রাসুল, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট।" রাসুল সা: বললেন: কেন? বৃদ্ধা বললেন: "সে তার স্ত্রীকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিতো এবং আমার আদেশ অমান্য করতো।" রাসুল সা: বললেন: আলকামার মায়ের অসন্তোষ হেতু কলেমা উচ্চারণে আলকামার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।"

তারপর রাসুল সা: বললেন:'হে বেলাল, যাও আমার জন্য প্রচুর পরিমানের কাষ্ঠ যোগাড় করে নিয়ে আসো।" বৃদ্ধা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, কাষ্ঠ দিয়ে কি করবেন? রাসুল সা: বললেন: "আমি ওকে আপনার সামনেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিবো।" বৃদ্ধা বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আমার সামনেই আমার ছেলেকে আগুন দিয়ে পোড়াবেন তা আমি সহ্য করতে পারবো না।" রাসুল সা: বললেন:"ওহে আলকামার মা, আল্লাহর আযাব এর চেয়েও কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান যে, আল্লাহ আপনার ছেলেকে মাফ করে দিক, তাহলে তাকে আপনি মাফ করে দিন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। নচেত যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, যতক্ষণ আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ সালাত, সওম ও সদকা দিয়ে আলকামার কোন লাভ হবে না।" এ কথা শুনে আলকামার মা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহকে, আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে এবং এখানে যে সকল মুসলমান উপস্থিত, তাদের সকলকে স্বাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলে আলকামার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি।" রাসুল সা: বললেন, "ওহে বেলাল, এবার আলকামার কাছে যাও। দেখ, সে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারে কিনা। কেননা আমার মনে হয়, আলকামার মা আমার কাছে কোন লাজলজ্জা রা রেখে যথার্থ কথাই বলেছে।" হযরত বেলাল রা: তৎক্ষণাত গেলেন। শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর তেকে আলকামা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।" অত:পর বেলাল রা: গৃহে প্রবেশ করে উপস্থিত জনতাকে বললেন: শুনে রাখ, আলকামার মা অসন্তুষ্ট থাকার কারণে সে প্রথমে কলেমা উচ্চারণ করতে পারেনি। পরে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তার জিহবা কলেমা উচ্চারণে সক্ষম হয়েছে। অতপর আলকামা সেদিনই মারা যায় এবং রাসুল সা: নিজে উপস্থিত হয়ে তার গোসল ও কাফনের নির্দেশ দেন, জানাজার সালাত পড়ান এবং দাফনে শরীক হন। অত:পর তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে রাসুল সা: বলেন: হে ান-সার ও মুহাজিরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ওপর আল্লাহর, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণ করবেন না। কেবল তাওবা করে ও মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করলেই নিস্তার পাওয়া যাবে। মনে রাখবে, মায়ের সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তোষ এবং মায়ের অসন্তোষই আল্লাহর অসন্তোষ।"

তিনটি জিনিসকে তিনটি জিনিসের সাথে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, এরএকটি ছাড়া অন্যটি মূল্যহীন। হযরত ইবনে অব্বাস রা বলেছেন: তিনটি আয়াত তিনটি বস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছে। এর একটি বাদ দিলে অপরটি কবুল হয় না।

প্রথমটিতে আল্লাহ বলেছেন "আল্লাহ অনুগত্য কর ও রাসুলের আনুগত্য কর।" যে ব্যক্তি আল্লাহকে মানবে ও রাসুলকে মানবে না, তার আল্লাহকে মানা কবুল হবে না।

দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ বলেন,"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও।" যে ব্যক্তি সালাত পড়বে অথচ যাকাত দিবে না. তার সালাত কবুল করা হবে না।

তৃতীয়টিতে আল্লাহ বলেন,"তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ হও।" যে শুধু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না, তার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত এবং মাতা পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযি)

সুতরাং পিতা-মাতা হলো আপনার আমার সুভাগ্যের ভা-ার। এই ভা-ার থেকে চাইলে আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ গ্রহণ করতে পারেন। আবার এই দু'জন মানুষ এতটাই স্পর্শকাতর যে, তাদের সাথে বদ আচরণের কারণে আপনি দুনিয়া ও আখিরাত দু'টো হারাতে পারেন। দু:সাহসী সেই সন্তানদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি বৃদ্ধাশ্রমে পিতা-মাতাকে রাখার চিন্তা, কল্পনাও যদি কোন সময় আপনার মাথায় কখনো এসে থাকে, তবে আল্লাহর ফায়সালা চলে আসার আগেই তাড়াতাড়ি তওবা করুন। আল্লাহর ফায়সালা যদি চলেই আসে, তখন পালাবার পথ পাবেন না। কারণ আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিণ হয়ে থাকে। পিতা-মাতার সন্তুষ্টির জন্য আজ থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করুন। যে কোন কিছুর মূল্যে তাঁদেরকে রাজি-খুশি করান। । "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা এয়ানি ছাগিরা।



আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস সম্পর্কে

(শেষের পাতার পর)

দেয় ইউনেস্কো। তার পর থেকেই বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই দিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে আসছে। ২১ ফেব্রুয়ারীর আগেই শেষ হয়ে যাবে বিপিএল। তাই শুক্রবার ভাষার মাস উপলক্ষ্যে বিশেষ কিছু উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

এদিন বাংলায় ধারাভাষ্য, বাংলা ভাষায় সংবাদ সম্মেলন, বাংলা বর্ণমালা সম্বলিত বিশেষ বাহু বন্ধনী ছিল প্রত্যেক খেলোয়াড়রর, ম্যাচ অফিসিয়ালদের হাতে। কিন্তু এদিন বিপিএল নবম আসরের ৪১তম ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের পাকিস্তানী তারকা ক্রিকেটারব বলেন, আমি বাংলাদেশকে শুভ কামনা জানাই, যদিও জানি না আজ কী দিন। পুরো দলের জন্যই পরেছি ব্যাজ। পুরো দল পরেছে, তাই আমিও পরেছি।

মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে না জানায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দুঃখিত, আমি জানি না বাংলাদেশে আজ কী দিন। যদিও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বরাবরই ভালোবাসা পেয়েছি। কোচিং স্টাফ, খেলোয়াড় ও বিশেষত বাংলাদেশের মানুষ। আমি এখান থেকে পেশোয়ারের মতোই ভালোবাসা পাই। এখন যেখানে থাকি, আমি আলাদা কিছু দেখি না এই ভালোবাসার চেয়ে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

সর্বনাশা চুক্তি!

(শেষের পাতার পর)

সাজলেন! এর পরপরই যেন ভোজবাজীর মত সব উধাও!। হঠাৎ করেই পূনর্মূষিকভব। অমানিশা, মানে অন্ধকার। সারা দেশে ভয়াবহ লোডশেডিং। বরাবরের মত এবারও যত দোষ নন্দ ঘোষ, জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি। একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া হলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। জাদুঘরে গিয়ে সবাই ফেলে দেওয়া কুপি হারিকেন খুঁজতে লাগলাম!

আশা করা হলো দাম কমলে হাতে কিছু টাকাপয়সা এলে বন্ধ কেন্দ্রগুলো খুলে দেওয়া হবে। আবার ঝলমলিয়ে উঠবে উনন্নয়নের বাহার। এতদিন আমাদেরকে শোনানো হয়েছে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা শতভাগ। গত বছর পর্যন্ত নাকি ছিল ২৫ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ব্যবহার ১৬ হাজার মেগাওয়াটের মত হলেও যথাযথ সঞ্চালন লাইন না থাকায় পুরো চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় না। অনেক কেন্দ্র হুদাই বসে বসে জাবর কাটে। সঞ্চালন সক্ষমতা নাকি মোটে ১০/১২ হাজার মেগাওয়াটের মত। এই বয়ান আর এখন শোনানো হয় না। এর মধ্যে বিশ্ববাজারে জ্বালানীর দাম কমেছে। আশা করা গেছিলো সরকার বাইরে থেকে জ্বালানী কিনে এনে বন্ধ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো চালু করবে। কিন্তু না। ঘাটতি মেটাতে বিদ্যুৎ আসবে ভারত থেকে। চড়া দামে তা সাপাই করবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর খুবই কাছের লোক আদানী গোষ্ঠী।

২০১৭ সালে এদের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী এই চুক্তি করা হয়। ১৫ শত মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ এরা সরবরাহ করে যাবে। আসবে ভারতের ঝাড়খন্ডে স্থাপিত আদানীদের গোড্ডা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। শর্ত মোতাবেক গত বিজয় দিবস থে কে এই বিদ ্যুৎ আসার কথা ছিল। এখন বলা হ চ্ছে চল তি মা সের শেষ থে কে, তাও অ র্দ্ধেক মা নে ৭৫০ মেগাওয়াট। চুক্তি অনু-যায়ী উচ্চহারে এই বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করা হবে ডলারে। আশ্চর্য ব্যপার, ডলার নাই বলে তেল কেনা যাচ্ছে না, যে কারনে দেশীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ। অথচ ডলার দিয়েই বিদ্যুৎ আমদানী করা হবে! তাজ্জব কি বাত না! ডলারই যদি দিতে হবে তাহলে তেল কিনে দেশীয় প্ল্যান্টগুলো চালু করলে দোষ কি ছিলো! এতদিন শুনলাম সঞ্চালন লাইন নাই বলে সক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এখন রাতারাতি এই দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কোন লাইন দিয়ে সঞ্চালিত হবে! নাকি বন্ধ পাটগুলো আর চালু করার পরিকল্পনা নেই! কর্মকর্তা কর্মচারিদেরকে বসে বসে বেতন দেওয়া হবে, যেমন বছরের পর বছর এক ছটাক বিদ্যুৎ না কিনেও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে আশীর্ব্বাদপুষ্ট কুইক রেন্টালদের হাতে! আর সি স্টেম ল ছ না ম দি য়ে এই টাকা বিদ ্যু তের দাম বা ড়ি য়ে জনগ ণের কাছ থে কে আদায় করা হ চ্ছে!

একদিকে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার চাইতে এক তৃতীয়াংশ বেশী, তার সাথে যোগ হচ্ছে রামপাল রূপপুরের বিদ্যুৎ, আসছে আদানীর, আবার ওদিকে নাকি নেপাল থেকেও আমদানীর আয়োজন পাকা। এত বিদ্যুৎ আমরা রাখবো কোথায়, কোন লাইন দিয়েই বা তা চলবে! পাবলিককে এরা এতটাই গর্দভ মনে করে! কিছুই বোঝে না! মজার ব্যপার হচ্ছে আদানীর সাথে যে ২৫ বছরমেয়াদী চুক্তি, সেখানেও কুইক রেন্টালের মত একটা শর্ত যুক্ত আছে। যদি তাদের কাছ থেকে কোন বিদ্যুৎ নাও কেনা হয়, তারপরও ক্যপাসিটি চার্জ বাবদ পঁচিশ বছ রে ১১ বি লিয়ন বা ১১শত কোটী ডলার পরিশোধ করতে হ বে। আর আমরা মাত্র সা ড়ে চার বি লিয়ন ডলার ঋ ণের জন ্য আইএমএ ফের পেছ নে ফ্যা ফ্যা ক রে ঘুড় ছি, তা দের শর্ত মে নে পাব লি কের গলায় ছু ড়ি চালা চ্ছি! চিন্তা করা যায়! অদুর ভবিষ্যতে যদি আমাদের বিদ্যুৎ আমদানীর কোন দরকার না হয় তারপরও সিকি শতাব্দি ধরে কাফফারা গুনে যেতে হবে! এ কি বিদ্যুৎ আমদানী না অন্য কিছু! ভাবা যায় কোন সরকার নিজ দেশ নিজ জাতির জন্য এমন সর্বনাশা চুক্তি করতে পারে! সংযুক্ত ছ বি টি ঝাড়খ ন্ডে গোড্ডা বিদ্যুৎ কে ন্দ্রের একাং শের।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বইমেলার আলো অন্ধকার

॥ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ॥

নামে বইমেলা হলেও একুশের বইমেলা এখন বাঙালির জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব। এত বিপুল লোকের সমাবেশে দীর্ঘসময় ধরে পৃথিবীতে এরকম আয়োজন মনে হয় আর নেই। বই বিক্রির পাশাপাশি এই মেলার নানা প্রান্তে সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যে আলোচনা, সংগীত-নৃত্য-নাটকের পরিবেশনা, এমনকি ছবি আঁকা কি ব্লাড ব্যাংকের রক্তসংগ্রহ-সবমিলিয়ে এ-এক অবিশ্বাস্য আয়োজন।

একুশের বইমেলা হওয়ার কথা ছিল মূলত বই বিক্রির আসর। কিন্তু ক্রমশ এটি বই প্রকাশনার কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশনা এখন এই মেলাকে ঘিরে। শুধু ফেব্রুয়ারী মাসেই এত বই প্রকাশিত হয় যে, অন্য কোনো ভাষাভাষী তা বিশ্বাস করবে না। কম্পোজ, মেকআপ, ছাপা, বাঁধাই মিলে মুদ্রণশিল্প 'যেন সোনার কাঠি রুপোর কাঠি'র ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। লেখক ব্যস্ত হয়ে পড়েন এর কয়েক মাস আগে থেকেই। অলংকরণ আর প্রচ্ছদশিল্পীদের ব্যস্ততাও তার চেয়ে কম নয়। এই সময়ে প্রতিদিন যত বই প্রকাশিত হয়, একসময় আমাদের দেশে সারা বছরেও তত হতো না।

তবে প্রকাশিত বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ সময়ে মুদ্রিত বইয়ের বড় অংশই মানসম্মত নয়। সেটা বইয়ের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী নিয়ে যেমন সত্য, এর মুদ্রণ-সৌকর্য নিয়েও একই অবস্থা। মুদ্রণ-প্রমাদ এবং শব্দ-বাক্য ইত্যাদি গঠনের ত্রুটিও চোখে পড়ার মতো।

এর প্রধান কারণ লেখকদের দুর্বলতা। অনেক উন্নত ভাষার মতো প্রুফ-সংশোধক এবং সম্পাদকও আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। অনেক প্রকাশক এর পেছনে কোনো অর্থ ব্যয়ে নারাজ। ফলে সম্পাদনার সামর্থ্য আছে বাংলাদেশের গুটিকয়েক প্রকাশনীর। এখন অনেক সহজে বই ছাপা যায়। এর প্রধান কারণ মুদ্রণ-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি। ফলে লেখক তার জীবনের শুরুতেই গ্রন্থকার হয়ে যেতে চান এবং পারেন। আগে পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘসময় লিখে, সম্পাদকদের সংশোধন দ্বারা উপকৃত হয়ে হাত পাকানোর যে রীতি ছিল তা তিরোহিত। এই লেখকদের কারও কারও আর্থিক অবস্থাও ভালো।

ফলে বই ছাপার সমুদয় ব্যয় বহন করেও বই প্রকাশ করতে পারলে তারা কৃতার্থ হন। এর সুযোগ গ্রহণ করে বহু সংখ্যক প্রকাশক; এমনকি মুদ্রণের প্রকৃত ব্যয় থেকে বেশি অর্থও তারা অনেক সময় নব্য-গ্রন্থকারদের থেকে নিয়ে নেন। এই লেখকের একটা অংশ সারা বছর উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে প্রবাসজীবন কাটান। ফলে ডলারের বিপরীতে গ্রন্থমুদ্রণের অর্থ জোগাড় তাদের পক্ষে কঠিন নয়। আবার এর মধ্যে তাদের শেকড়ে ফেরার প্রবণতাও প্রশংসনীয়।

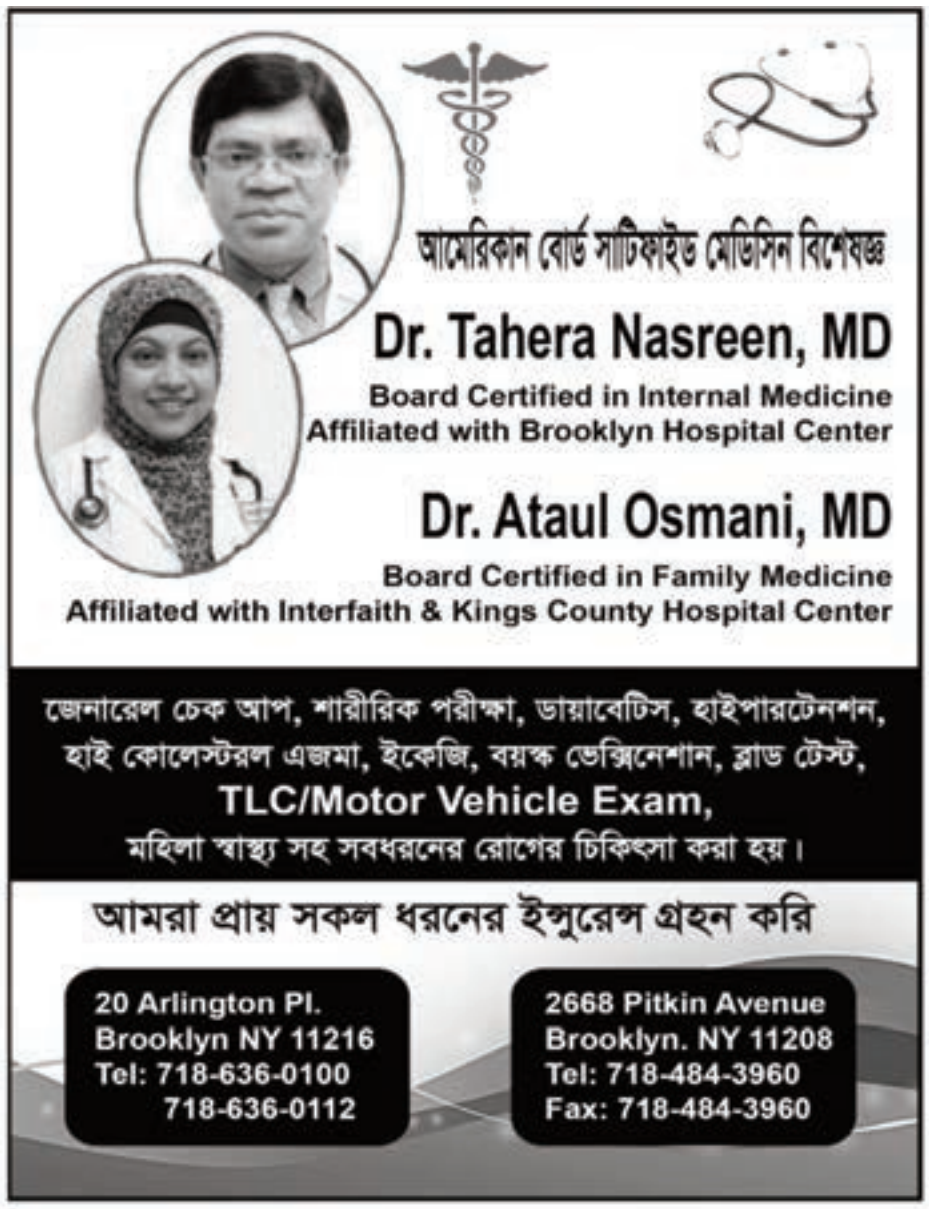
মুদ্রণ ও প্রকাশনার এই বিপুল কর্মযজ্ঞ ইতিবাচক রূপে দেখলে ক্ষতি নেই। এর দ্বারা উপকারভোগীদের সংখ্যাও কম নয়। অর্থনৈতিক বিচারেও এর মূল্য আছে। তবে এর দ্বারা পাঠক ও ক্রেতা প্রতারিত হচ্ছেন কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। এই বইয়ের ভিড়ে প্রকৃত ভালো বই খুঁজে বের করা সহজ নয়। আর বিরাট মেলার মধ্যে পছন্দের বইয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্টলে যাওয়াও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

বইমেলার প্রসার বেড়েছে। এখন প্রায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানজুড়ে মেলা হচ্ছে। কিন্তু এই প্রকাশকদের প্রত্যেকেই কি প্রকৃত প্রকাশক? যারা প্রকৃত প্রকাশক নয়, তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রকাশনা-শিল্প মান হারাবে। আগে সরকারিসহ পাঠাগারগুলোতে ভালো বই কেনার একটা প্রথা ছিল। এখন বই সরবরাহের ক্ষেত্রেও নানা প্রভাব যুক্ত হয়েছে। মেলার স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এই সংকট বাড়ছে।

বাংলা বই মুদ্রণের যখন এই রমরমা অবস্থা, এখন বাংলা ভাষা কি পিছু হটছে? বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো টিকে আছে অবহেলার মধ্যে। রাস্তায় বাংলা সাইনবোর্ড কমছে। ইংরেজির ব্যবহার কৌলিণ্য ও মর্যাদার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিবেচিত হচ্ছে। তাই ভেবে দেখা দরকার, একুশের চেতনার সঙ্গে বই মেলার এই প্রসারের কোথায় যেন দূরত্ব বেড়েই চলেছে!

অনুলিখন : শুচি সৈয়দ

ড্রাইভিং শিখতে চান?
সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139


আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center
Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center
জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112
2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL
: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial
Our Programs:
Summer Program will start from July 5th
SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00
Get 25% Discount
sign up by 4th July
Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes
Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090
Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090
Quality Education is Our Priority!
Congratulations to all our Students who made into Specialized High School


Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B
জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী
আমাদের সেবা সমূহ
● ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
● বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
● সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
● ওপেন নিউ বিজনেস
● ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
● ফ্যামিলী পিটিশন
● স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
● সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
● ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
● পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট
সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাই-নিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

আবশ্যক

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com f-06/14

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns. Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





বিয়ানীবাজার সমিতি'র দুই হাজার কবর ক্রয়

(শেষের পাতার পর)

সংগঠনটি প্রবাসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব জানান এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে কোন বাংলাদেশী সংগঠনের উদোগে একসাথে দুই হাজার কবর ক্রয় করার কোন নজির নেই।

এদিকে ফাউন্টন লন মেমোরিয়াল পার্ক সিমিট্রি কর্তৃপক্ষ মি. মাইকেল, মি. মাইকেল জুনিয়র এবং বারেন্ডা এলিস থেকে কবরস্থানের জন্য সাইনআপ ও কাগজ পত্র গ্রহন করেন সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু ও সমিতির এটর্নী হাসান মালিক।

কবরস্থান পরিদর্শন ও চুক্তি স্বাক্ষরের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা হাজী শামসুল ইসলাম, বুরহান উদ্দীন কপিল ও আহমেদ এ হাকিম, সহ সাধারণ সম্পাদক আবদুন নূর হারুন, সাংগঠনিক সম্পাদক এটিএম তালহা, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল হামিদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জহির উদ্দিন জুয়েল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নজিব আলী, আসাদ উদ্দিন প্রমুখ।

কবরস্থানের কাগজ পত্রগ্রহন শেষে উপস্থিত সমিতির সদস্যবৃন্দকে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহ পাকের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করে দোয়া পরিচালনা করেন উপদেষ্টা হাজী শামসুল ইসলাম।

সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব জানান, সমিতির ক্রয়কৃত ২০০০ কবরের মূল্য ১.২ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩০% ডাউন পেমেন্ট ছিলো ৩,৬০,০০০ ডলার। তারা জানান, বিয়ানীবাজার সমিতি নিজেদের নামে ২০০ টি কবর রাখবে। বাকী কবরগুলো ১৮ টি বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে, যার সমুদয় মূল্য তারা ৮ মাসের কিস্তিতে সমিতিকে পরিশোধ করবে। তারা বলেন, আঞ্চলিক সংগঠনগুলো কবরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে বিয়ানীবাজার সমিতির উপর থেকে কবরের চাপ কমবে।

সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব বলেন, বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছাড়াও দেশে-প্রবাসে বিভিন্ন জনকল্যণমূলক কর্মকান্ড অব্যহাত রেখেছে। বর্তমান কমিটি বিয়ানীবাজারবাসীর জন্য যেন আরও মহৎ কাজ করতে পারে সেজন্য তারা সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন।

তারা জানান, কবর বন্টনের জন্য নির্ধারিত ১৮টি আঞ্চলিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- ছোটদেশ সোস্যাল অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক, শ্রীধারা জনমঙ্গল সমিতি ইউএসএ ইনক, গোলাবশাহ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, বৈরাগী বাজার এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, পাতন আব্দুল্লাহপুর সোসাইটি ইনক, বড়লেখা সোস্যাল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক, চন্দ্রগ্রাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক, খাশারীপাড়া সোসাইটি ইনক, তিলপাড়া ইউনিয়ন, বাংলাবাজার জামে মসজিদ ইনক, মাদানী মসজিদ ইনক, ১০৮ জ্যামাইকা এলএলসি, আব্দুল হামিদ কুনগ্রাম, তালহা ইনক, ফুলতলী জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক ইন্সটিটিউট ওজনপার্ক ইনক, ইফজাল আহমেদ ফেনগ্রাম, রিচমন্ডহিল জামে মসজিদ ইনক এবং বাবুল এস আহমেদ।



ফ্লোরিডায় ২৭তম এশিয়ান ফুড ফেয়ার

(শেষের পাতার পর)

শো-কে ঘিরে সাউথ ফ্লোরিডার প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উ্যসাহ দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ তিন বছর পর এশিয়ান ফুড ফেয়ার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। করোনার কারণে দীর্ঘ বিরতির পর দুদিন ব্যাপী ২৭তম এশিয়ান ফুড ও কালচারাল শো অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ ও ৫ মার্চ সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ার গ্রাউন্ড, সাউথার্ন বুলবার্ড, ওয়েস্ট পাম বীচে। ফুড ফেয়ার চলবে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। এছাড়া ও ৩রা মার্চ হিলটন ওয়েস্ট পামবীচ এয়ারপোর্ট-এ অনুষ্ঠিত হবে গালা নাইট উইথ অ্যাওয়ার্ড ডিনার।

জানা গেছে, ২৬টি সফল এশিয়ান ফুড এন্ড কালচারাল শো এর এবারের ২৭তম ফুড ও কালচারাল শো তে থাকছে। থাকবে ২০ টি দেশের পারফর্মারদের কালচারাল শো। থাকবে নানা দেশের স্টল। এবারের ফুড ফেয়ারে বিশেষ সম্মানীত অতিথি হিসাবে ফ্লোরিডার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের কংগ্রেসম্যান ও সিনেটর এবং পামবিচ কাউন্টি, মায়ামি কাউন্টি ও ব্রাওয়ার্ড কাউন্টির মেয়ররা থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। Asian Food fair expo. com সাইটে বিস্তারিত জানা যাবে।

২৭তম এশিয়ার ফুড এক্সপো এন্ড কালচারাল শো এর প্রেসিডেন্ট এবং সাউথ ফ্লোরিডার বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এম রহমান জহির জানান, এবারের ২৭তম ফুড ফেয়ারে থাকবে নতুনত্ব। দীর্ঘ বিরতির পর এশিয়ান ফুড ফেয়ারকে ঘিরে প্রবাসীদের আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এবারের ফুড ফেয়ারে এশিয়ান অনেক দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। শিল্পী হিসাবে যারা থাকবেন তাদেও মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তানের আলমগীর, শেয়ালী ক্যাম্বল, 'ইন্ডিয়ান আইডল' মোহাম্মদ দিনেশ ও বাংলাদেশের তাহসান। এছাড়াও থাকবে নিউইয়র্কের ত্রিনিয়া, তাজ ও প্রমি। এম রহমান জহির আরো জানান, এবারের ফুড ফেয়ারে বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেক অতিথি ও স্পন্সররা থাকছেন। এছাড়াও এই বৃহৎ ইভেন্ট পরিচালনায় বিভিন্ন উপ কমিটি কাজ করছে। এম রহমান জহির ২৭ তম ফুড ফেয়ারে আসার জন্য বাংলাদেশের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা'র উদ্যোগে '২৭তম এশিয়ান ফুড ফেয়ার ও কালচারাল শোতে-যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, কানাডা, মেক্সিকো, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, চীন সহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তা-বিনিয়োগকারিরা অংশ নেবেন বলে আয়োজক সংগঠনের সভাপতি এম রহমান জহির এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফ আহমেদ আশরাফ জানান। ৪ ও ৫ মার্চ 'সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ার গ্রাউন্ড'এ '২৭তম এশিয়ান এক্সপো, ফুডফেয়ার ও কালচারাল শো' অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। এশিয়ান দেশসমূহের পণ্য-সামগ্রীর প্রদর্শনী স্টলের বিপুল এ সমাহারের মধ্যে মূলমঞ্চে চলবে জনপ্রিয় শিল্পীগণের মতমাতানো পরিবেশনা। আয়োজকরা আশা করছেন আগের মত এবারও দৈনিক ১৫ থেকে ২০ হাজারের অধিক মানুষের সমাগম ঘটবে এ মেলায়।

এই মেলার আহবায়ক নূরউদ্দিন শেখ, চেয়ারম্যান সঞ্জয় কুমার সাহা এবং সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জুয়েল সহ কর্মকর্তারা জানান শতাধিক বাণিজ্যিক ও খাবারের ষ্টল থাকবে। থাকবে শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীদেও জন্যে বিভিন্ন রাইডের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, চীন, থাইল্যান্ড সহ অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ থেকে স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ, এস আই টুটুল, লায়লা, দিনাত জাহান মুন্নী ও অনিমা ডি কস্টা, ভারত থেকে স্বনামধন্য প্লেব্যাক সিংগার কনিকা কাপুর, ইন্ডিয়ান আইডল খোদা বক্স সহ বিভিন্ন শিল্পীর যোগদানের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে বলে আয়োজকরা জানান।

এবারের ফুড ফেয়ারে ফ্লোরিডার খ্যাতনামা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জুমা এন্ড সন্স, নাপা হোলসেল,পাওয়ার প্যাট্রোলিয়াম, সেইফ এভি, এ্যামিউজমেন্ট কোম্পানির নাহিনুর রহমান টাইটেল স্পন্সর, প্লাটিনাম স্পন্সর, গোল্ড স্পন্সর, এশিয়ান এক্সপো আইকন স্পন্সর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীগণ ব্যক্তিগতভাবে স্পন্সর হিসাবে এগিয়ে এসেছেন বলে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় আয়োজকরা উল্লেখ করেছেন।



দেশে ফেরতের দাবিতে কানাডায়

(শেষের পাতার পর)

উপেক্ষা করে কানাডার স্থানীয় সময় শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ব্যানার ফেস্টুন সম্বলিত পোষ্টার নিয়ে এ সময় কানাডা সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠানোর জোর দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ ্যাডভোকেট বাকি বিল্লাহ, অন্টারিও আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও বাকসু'র সাবেক ভিপি ফায়জুল করিম, সাধারণ সম্পাদক লিটন মাসুদ, সহ সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নওশের আলী, আবু হেনা কৌরাইশী, মহিউদ্দিন বিন্দু, দপ্তর সম্পাদক খালেদ শামীম, প্রচার সম্পাদক আকরামুল ইসলাম খান, নির্বাহী সদস্য জিয়াউল আহসান চৌধুরী, যুব সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, নির্বাহী সদস্য রিয়াজুল হক, ইলিয়াস মোল্লা, শরিফুল ইসলাম, আতাউর, তপন, আনোয়ারুল কামাল, বিপ্লব চৌধুরী, সুদিব সোম রিংকু ও জাকিউর, কানাডা স্বেচ্ছাসেবক লীগের তাজুল ইসলাম প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও মানববন্ধনে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. হুমায়ূন কবির, সহ সভাপতি এম তোহা, কানাডা আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল্লাহ বাকী গাজী, দপ্তর সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ জসিম উদ্দিন, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আব্দুল মান্নান ও ঝোটন তরফদার। কানাডা ছাত্রলীগের সভাপতি ওবায়দুর রহমান, তৌহিদুর রহমান দুর্জয়, মোহাম্মদ সাকিব, তৌহিদুর রহমান আশিক, তারেক সহ আরো অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নুর চৌধুরী ১৯৯৬ সালে কানাডা আসার পর শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়ের আবেদন করেন খুনি ও তার স্ত্রী। এর দুই বছরের মাথায় বাংলাদেশের নিম্ন আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ে নূর চৌধুরীর মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়। গুরুতর অপরাধে সংশ্লিষ্টতার তথ্য থাকায় ২০০২ সালে কানাডা নূর চৌধুরী দম্পতির আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। আপিল করেও ২০০৬ সালে তারা হেরে যান। কিন্তু তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়নি। এরপরই 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি নূর চৌধুরীর বিষয়ে কানাডায় আইনি লড়াইয়ের একটি ধাপের জয় পেল বাংলাদেশ। কানাডার অটোয়া প্রশাসন এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হেরে গেছে।

জালালাদ এসোসিয়েশন কি

(শেষের পাতার পর)

দেয়া'র অশুভ প্রতিযোগিতা সংগঠনের সঙ্কট দিন দিন বাড়িয়েই চলেছে। নির্বাচনের আগে সভাপতি পদপ্রার্তী বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মইনুল ইসলাম যৌথভাবে 'জালালাবাদ ভবন' ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি-কে 'টেক্কা' মারতেই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম মূলত: নির্বাচনের আগেই একটি বাড়ী ক্রয় করেই রেখেছিলেন ভিন্ন নামে। যদিএ এই বাড়ী ক্রয়ের অর্থ ছিলো এসোসিয়েশনের ফান্ডের। কিন্তু নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয় ঘিরে বদরুল হোসেন খান ও মইনুল ইসলামের মধ্যে সকলের অজান্তেই দূরত্বের সৃষ্টি হয়। যে দূরত্বের ফলে মইনুল ইসলাম তার সুবিধামত সময়ে ভবন ক্রয়ের কথা ঘোষণা দিয়ে তার ভাষায় 'চমক' লাগিয়ে দেন। আর এই চমক-ই সংগঠনে দ্বিধা-দ্বন্ধ-দূরত্ব বাড়িয়ে তুলছে। মইনুল ইসলামের সাথে যোগ দিয়েছেন বিদায়ী সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ। অপরদিকে সভাপতি বদরুল হেসেন খানের সাথে রয়েছে বর্তমান কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা।

এদিকে সংগঠনের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসের অন্যতম সনামদন্য সামাজিক সংগঠন হিসেবে জালালাবাদ এসোসিয়েশন যখন থেকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছে তখন থেকেই 'আর্থিক' বিষয় কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীন সঙ্কট, নেতৃত্বের কোন্দল আর দ্বন্দ্ব বাড়তে শুরু করেছে। 'নেতৃত্ববাজী' বহাল রাখতেই এসোসিয়েশনের ফান্ডের বিপুল পরিমান অর্থ তছরুফ করেছেন সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন। যে অর্থ আজো ফেরৎ আসেনি সংগঠনের ফান্ডে। বর্তমানে সপরিবারে জন উদ্দিন বাস করছে ফ্লোরিডায়। তার কাছ থেকেন অর্থ ফেরতের ব্যাপারে আইনী প্রক্রিয়াও হার মানছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। আবার আরেক বিদায় সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা তার সময়ের ফান্ডের অর্থ নতুন কমিটিতে না দিয়ে দায়িত্ব দেওয়ার আগেভাগেই নি-উজার্সীতে কবর ক্রয় করে নেতৃত্বের 'টেক্কা' মারেন বলে অনেকেই মনে করছেন। পরবর্তীতে তৎকালীন সভাপতি কামাল আহমেদ (মরহুম) তার সময়ের ফান্ডের অর্থ দিয়ে পেনসেলভেনিয়ায় বাড়ী ক্রয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সর্বশেষ সংগঠনের ফান্ডের অর্থ দিয়ে বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম সংগঠনের নামে নয়, অন্য নামে এভাবেই একের পর এক এসোসিয়েশনের ফান্ডের অর্থ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এতে জনমনে বিশেষ করে প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মানে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে।

অপরদিকে সভাপতি বদরুল হোসেন খান নেতৃত্বাধীন কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে ইতিমধ্যেই 'কারণ দর্শানো'র নোটিশ প্রদান করেছেন। প্রয়োজনে তারা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ভাবছেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সাধারণ প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের প্রশ্ন 'জালালাদ এসোসিয়েশন কি অভিভাবকহীন?'

যুক্তরাষ্ট্র আসছেন বিশ্বজয়ী হাফেজ

(শেষের পাতার পর)

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন শিক্ষাদান প্রোগ্রাম করবেন। পাশাপাশি পবিত্র রমজান মাসে ব্রুকলীনস্থ বায়তুল জান্নাহ মসজিদে তারাবীর নামাজের ইমামতি করবেন এবং ঈদুল ফিতরের ২দিন পর বাংলাদেশে ফিরে যাবেন।

জানা যায়, হাফেজ নাজমুস সাকিব বাংলাদেশস্থ ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দশ বছর বয়সে ২০১০ সালে কুরআনের হাফেজ হন। ২০১২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কুরআনের আলো নামে হিফজ প্রতিযোগিতায় পুরো বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে বছরেই ভারতের ব্যাংলোরে পৃথিবীর ২৭টি দেশের প্রতিযোগী হাফেজদেরকে পরাজিত করে প্রথমস্থান অর্জন করেন।

অতপরঃ ২০১৩ সালে সৌদি আরবে মক্কাস্থ মসজিদ আল হারামে অনুষ্ঠিত ৭০টি দেশের প্রতিযোগী হাফেজদেরকে পিছনে ফেলে প্রথমস্থান অধিকার করেন। পবিত্র হারামাইনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, ইমাম আব্দুর রহমান সুদাইস তাকে আলিঙ্গন করে নিজ হাতে প্ল্যাগ এবং ৮০ হাজার রিয়াল পুরষ্কার প্রদান করেন। এগুলো এখনও অন-লাইন ও ইউটিউব এ ছবিসহ বিদ্যমান রয়েছে। একই বছরে দুবাইতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৯০এর অধিক দেশ সমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী হাফিজদেরকে পেছনে ফেলে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আরো বেশি মোটা অংকের অর্থে পুরষ্কৃত হোন। তিনি ঢাকা বারিধারা মাদ্রাসা থেকে এ বছর মিশকাত ক্লাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেন। আগামী বছর দাওরা পরিক্ষা দেবেন ইনশাআল্লাহ। ঢাকায় 'কুরআনের আলো' নামে তার প্রতিষ্ঠিত একটি ইন্টারন্যাশন্যাল হাফিজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। তিনি সে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। তার প্রোগ্রাম নিতে আগ্রহী নিম্ন নাম্বারে যোগাযোগ অধ্যাপক, মাওলানা মুহিবুর রহমান করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৮২৭-০৩০৮ অথবা ৩৪৭-৭৩৭-৪৭৪০।

STAR FURNITURE

একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

নূন্যতম মূল্যে, গুণগতমানের ফার্নিচারে সাজিয়েছি
আমাদের আরো একটি নতুন শাখা

Grand Opening of New Branch

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ ছাড়
20% OFF

FRIDAY | FEB 17, 2023 | 1:30PM (AFTER JUMMA)

1177 LIBERTY AVENUE, BROOKLYN (OZONE PARK), NY 11208



OTHER BRANCHES

JACKSON HEIGHTS
7814 ROOSEVELT AVE.
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-450-4725

NORTH BRONX
358 EAST 204 ST.
BRONX, NY 10467
718-844-4899

PARKCHESTER (BRONX)
1935 WESTCHESTER AVE.
BRONX NY 10462
718-792-9534

RICHMOND HILL
116-13 JAMAICA AVE.
RICHMOND HILL, NY 11418
718-581-7051

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 13 // 2023

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বড় হচ্ছে বাংলাদেশে

ঢাকা ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি গভীর হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং ঝড়-বন্যা বেড়ে যাওয়ার ক্ষতি পোষানো যাচ্ছে না। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বসত হারাচ্ছে মানুষ। সাত বছরেই ৫৮ জেলায় জলবায়ু-সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগে অন্তত ১ হাজার ৫৩ জনের প্রাণহানি ও ৯৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দেশে কর্মরত ৪৫টি এনজিওর নেটওয়ার্ক স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের (এসএফবি) এক সমীক্ষায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সব বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে গতকাল সমীক্ষাটি প্রকাশ করা হয়। 'জলবায়ু বিপর্যয়ের বহুমুখী বিশ্লেষণ, আর্থিক প্রবাহ বিশ্লেষণ এবং বন্যাপ্রবণ জেলাগুলোতে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনায় সহায়তায় ছিল ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মৌসুমি-আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধসসহ বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ সাত বছরে ৪ হাজার ১২০ মিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে।

নিউইয়র্কে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের আটটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী

বইগুলো ছড়িয়ে দিলে জনগণ ও রাজনীতি উপকৃত হবে: মির্জা ফখরুল









বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের মধ্যে যেমন দৃঢ়তা রয়েছে, তার লেখার মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। তার লেখায় যেমন রাজনীতি রয়েছে, তেমন অর্থনীতিও রয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের লেখা গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে মির্জা ফখরুল বলেন, বইগুলো পড়ে পাঠক ইতিবাচক ধারণা নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। তার রচিত বইগুলো ছড়িয়ে দিলে জনগণ ও রাজনীতি উপকৃত হবে।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের লেখা আটটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে গত ২৯ জানুয়ারী রোববার 'নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী'র ব্যানারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই মোড়ক উন্মোচন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে গ্রন্থগুলোর লেখক ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনও ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সূচনা বক্তব্য দেন।



অনুষ্ঠানে লেখককের পুত্র বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার মারুফ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ড. মোশাররফ রচিত আটটি গ্রন্থের বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেন।

সাবেক সিনিয়র জেলা জজ নূর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকারের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর ও অধ্যাপক মনির হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন প্রমুখ।

ভার্চুয়াল বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরো বলেন, আমরা বর্তমানে একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছি। দেশের গণতন্ত্রকে হরণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আগেও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। জনগণকে বোকা বানিয়ে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন কায়দায় বর্তমানেও একদলীয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে বিএনপি চরম দুঃসময় কাটাচ্ছে। চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গৃহবন্দি এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন। ৩৫ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলা দেওয়া হয়েছে। অনেকে কারাগারে রয়েছেন। আগামী নির্বাচন অনিশ্চিত। আমরা জনগণকে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করছি।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও বৃহত্তর কুমিল্লার প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।







জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ইসি'র সভা অনুষ্ঠিত

বোর্ড অফ ট্রাস্টি গঠন, আগামী সভায় সা. সম্পাদকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের জ্যামাইকাস্থ হালাল ডাইনারে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যকরী কমিটির সভা গত ৫ ফেব্রুয়ারী রোববার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এসোসিয়েশনের বোর্ড অফ ট্রাস্টি মনোনীত করা হয়। মনোনীত ট্রাস্টিরা হলেন- বদরুন নাহার খান মিতা (মৌলভীবাজার), কাওছারুজ্জামান কয়েছ (সিলেট সদর), ছদরুন নূর (সুনামগঞ্জ) এবং এটর্নি মঈন চৌধুরী (হবিগঞ্জ)। এছাড়াও আগামী যৌথ সভায় শোকজপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিলেট বিভাগের সকল সংগঠনকে নিয়ে সম্মেলিতভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। এতে বশির খানকে আহবায়ক, জাহিদ আহমেদ খানকে সদস্য সচিব এবং হেলিম উদ্দিন, শামীম আহমদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক ও মিজানুর রহমানকে সদস্য করা হয়। এছাড়াও আসন্ন রমজান-কে কেন্দ্র করে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য সফিউদ্দিন তালুকদারকে আহবায়ক ও মিজানুর রহমানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন হয়। তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হয় ২৬ মার্চ রোববার জয়া হল।

সভায় পস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি যথাক্রমে মাহাম্মাদ লোকমান হোসেন লুকু, সফিউদ্দিন তালুকদার, মোহাম্মাদ শাহিন কামালী ও বশির খান, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান, কার্যকরী সদস্য হেলিম উদ্দিন, শামীম আহমদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক ও মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে সংগঠনের সার্বিক কল্যাণের লক্ষে সকলের করণীয় ও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, M.B.A CPA



যুক্তরাষ্ট্র আসছেন বিশ্বজয়ী হাফেজ নাজমুস সাকিব

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বজয়ী এবং বিশ্বখ্যাত হাফেজ নাজমুস সাকিব আগামী ৬ মার্চ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আসছেন। তিনি নিউইয়র্ক-এর বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

সর্বনাশা চুক্তি!



একটা বিষয় মাথায় ঢুকছে না 'শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেশ'কে আর এক দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করতে হচ্ছে কেন! কিছুদিন আগেও গায়েন-বায়েনদের রঘুচীৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড় হয়েছিল- লোডশেডিং এখন অতীত, কুপি-হারিকেন জাদুঘরে। এক গায়িকাসাংসদ ঝাকা মাথায় বিদ্যুতের ফেরি-ওয়ালীও (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

ভবন ক্রয় নিয়ে সঙ্কট বাড়ছেই

জালালাদ এসোসিয়েশন কি অভিভাবকহীন?

বিশেষ প্রতিনিধি: সিলেট বিভাগবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র 'ভবন' ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংগঠনের অভ্যন্তরীন সঙ্কট বাড়ছেই। নেতৃত্বের কোন্দল, ইগো প্রবলেম, গ্রুপিং প্রভৃতি কারণ ছাড়াও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচালে সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক পক্ষে সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও তার সমর্থক অপর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম ও তার সমর্থক গোষ্ঠী। এমতাবস্থায় প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মাঝে প্রশ্ন উঠেছে এই সংগঠনের কি কোন অভিভাবক নেই? জালালাবাদ এসোসিয়েশন কি অভিভাবকহীন? মূলত: জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিবর্গের ইগো প্রবলেম আর 'নেতৃত্ব দেখিয়ে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

স্টার ফার্নিচারের ৫ম শাখা ব্রুকলীনে উদ্বোধন ১৭ ফেব্রুয়ারী



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন স্টার ফার্নিচারের নতুন শাখা উদ্বোধন হচ্ছে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। ১১৭৭ লিবার্টি এভিনিউস্থ এই শাখা হবে প্রতিষ্ঠানটির ৫ম শাখা। এদিন বাদ জুম্মা (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

প্রবাসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি

বিয়ানীবাজার সমিতি'র দুই হাজার কবর ক্রয়

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ দুই হাজার কবর ক্রয় করেছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউজার্সিতে ফাউন্টেন লন মেমোরিয়াল পার্ক সিমিট্রিতে এসব কবরস্থান ক্রয় করা হয়। একসাথে দুই হাজার কবর ক্রয় করার মধ্যদিয়ে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

স্মার্ট টেক আইটি সলিউশনের বুট ক্যাম্প কর্মশালা অনুষ্ঠিত



অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদানের দৃশ্য

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে আইটি প্রতিষ্ঠান 'স্মার্ট টেক আইটি সলিউশন স্কুল' ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিন ব্যাপী বুট ক্যাম্প কর্মশালা। যারা কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং জব এর জন্য মার্কেটে আছেন তাদের জন্য ছিল এই কর্মশালা। লাইভ ও অনলাইনে প্রতিদিন প্রায় ১৪০জন স্টুডেন্ট এই (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

ফ্লোরিডায় ২৭তম এশিয়ান ফুড ফেয়ার ৪ ও ৫ মার্চ

জুয়েল সাদত: বিগত বছরগুলোর মতো এবারের এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদ সম্মেলনে জন কিরবি

বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের দায়িত্ব ভোটার, দল, পুলিশসহ সবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব ভোটার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল, যুবসমাজ ও পুলিশসহ সকলের। গত ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বঙ্গবন্ধুর খুনি নুর চৌধুরীকে

দেশে ফেরতের দাবিতে কানাডায় মানববন্ধন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডায় অন্টারিও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে টরেন্টোর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বঙ্গবন্ধু'র খুনি নুর চৌধুরীকে দেশে ফেরতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রচন্ড বৈরী আবহাওয়াকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



মা-বাবার রুহানী ক্ষমতা

জাফর আহমাদ

হযরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা: এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসুল মানুষের মধ্যে(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস সম্পর্কে জানেন না রিজওয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক: ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৯৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হেলথ টিপস

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ব্যায়াম নয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গর্ভাবস্থা নারীর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। এ সময় সুষম খাদ্যাভ্যাস ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের পাশাপাশি হালকা ব্যায়াম করাও জরুরি। গর্ভাবস্থায় (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

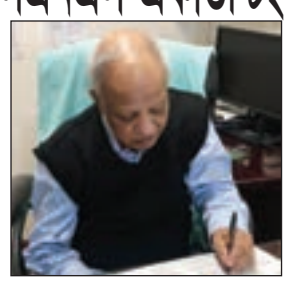
বিনা কর্তনে সেন্সর ছাড়পত্র পেল 'আম-কাঁঠালের ছুটি'

বিনোদন ডেস্ক: বিনা কর্তনে ছাড়পত্র পেয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র আম-কাঁঠালের ছুটি। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ট্যাক্স কনসালটেন্ট এম এ কাইয়ূম বললেন

সেরা সেবাই দিচ্ছে এসএনএস একাউন্টিং



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ট্যাক্স কনসালটেন্ট এম এ কাইয়ূম ট্যাক্স সিজেন ঘিরে পুরোধমে তার কাজ শুরু করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত এস্টোরিয়াস্থ তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস নতুন সাজে চলছে চলতি বছরে ট্যাক্স ফাইলিং-এর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com